NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ আজ ২২শে শ্রাবণ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ তিথিতে বিশেষ

দিল্লির এইমস-এ অগ্নিকাণ্ড, অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হল ওপিডি ৭

কলকাতা ৮ অগস্ট ২০২৩ ২২ শ্রাবণ ১৪৩০ মঙ্গলবার সপ্তদশ বর্ষ ৫৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 8.8.2023, Vol.17, Issue No.59, 8 Pages, Price 3.00

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এই প্রথম

টাকা দিয়ে চাকরি পাওয়া চার স্কুলশিক্ষক গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিয়োগ দুর্নীতিতে এই প্রথম বার গ্রেপ্তার হলেন টাকা দিয়ে চাকরি পাওয়া অযোগ্য অভিযুক্ত শিক্ষকেরা। সোমবার আলিপুর নগর দায়রা আদালত এমন চার শিক্ষককে গ্রেপ্তারির নির্দেশ দেন। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এই প্রথম চাকরি কেনা ৪ শিক্ষক জেলে পাঠানোর নির্দেশ আদালতের। আদালতে ডেকে ৪ শিক্ষককে জেলে পাঠালেন বিচারক। আদালতে ডেকে জেল হেপাজতের নির্দেশ বিচারক অর্পণ চট্টোপাধ্যায়ের। গ্রেপ্তার হওয়া ৪ শিক্ষকই মুর্শিদাবাদের নবগ্রামের বাসিন্দা। তাদের পাঠানো হয়েছে প্রেসিডেন্সি জেলে। প্রসঙ্গত, ২০১৪ সালের প্রাথমিক টেটের পর টাকা দিয়ে তারা চাকরি পেয়েছিলেন বলে সিবিআইয়ের কাছে স্বীকার করে নিয়েছিলেন চার অযোগ্য শিক্ষক। বিচারক অর্পণ চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য, 'এঁদের জন্যই এত কিছু (সমস্যা)।'

বস্তুত, নিয়োগ দুর্নীতিতে এর আগে টাকা নিয়ে চাকরি দেওয়ার অভিযোগে একাধিক গ্রেপ্তারির ঘটনা ঘটেছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন একাধিক 'প্রভাবশালী'। মাস খানেক আগে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ওই চার শিক্ষককে সমন পাঠিয়েছিল আলিপুর নগর দায়রা আদালত। সিবিআইয়ের চার্জশিটে ওই চার জনের নাম ছিল সাক্ষী হিসেবে। এঁদের নাম জহিরাদ্দিন শেখ, সাইগর হোসেন, সিমর হোসেন এবং সমর মণ্ডল। তদন্তকারীরা চার্জশিটে জানান, তাপস মণ্ডলের মাধ্যমে এঁরা টাকা দিয়ে চাকরি পেয়েছেন। সোমবার ওই চার জন আদালতে হাজির হন।

অভিযুক্তেরা হাজিরা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের আইনজীবীরা আগাম জামিনের আবেদন করেন। কিন্তু বিচারক তা খারিজ করে দেন। তিনি বলেন, 'কেন এঁদের জামিন দেওয়া হবে? এঁদের জন্য এত কিছু।' বিচারক চক্রবর্তীর সংযোজন, 'সিবিআই তো ক্লিনচিট দিয়েই দিয়েছিল। আমি ডেকে এনেছি। পর্যাপ্ত মেটেরিয়ালের (তথ্যপ্রমাণের) ভিত্তিতে ওঁদের ডাকা হয়েছে।' তিনি ওই প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশ্ন ছুড়ে বলেন, 'আপনাদেরই বলতে হবে যে কেন আপনাদের জামিন দেওয়া হবে।' বিচারক এ-ও বলেন, 'আপনাদের কাছে কেউ নিশ্চয়ই টাকা চাইতে যায়নি। আপনারা টাকা নিয়ে গিয়েছেন।'

সওয়াল-জবাবে চার জনের বিচারবিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। ২১ অগস্ট পর্যন্ত তাঁদের প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে রাখা হবে। ওই দিনই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে।

আদালত সূত্রে খবর, এঁরা সকলেই টাকার বিনিময়ে চাকরি পেয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছিল। এরপরই মুর্শিদাবাদের এই চার শিক্ষককে ৩১৯ ধারায় আদালতে তলব করা হয়। এদিকে এই চার জনকে সিবিআই সাক্ষী করেছিল। সেই কারণেই চারজন সোমবার আলিপুর আদালতে হাজিরা দেন।

এরপরই তাঁদের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেয় আদালত। শুধু তাই নয়, যাঁরা টাকা দিয়ে চাকরি পেলেন, তাঁদের নাম সাক্ষী হিসেবে উল্লেখ করায় ক্ষোভ প্রকাশও করতে দেখা যায় বিচারক অর্পণ চট্টোপাধ্যায়কে।

বুধবার নানা বিধির ঘেরাটোপে বাড়ি ফিরবেন বুদ্ধদেব

নিজস্ব প্রতিবেদন: সব ঠিক থাকলে বুধবারই হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরবেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। তবে বাড়ি ফিরলেও একাধিক বিধিনিষেধের ঘেরাটোপে থাকতে হবে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে। বাড়িতে চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানেই থাকবেন তিনি। সোমবার বৈঠকে বসেছিল আলিপুরের বেসরকারি হাসপাতালের মেডিক্যাল বোর্ড। গত ২৯ জুলাই থেকে ওই হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন বুদ্ধদেব। বৈঠকে বুদ্ধদেবকে হাসপাতাল থেকে ছাড়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জানানো হয়েছে, সব দিক খতিয়ে দেখার পরই বুধবার হাসপাতাল থেকে ছাড়া হতে পারে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে। হাসপাতালের তরফে জানানো হয়েছে, বাড়িতেও পর্যবেক্ষণে রাখা হবে বুদ্ধদেবকে। তাঁর বাড়ি জীবাণুমুক্ত করা হবে। বাইরের কেউ যাতে বাড়িতে না ঢোকেন, সে ব্যাপারে জোর দেওয়া হবে। অর্থাৎ, নতুন করে যাতে বুদ্ধদেবের শরীরে সংক্রমণ না ছড়ায়, তা সুনিশ্চিত করতে চান চিকিৎসকেরা। বাড়িতে থাকবেন এক জন নার্স। আগামী এক সপ্তাহ বুদ্ধদেবের রাইলস টিউব খোলা হবে না। খাবার তিনি গলাধঃকরণ করতে পারছেন কি না, পরীক্ষা করে তা দেখা হচ্ছে। চলবে 'সোয়ালো অ্যাসেসমেন্ট'। চলবে 'চেস্ট ফিজিওথেরাপি' ও রিহ্যাবিলিটেশন। বাড়িতে রাখা হবে বাইপ্যাপ সাপোর্ট, নেবুলাইজেশন সাপোর্ট।

মণিপুরে ৩ মহিলা বিচারপতির কমিটি

নয়াদিল্লি, ৭ অগস্ট: মণিপুরে গোষ্ঠীহিংসায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির জন্য ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজ পর্যবেক্ষণের জন্য সোমবার একটি কমিটি গড়ল সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জেপি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেঞ্চের গড়া ওই কমিটিতে রয়েছেন হাইকোর্টের তিন অবসরপ্রাপ্ত মহিলা বিচারপতি। জম্মু ও কাশ্মীর হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি গীতা মিত্তলের নেতৃত্বাধীন ওই কমিটিতে রয়েছেন বিচারপতি (অবসরপ্রাপ্ত) শালিনী পি জোশী এবং বিচারপতি (অবসরপ্রাপ্ত) আশা মেনন। শীর্ষ আদালতের নির্দেশ, ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজ তদারকির পাশাপাশি, মণিপুর পুলিশের আধিকারিকদের নিয়ে গঠিত সিট হিংসাপর্বের যে ফৌজদারি মামলাগুলির তদন্ত করছে, তা তদারকি করবে ওই কমিটি।

আজও দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টির রুদ্রমূর্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন: আজও দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় রুদ্রমূর্তি দেখাবে বৃষ্টিপাত। আগামী কয়েকদিন কলকাতা-দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জায়গায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাসের কথাও শুনিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, নদিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুরে ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে। কলকাতা হাওড়া, হুগলি, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূমে মাঝারি থেকে হালকা বৃষ্টিপাত হতে পারে। দক্ষিণের সব জেলাতেই বৃষ্টিপাত হবে। ফলত দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই হলুদ সতর্কতা জারি থাকবে। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, মালদা, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর-সহ উত্তরের সব জেলাতেও থাকছে হলুদ সতর্কতা। আবহাওয়াবিদরা জানাচ্ছেন, এখন মৌসুমী অক্ষরেখা ভাগলপুর মালদা মিজোরাম হয়ে উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃতি। দ্বিতীয়ত একটি ঘূর্ণাবর্ত উত্তর বাংলাদেশের উপরে রয়েছে।

ইডি-র সৎসাহস নেই স্পষ্টভাবে কোনও অভিযোগ দায়ের করার

বিদেশ থেকেই টুইটে কটাক্ষ অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট অর্থাৎ ইডি-কে। বাংলার বিরোধী দল বিজেপি, সঙ্গে ইডি-রও সৎসাহস নেই স্পষ্টভাবে কোনও অভিযোগ করার। এবার একেবারে বিদেশের মাটিতে বসে এমনটাই অভিযোগ তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। পাশাপাশি এও বলেন, কেন্দ্রের এই সংস্থার যে দায়িত্ব রয়েছে, তা সঠিকভাবে পালন করছেন না তদন্তকারীরা। ইডি পুরোপুরি রাজনৈতিক মদতপুষ্ট হয়ে চলছে। এরপরই অভিষেক ইডিকে কটাক্ষ করে এও বলেন, 'সত্য সর্ব শক্তিমান। সত্যেরই জয় হবে'।

একইসঙ্গে সোমবারের এই টুইটে অভিষেক এও লেখেন, 'এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটে এত অকর্মণ্য সব লোক বসে আছে যে দেখে করুণা হচ্ছে। সপ্তাহে ২ বার আমার বিরুদ্ধে গল্প সাজানো ছাড়া ওদের আর কোনও কাজ নেই। আর এ সব করছে শুধু ওদের রাজনৈতিক প্রভুকে খুশি করার জন্য।' এখানেই শেষ নয়, অভিষেক তাঁর টুইটে এও লেখেন, 'ইডি বা সংবাদমাধ্যম কিংবা বাংলার বিজেপি নেতাদের তাঁর বিরুদ্ধে পরিষ্কার করে কোনও অভিযোগ তোলার সাহস বা আত্মবিশ্বাসই নেই। এই সব হতভাগ্য এবং হতাশ আত্মাদের প্রতি করুণা ছাড়া আর কী করা যায়!'

বিদেশযাত্রা নিয়ে ইতিমধ্যেই বিরোধীদের কটাক্ষের মুখে পড়তে হয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সেই প্রেক্ষিতে ইডি-কে খোঁচা দিয়ে অভিষেকের এই টুইট যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। তবে এই প্রথম নয়, ইডিকে রাজনৈতিক কারণে ব্যবহার করার অভিযোগ এর আগেও করেছে শাসকদল।

এবার অভিষেকের বিদেশ যাত্রা নিয়ে যখন এত জলঘোলা, সেখানে দাঁড়িয়ে অভিষেকের এই টুইট যথেষ্ট ইঙ্গিতবহ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

রাজ্যে ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে বাংলা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের সমস্ত বেসরকারি ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলগুলিতে বাংলা শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। সমস্ত স্কুলে প্রথম বা দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে বাংলা থাকতেই হবে। সোমবার রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। একইসঙ্গে বেসরকারি স্কুলগুলিকে নিয়ন্ত্রণের জন্য রাজ্যে কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। জানা গিয়েছে, সোমবার রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে রাজ্যের শিক্ষানীতি অনুমোদিত হয়েছে। সেখানে জানানো হয়েছে, স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে উচ্চ প্রাথমিক স্তর থেকে বাংলা এবং ইংরেজি পড়াতেই হবে। বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যমের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম। শুধু তাই নয়, তৃতীয়

ভাষা হিসেবে যে অঞ্চলে যে ভাষার কার্যকরিতা বেশি সেই অঞ্চলে সেই ভাষা পড়া যাবে। তা হিন্দিও হতে পারে, সাঁওতালিও হতে পারে।

বিস্তারিত ২ এর পাতায়

জামিন পেলেন মানিক ভট্টাচার্যের স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: জামিন পেলেন মানিক ভট্টাচার্যের স্ত্রী শতরূপা ভট্টাচার্য। সোমবার জামিনের আবেদন মঞ্জুর করল কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ। নিয়োগ মামলায় এই প্রথম জামিন হল। জামিনের নির্দেশ দেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। নিঃসন্দেহে এই নির্দেশ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রসঙ্গত, প্রাক্তন প্রাথমিক পর্ষদ সভাপতি মানিক ভট্টাচার্যকে গ্রেপ্তার করা হলেও স্ত্রী শতরূপাকে প্রথমে গ্রেপ্তার করেনি ইডি। শতরূপাকে সমন পাঠানো হয়েছিল ইডির তরফে। তখন তিনি নিম্ন আদালতে গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন। এরপরই বিচারক তাঁকে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। এরপর গত ২২ ফেব্রুয়ারি আদালতে জামিনের আর্জি জানান শতরূপা। তখন তাঁকে জামিন না দিয়ে ফের জেল হেপাজতে পাঠানো হয় তাঁকে। প্রায় ৫ মাস ধরে শতরূপা জেলে। অথচ এই সময়ের মধ্যে শতরূপাকে নিয়ে ইডি সেভাবে কোনও পদক্ষেপ করেনি। এমনকী গ্রেপ্তার করতে চাই বলেও ইডি কোনও আবেদন জানায়নি। এরপর এখন কাস্টডিয়াল ট্রায়ালের কথা বলছেন তদন্তকারী সংস্থা। এখানেই আদালতের প্রশ্ন ছিল, শতরূপা ভট্টাচার্যকে গ্রেপ্তারের এতদিন পর কেন হেপাজতে রেখে ট্রায়াল করতে চাইছে তা নিয়েই। এরপরই সোমবার জামিনের নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট। ১ লক্ষ টাকার বন্ডে জামিন দেওয়া হয় শতরূপা ভট্টাচার্যকে। একইসঙ্গে পাসপোর্ট জমা রাখার নির্দেশও দেয় কোর্ট। 'তাঁকে আর হেপাজতে রাখার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না', মন্তব্য করেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। বিচারপতি ঘোষ এদিন জানতে চান, 'মানিক অযোগ্যদের চাকরি দিয়েছেন। টাকার যোগসূত্র আছে তাঁর সঙ্গে। কিন্তু শতরূপা যে এই পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত সেটা কীভাবে প্রমাণিত? যদি তাই হয়, তাহলে প্রথমেই কেন গ্রেপ্তার করেননি? সমন পাঠানোর পর উনি যখন আত্মসমর্পণ করেন, তখন জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ইডি কেন গ্রেপ্তার করেনি?'

উত্তরে ইডির আইনজীবী ফিরোজ এডুলজি বলেন, শুধু টাকার বিষয় নয়। চাকরিপ্রার্থীদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করা হয়েছে। তাই কাস্টডিয়াল ট্রায়ালের আবেদন করা হচ্ছে। তিনি বলেন, 'উনি গৃহবধূ নন। ওনার সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। চিন, সাউথ আফ্রিকা, ফ্রান্স, তানজানিয়া, জাপান, ইত্যাদি দেশে ভ্রমণ করেছেন। উনি লেডি ম্যাকবেথ।'

লোকসভায় সাংসদ পদে ফিরলেন রাহুল গান্ধি

আজ অনাস্থা প্রস্তাবে অংশ নেবেন

নয়াদিল্লি, ৭ অগস্ট: অবশেষে সাংসদ পদ ফিরল রাহুল গান্ধির। ওয়েনাদের সাংসদ হিসাবে পুনর্বহাল করা হল রাহুল গান্ধিকে। সোমবার সকালেই লোকসভার সেক্রেটারিয়েটের তরফে রাহুল গান্ধির সাংসদ পদ ফেরানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই সাংসদ পদ ফিরল রাহুলের। এক কথায় সুপ্রিম কোর্টের পর সংসদেও বড় জয় রাহুল গান্ধির। এই সমস্যার সমাধান হতে এটাও স্পষ্ট ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন রাহুল। এদিকে সূত্রের খবর, আজ কংগ্রেসের আনা সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের আলোচনায় অংশ নেবেন রাহুল। কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৌয়ের বদলে রাহুল গান্ধিই অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা শুরু করতে পারেন। প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনের আগে মোদি পদবি নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেই মানহানির মামলায় জড়িয়ে পড়েছিলেন রাহুল গান্ধি। তাঁর বিরুদ্ধে অপরাধমূলক মানহানি মামলা দায়ের করেন গুজরাতের বিজেপি সাংসদ পূর্ণেশ মোদি। ওই মামলায় চলতি বছরের মার্চ মাসে সুরাত দায়রা আদালত রাহুল গান্ধিকে দোষী সাব্যস্ত করে এবং দুই বছরের কারাদণ্ডের সাজা দেয়। সুরাত আদালতের রায়ের পরদিনই জনপ্রতিনিধি আইন অনুযায়ী, সাংসদ পদ খোয়ান রাহুল গান্ধি। ওই রায়কে চ্যালেঞ্জ করেই প্রথমে গুজরাত হাইকোর্ট ও পরে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন রাহুল।

এরপর গত শুক্রবার, ৪ অগস্ট সুপ্রিম কোর্টের তরফে সুরাত আদালতের ওই সাজার রায়ের উপরে স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়। এরপরই সাংসদ পদ ফিরে পাওয়ার পথ খুলে যায় রাহুল গান্ধির জন্য। সেই দিনই লোকসভার স্পিকারের সঙ্গে দেখা করে রাহুলের সাংসদ পদ ফিরিয়ে দেওয়ার আর্জি জানান কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী। একইসঙ্গে লোকসভার সেক্রেটারিয়েটের কাছে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের কপি জমা দেওয়া হয়। এরপরই সোমবার সংসদের অধিবেশন শুরু হতেই, লোকসভার সেক্রেটারিয়েটের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে রাহুল গান্ধির সাংসদ পদ ফেরানোর কথা জানানো হয়।

উচ্ছ্বসিত কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ৭ অগস্ট: রাহুল গান্ধিকে ভয় পেয়ে ষড়যন্ত্র করেছিল বিজেপি। সোমবার সেই ষড়যন্ত্রই ফাঁস হয়ে গেল রাহুলের সাংসদ পদ ফিরে পাওয়ার পর। এমনটাই দাবি করছে কংগ্রেস। রাহুলের পদ ফেরানোর সিদ্ধান্তের পর হাত শিবিরের একাধিক শীর্ষ নেতা ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব তুলে এনেছেন। রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা অশোক গহলৌত রাহুলের সাংসদ পদ ফিরে পাওয়া প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, 'গোটা দেশের কাছে আজ একটা বার্তা গেল। রাহুলের ভারত জোড়ো যাত্রা দেখে বিজেপি ভয় পেয়ে গিয়েছিল। বিজেপি নেতারাই ভয় পেয়ে এই ষড়যন্ত্র করেছিলেন। সেটা এখন ফাঁস হয়ে গিয়েছে।' এখানেই শেষ নয়। গহলৌতের দাবি, এই মুহূর্তে মোদিকে প্রতিযোগিতার মুখে ফেলার জন্য একমাত্র রাহুলই যোগ্য। তিনিই মোদির যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী।

ফিরেই টুইটার বায়ো বদল

নয়াদিল্লি, ৭ অগস্ট: সাড়ে চার মাসের মাথায় সাংসদ পদ ফিরে পাওয়ার পর নিজের টুইটার হ্যান্ডলের 'বায়ো' বা সংক্ষিপ্ত পরিচয় বদলে ফেললেন রাহুল গান্ধি। গত ২৪ মার্চ সাংসদ পদ খারিজ হওয়ার পরও এই বায়ো বদলে ফেলেছিলেন রাহুল। 'অযোগ্য সাংসদ' পরিচয়ের আগে সেখানে স্থান পেয়েছিল 'কংগ্রেস নেতা' হিসাবে তাঁর পরিচিতির দিকটি। সোমবার অবশ্য রাহুলের টুইটার বায়োতে লেখা ছিল 'মেম্বার অফ পার্লামেন্ট'। অর্থাৎ, লোকসভার সদস্য। গত মার্চ মাসে রাহুল যখন টুইটারের বায়ো বদলে ফেলেন, তখন সেখানে লেখা ছিল, 'এটি রাহুল গান্ধির অফিশিয়াল অ্যাকাউন্ট। তিনি জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য।' এর পরেই নতুন শব্দবন্ধ জোড়ে অ্যাকাউন্টে। লেখা হয়, 'ডিস্‌'কোয়ালিফায়েড এমপি' (অযোগ্য সাংসদ)। আভিধানিক বানান 'ডিস্কোয়ালিফায়েড'-এর বদলে রাহুল ডিস্‌'কোয়ালিফায়েড কেন লিখেছিলেন, তার ব্যাখ্যা অবশ্য পাওয়া যায়নি।

রাহুলের কামব্যাকের পর তিনিই যে অনাস্থা আলোচনায় ইন্ডিয়ো জোটের মুখ হতে চলেছেন, এমন জল্পনায় সিলমোহর দিল বিরোধী শিবির। আগামী ৮ অগস্ট থেকে শুরু হচ্ছে লোকসভায় অনাস্থা প্রস্তাবের আলোচনা। ১০ অগস্ট পর্যন্ত চলবে আলোচনা। আর প্রথম দিনই বিতর্কে প্রথম সাংসদ হিসেবে অংশ নেবেন রাহুল গান্ধি। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই অনাস্থা প্রস্তাবের পক্ষে আজ প্রথম ভাষণ দেবেন তিনি।

লোকসভা ভোটের প্রস্তুতি! বিশ্ব আদিবাসী দিবসে আজ ঝাড়গ্রামে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: আবার জেলা সফরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সূত্রের খবর, আজ বিকেলে ঝাড়গ্রাম পৌঁছবেন তিনি। পরের দিন দুপুরে ঝাড়গ্রাম স্টেডিয়ামে সরকারি উদ্যোগে হবে বিশ্ব আদিবাসী দিবস। সেই অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি, বিশ্ব আদিবাসী দিবসের অনুষ্ঠান থেকেই সরকারি পরিষেবা বিতরণ করবেন তিনি। রাজনীতিক বিশ্লেষণকারীদের মতে, মুখ্যমন্ত্রীর এই সফর লোকসভা ভোটের জন্য কষা অঙ্ক। কারণ, এদিন বিকেলে ঝাড়গ্রামে পৌঁছানোর পরে ঝাড়গ্রাম জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে বসতে পারেন বলে সূত্রের খবর। পঞ্চায়েত ভোটের পর এই প্রথম কোনও জেলার সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাই রাজনৈতিক মহলের মতে, লোকসভা ভোটের কথা মাথায় রেখেই তিনি এই সফর শুরু করছেন। কারণ, ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে ঝাড়গ্রাম আসনটি জিতে নিয়েছিল বিজেপি। জয়ী হয়েছিলেন বিজেপির কুনার

হেমব্রম। কিন্তু তার পর থেকে লাগাতার প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে ঝাড়গ্রামের জমি উদ্ধারে নামে তৃণমূল। ফল মেলে হাতেনাতে। ২০২১ সালের ভোটেই ঝাড়গ্রাম জেলার সব ক'টি আসন জিতে নেয় মমতার দল।

পঞ্চায়েত ভোটে ঝাড়গ্রামে আধিপত্য বজায় রাখায় সফল হয়েছে তৃণমূল। এ বার সেই মাটিতেই লোকসভা ভোটের প্রস্তুতি শুরু করতে যাচ্ছেন মমতা।

রাজ্যসভায় পেশ হল দিল্লি অর্ডিন্যান্স বিল

নয়াদিল্লি, ৭ অগস্ট: বিরোধীরা ওয়াকআউট করায় বৃহস্পতিবার বিনা বাধায় লোকসভায় পাশ হয়ে গিয়েছে দিল্লির আমলা নিয়োগ এবং বদলি সংক্রান্ত 'জাতীয় রাজধানী অঞ্চল দিল্লি (সংশোধনী) বিল ২০২৩'। আড়াই মাস আগে নরেন্দ্র মোদি সরকার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে পাশ কাটিয়ে দিল্লির প্রশাসনিক ক্ষমতার রাশ হাতে রাখার জন্য যে অর্ডিন্যান্স (অধ্যাদেশ) জারি করেছিল, এ বার তা রাজ্যসভায় পাশ করিয়ে পুরোদস্তুর আইনের চেহারা দেওয়া অন্তিম পর্যায়ের প্রক্রিয়া শুরু হল। সোমবার বিরতির পর ২টোয় অধিবেশন ফের শুরু হলে কেন্দ্রের তরফে বিলটি পেশ করা হয়। লোকসভার মতো অবশ্য রাজ্যসভাতেও কেন্দ্রকে বিনা যুদ্ধে জমি ছাড়তে নারাজ বিরোধীরা।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে ব্যারাকপুরে প্রশাসনিক বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: রাজ্যে ক্রমশ থাবা বসাতে শুরু করেছে ডেঙ্গু। এই ডেঙ্গু মোকাবিলায় সতর্ক জেলা প্রশাসন। ডেঙ্গু মোকাবিলায় সোমবার ব্যারাকপুরে মহকুমা প্রশাসনিক ভবনে বৈঠক ডাকা হয়েছিল। উক্ত বৈঠকে জেলাশাসক শরৎ ত্রিদেবী, মহকুমা শাসক সৌরভ বারিক-সহ পদস্থ কর্তারা হাজির ছিলেন। ডেঙ্গু রুখতে ব্যারাকপুর মহকুমার প্রতিটি পুরসভাকে বাড়ি বাড়ি সমীক্ষা করার নির্দেশ দিল জেলা প্রশাসন। সূত্র বলছে, এই মহকুমার পানিহাটি, নৈহাটি, দক্ষিণ দমদম, বরানগর পুরসভা এলাকায় আক্রান্তের সংখ্যা বেশি। এদিনের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, পুর কর্মীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সমীক্ষা চালাতে হবে। কেউ আক্রান্ত হয়েছেন কিনা তা দেখতে হবে। তাছাড়া বাড়ির কোথাও জমা জল থাকলে, তা পরিষ্কার করার নির্দেশ দিতে হবে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, Mukul Sinha S/o Late Girindra Nath Sinha presently of Flat 103, Dover Court, 22, Dover Road, 1st Floor, Kolkata 700 019 do affirm that Mukul Sinha and M. Sinha is the same and one identical person vide Affidavit no.792 dt 5th Day of August 2023 before the Office of The Learned 1st Class Judicial Magistrate at Kolkata.

নাম-পদবী

গত 31/07/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 11678 নং এফিডেভিট বলে Tarun Kumar Sahana S/o. Balai Sahana ও Tarun Sahana S/o. B. Sahana সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 31/07/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 11680 নং এফিডেভিট বলে Sujal Nandy S/o. Nityananda Nandy ও Sujal Nandi S/o. N. N. Nandi সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 15/05/23 S.D.E.M., সদর হুগলী কোর্টে 15 নং এফিডেভিট বলে Raj Kumar Ghose S/o. Achintya Kumar Ghose ও Raj Kumar Ghosh S/o. Lt. A. Kr. Ghosh, Achintya Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

DECLARATION

I, Saswata Chatterjee, son of Samir Chatterjee and Piyali Chatterjee residing at A-7/8, 134, Seikh Para Road, Jubilee Housing, Brahmapur, Police Station - Bansdroni, Kolkata - 700096. In my birth certificate registration no - 30/2001 dated 02-02-2001 issued by Rajpur - Sonarpur municipality wherein my name inadvertently recorded as Dipayan Chatterjee instead of my present name Saswata Chatterjee. As per affidavit no 2491 dated 04.08.2023, 1st class Judicial Magistrate, I have changed my name Dipayan Chatterjee to Saswata Chatterjee. Saswata Chatterjee and Dipayan Chatterjee are same and one identical person.

নাম-পদবী

গত 10/05/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 7518 নং এফিডেভিট বলে আমি Jhantu Mondal ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Phulchand Mondal ও Fulchand Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

বিজ্ঞপ্তি

জেলা-হুগলী প্রথম সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন) চুঁচুড়া আদালত
দেওয়ানী জারী মোকর্দ্দমা নং- ১৩/২০০৬

শ্রী বিশ্বনাথ দাস, পিতা- কৃষ্ণচন্দ্র দাস, সাং- কামদেবপুর, থানা- পোলবা, জেলা-হুগলী।
...ডিক্রিদার

-বনাম-

৩। শ্রীমতী ফুলমনি ধারা, স্বামী- ঁ সূর্য্য ধারা, ৫। শ্রীমতী শীলা সিং, স্বামী- বিজয় সিং, ৬। শ্রীমতী লক্ষী সিং, স্বামী- পাঁচু সিং, সর্বসাং- কামদেবপুর, থানা- পোলবা, জেলা-হুগলী
...দেনীগণ

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা হইতেছে যে, ডিক্রিদার বিশ্বনাথ দাস নিম্নলিখিত তপশীল বর্নিত সম্পত্তি লইয়া চুঁচুড়া আদালত প্রথম সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন) এ ১৯৯৬ সালের দাখিলীকৃত ২৮০ নং দেওয়ানী মোকর্দ্দমার ইং-১০/০৪/২০০৬ তারিখের রায়ের স্বপক্ষে উপরিউল্লিখিত ২০০৬ সালের ১৩ নং দেওয়ানী জারী মোকর্দ্দমাটি রুজু করিয়াছেন। উল্লিখিত ১৩/২০০৬ নং দেওয়ানী জারী মোকর্দ্দমাটি রুজু করিবার পর হইতে উপরি উল্লিখিত ৩নং দেনী শ্রীমতী ফুলমনি ধাড়া, ৫নং দেনী শ্রীমতী শীলা সিং এবং ৬নং দেনী শ্রীমতী লক্ষী সিং অদ্যাবধি আদালতে হাজির হইয়া কোনরূপ আপত্তি প্রদান করেন নাই। যদি উপরিউল্লিখিত ৩, ৫ ও ৬ নং দেনীপক্ষগণ উক্ত ১৩/২০০৬ নং জারী মোকর্দ্দমাটি কনটেষ্ট করিতে চান তবে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিবস কাল মধ্যে তাহাদের পক্ষে উকিলবাবু নিযুক্ত করিয়া উক্ত আদালতে আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় অত্র মোকর্দ্দমাটি আইন মোতাবেক রায়দান হইবে।

'ক' তপশীল সম্পত্তি

জেলা-হুগলী, থানা- পোলবা, জে.এল. নং- ১৭৯, মৌজা- কামদেবপুর, আর.এস সেটেলমেন্টের ১৪৯ নং খতিয়ান ১২৫৯ দাগে ডাঙ্গা হাল বাগান মায় তদুপরিস্থিত বৃক্ষাদি সমেত ২ একর ২৮ শতক।

'খ' তপশীল সম্পত্তি

উপরিউক্ত 'ক' তপশীলের ১ দফার বর্নিত কামদেবপুর, মৌজায় রিভিশনাল সেটেলমেন্টের ১৪৯ নং খতিয়ানভুক্ত ১২৫৯ দাগে সাবেক ডাঙ্গা হাল বাগান জমির পশ্চিমাংশে ১ একর ৩২ শতক মায় বৃক্ষ্যাদি যাহা এল.আর সেটেলমেন্টের ১৭৭ কৃঃ খতিয়ানভুক্ত ১২৫৯ দাগ হইতেছে। (২) নিম্ন 'খ' তপশীল বর্ণিত রিভিশনাল সেটেলমেন্টের কামদেবপুর মৌজায় ১৪৯ নং খতিয়ান ১২৫৬ দাগে নালা ০২ শতক মধ্যে ০১ শতক যাহা এল.আর সেটেলমেন্টের ১২৫৬ দাগ হইতেছে। হাল খতিয়ান ১০৭ অকৃষি।

'গ' তপশীল সম্পত্তি

উপরিউক্ত 'ক' তপশীলের ১ দফার বর্ণিত রিভিশনাল সেটেলমেন্টের ১৪৯ নং খতিয়ানভুক্ত ১২৫৯ দাগের মধ্যে পূর্বাংশে ৯৫ শতক মায় বৃক্ষ্যাদি যাহা এল.আর সেটেলমেন্টের ১৭৭কৃঃ তপশীল হইতেছে।

'ঘ' তপশীল সম্পত্তি

জেলা-হুগলী, থানা- পোলবার সামিল ১৭৯ নং জে.এল কামদেবপুর মৌজায় রিভিসনাল সেটেলমেন্টের ১৪৯ নং খতিয়ানভুক্ত ১২৫৬ দাগে এল.আর সেটেলমেন্টের ১২৫৬ দাগে নালা ০১ শতক।

ডিক্রিদার এর তরফে উকিলবাবু
অলোক কুমার মুখোপাধ্যায়

শ্রী চরন সিং
সেরেস্তাদার
Civil Judge (Sr. Divn.)
1st Court, Hooghly.

বিজ্ঞপ্তি

জেলা- নদীয়া, মোকাম নবদ্বীপের মাননীয় অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত
ম্যাট স্যুট নং ০৩/২০২৩

দরখাস্তকারী - শ্রীরঞ্জন বিশ্বাস,

-বনাম-

প্রতিপক্ষ- মৌমিতা বিশ্বাস গাঙ্গুলী, স্বামী- শ্রী রঞ্জন বিশ্বাস, পিতা- প্রদীপ কুমার গাঙ্গুলী, সাং- ৬০, বেলগাছিয়া রোড, দত্তবাগান, মেট্রোরেলওয়ে কোয়াটার, ব্লক-এম, রুম নং ৬, কোলকাতা - ৭০০০৩৭, বর্তমান সাং- লাল বৌদির বিল্ডিং, সেকেন্ড ফ্লোর, জে.কে. রোড, দত্তবাগান, কোলকাতা - ৭০০০৩৯।

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত নং মোকর্দ্দমার দরখাস্তকারী, অত্র প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নবদ্বীপ অতিরিক্ত জেলা জজ আদালতে বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য মোকর্দ্দমা আনয়ন করিয়াছেন, যাহার নং ম্যাট স্যুট ০৩/২০২৩। নবদ্বীপ আদালত উক্ত মোকর্দ্দমার সমন অত্র প্রতিপক্ষের ঠিকানায় প্রেরণ করিয়াছে, যাহা প্রতিপক্ষ গ্রহণ না করিয়া ফিরিয়া দিয়াছেন। তৎকারণে অত্র নোটিশ সংবাদ পত্রে প্রকাশ করিয়া প্রতিপক্ষকে অবগত করানো যাইতেছে যে, অত্র নোটিশ প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে স্বয়ং বা নিযুক্ত উকিলবাবু মারফৎ আদালতে হাজির হইয়া তাহার বক্তব্য জানাইবেন। অন্যথায় মাননীয় আদালত আইন মোতাবেক কার্য্য করিয়া একতরফা আদেশ প্রচার করিবেন।

আদেশানুসারে
Pratim Chowdhury
সেরেস্তাদার
Bench Clerk
Addl. District & Sessions Judge
Nabadwip, Nadia
06-07-23

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৮ ই আগষ্ট, মঙ্গলবার ২২ শে শ্রাবণ। জন্মে মেষরাশি। অষ্টোত্তরী শুক্র ও বিংশোত্তরী কেতু র মহাদশা। মৃতে দ্বিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বৃহস্পতি বুধ অনুকূলে আছে। আজ জীবন যুদ্ধে জয়ী হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। ব্যাবসায়ী অধ্যাপক চিকিৎসক ব্যাবসায়ীদের জন্য অতীব শুভ দিন। কোনো প্রতিষ্ঠিত পুরুষ বা মহিলা দ্বারা কিছু সুযোগ বৃদ্ধি। ভাগ্য প্রবর্তনশীল চাকরি ছাড়বেন ভাবছেন, বাবসাতে শুভ হবে। তবে গ্রহ অবস্থান দেখে নিয়ে কাজ করুন।

বৃষ রাশি : আজ একটু বেগ পেতে হবে। দিনটি কষ্টকর। কর্ম ক্ষেত্রে আপনার বস আপনার ওপর সন্তুষ্ট নয়। বিবাহিত জীবন আজ সুখকর নয়। গুপ্ত কথা প্রকাশে আস্তে পারে। যে মহিলাকে আপন করতে চাইছেন তিনি কি আপনার সত্যি করের আপন। কষ্টসহিষ্ণুতা আপনার একটি মহৎ গুন্। একটু ধৈর্য ধরুন সময় আসবে।

মিথুন রাশি : আপনার উদারতা এবং পরদুঃখ কাতরতা আজ আপনাকে সম্মান পাইয়ে দেবে। প্রতিপত্তি বিস্তার হবে, নাম,যশ বৃদ্ধি হবে। যারা প্রশাসন বিভাগে কাজ করছেন তারা মন কে স্থির করুন আজ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি হবে বিশেষ লাভ পাবেন।

কর্কট রাশি : আজ আপনার অদ্ভুত খেয়ালের জন্য সম্মান প্রাপ্তি নিশ্চিত। অতিরিক্ত কল্পনাপ্রবণতা, ভাবপ্রবণতা, দ্বারা সকলের কাছ থেকে প্রশংসা লাভ হবে। যে মানুষরা আপনার সান্নিধ্য পেতে চায়ে তাদের থেকে আজ শুভত্ব প্রাপ্তি হবে। প্রতিষ্ঠা এবং সুনাম পাওয়ার নেশা আজ আপনার মধ্যে কিছু ভালো তৈরী করবে।

সিংহ রাশি : পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। প্রতিবেশী দ্বারা সহযোগিতা প্রাপ্তি। আজ আপনার উদ্দীপনা, সাহসিকতা, সবার প্রশংসা কুড়োবে। বন্ধু ভাগ্য ভালো। আজ সহজেই বন্ধুত্ব লেভার দ্বারা শুভ হবে। আপনি যেমন বন্ধুর জন্য ত্যাগ স্বীকার করেন আজ এই রকমই কয়েকজন বন্ধু আপনার পশে দাঁড়িয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে।

কন্যা রাশি : ভবিষৎ সম্পর্কে আপনার উদাসীনতা আজ কোনো মানসিক দুঃখ দিতে পারে। ঠিকাদারি কাজে যারা আছেন আজ কোনো ক্ষতির সোমুখহীন হতে পারেন। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন।

তুলা রাশি : শিক্ষক উপদেষ্টা সরকারি বেসরকারি কর্মচারী দের জন্য আজ অত্যন্ত শুভ দিন আত্মবিশ্বাস বাড়বে। আটকে থাকা কোনো কাজ হটাৎ হয়ে পরবে। পরিবারে আপনার বুদ্ধির দ্বারা দীর্ঘদিনের আটকে থাকা জট আজ খুলতে পারে। নিখুঁত ভাবে কাজ করার জন্য আজ আপনার সম্মান বৃদ্ধ হবে কর্মক্ষেত্রে।

বৃশ্চিক রাশি : কর্মক্ষেত্রে করোতোবে গাফিলতিও করলেও আজ এমনি এক শুভ দিন উর্ধতন কর্তৃপক্ষ আজ আপনার প্রশংসা করবে। প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছা মনের মধ্যে না রেখে আজ গুপ্তত শত্রুকে পরাস্ত করতে পারবেন। আয়কর বিক্রয়কর সামাজিক বিবাদের কাজ শস্য জাতীয় বিভাগের কাজের আজ আর্থিক লাভ নিশ্চিত। যারা কারিগরি বিদ্যা নিয়ে পড়াশুনো করছেন তাদের আজ শুভ দিন।

ধনু রাশি : বৃহস্পতির কৃপা পাবেন আজকে। উদারতা ও ক্ষমা আপনার এই দুই মহৎ গুনের জন্য আজ আপনি সম্মান পাবেন। সমাজ সেবায় সুনাম হবে। কোনো রাজনৈতিক ব্যাক্তির দ্বারা লাভ প্রাপ্তি সম্ভব। পরিবারে শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। সাহিত্য চর্চা, ও স্টেশনারি দোকান যাদের আছে তাদের আজ শুভ হবে।

মকর রাশি : আজ পরিবার পরিজন থেকে ছোট ঘটনা নিয়ে বড়ধরণের বিবাদ বিতর্ক হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। দেব দেবীর মন্দিরে না গিয়ে দুশ্চিন্তা বাড়ছে। শশুর তৃতীয় ব্যাক্তি দ্বারা আজ মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে। মন সন্দেযুক্ত হওয়ার কারণে যার উপর সন্দেহ করছেন তিনি কিন্তু সন্দেহের উর্ধে। বিশ্রাম নিন তবে অতি বিশ্রামে শরীর নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা।

কুম্ভ রাশি : ভ্রমণের দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। নৈরাশ হতাশা কেটে সন্তান এবং পরিবারের সদসদের ব্যাবহারে আনন্দ বৃদ্ধি। যেহেতু শুভ দিন সেহেতু আজ কিছু বড়ো কাজ করবেন ভেবেছিলেন সেটি শুরু করতে পারেন। শশুর বাড়ির কোনো বয়স্ক সদস্যের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। ফোন,ফ্যাক্স দ্বারা কোনো যোগাযোগে অর্থ বৃদ্ধি নিশ্চিত।

মীন রাশি : পরিবারে বিতর্ক বিবাদ বিসংবাদ চলবে। ধৈর্য সহ পিত মাতার কথা শুনলে সমস্যার পথ বেরোবে। বন্ধু বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা। কোনো স্পিরিচুয়াল গুরুর বাককে সমর্থ করার জন্য লাভ প্রাপ্তি। সন্তাননেই সফলত্যে আনন্দ প্রাপ্তি। গুপ্ত শত্রুর মোকাবিলা করে রুখে দিতে পারবেন। সিংহ, কন্যা, ও কুম্ভ রাশির জাতক থেকে সতর্কপ থাকুন । ধৈর্য ধরলে পরিবার থেকে বড়ো রকমের সমস্যা থেকে মুক্তি।

(বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিরোধান দিবস)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বাংলা শিক্ষা বাধ্যতামূলক হল রাজ্যের সমস্ত বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যমে

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের সমস্ত বেসরকারি ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলগুলিতে বাংলা শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। সমস্ত স্কুলে প্রথম বা দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে বাংলা থাকতেই হবে । সোমবার রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। একইসঙ্গে বেসরকারি স্কুলগুলিকে নিয়ন্ত্রণের জন্য রাজ্যে কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। জানা গিয়েছে, সোমবার রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে রাজ্যের শিক্ষানীতি অনুমোদিত হয়েছে। সেখানে জানানো হয়েছে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, উচ্চ প্রাথমিক স্তর থেকে বাংলা এবং ইংরেজি পড়াতেই হবে। বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যমের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম। শুধু তাই নয়, তৃতীয় ভাষা হিসেবে যে অঞ্চলে যে ভাষার কার্যকরিতা বেশি সেই অঞ্চলে সেই ভাষা পড়া যাবে। তা হিন্দিও হতে পারে, সাঁওতালিও হতে পারে। রাজ্যে মন্ত্রিসভার এই সিদ্ধান্ত মোতাবেক রাজ্যে থাকা সমস্ত ইংরেজি মিডিয়ায় স্কুলে তা শীঘ্রই নির্দেশিকা হিসাবে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। যে স্কুল এই নিয়ম মানবে না তাঁদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে রাজ্য সরকার। বিভিন্ন সংগঠনের তরফে দাবি ছিল, রাজ্য সরকার পরিচালিত বাংলার সব স্কুলে পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত বাংলা পড়ানো বাধ্যতামূলক করা হোক, সেই সঙ্গে বাংলা পড়ানোর জন্য প্রতিটি স্কুলে দু'জন করে স্থায়ী বাংলার শিক্ষক নিয়োগ করা হোক।

বেসরকারি স্কুলের বিরুদ্ধে যে ভুরি ভুরি অভিযোগ ওঠে, সেগুলি শুনবে কমিশন। কমিশনের মাধ্যমে বিশেষ গাইডলাইনও প্রকাশ করা হবে। কমিশনের সদস্যদের নামও শীঘ্রই জানানো হবে। জানা গিয়েছে, সোমবার রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে অনুমোদিত রাজ্যের শিক্ষানীতিতে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয় বাংলা এবং ইংরেজি পড়াতেই হবে। বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যমের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম।

দোকান হাতানোর অভিযোগ শাসক দলের নেতার বিরুদ্ধে

মুখ্যমন্ত্রীর সাহায্য প্রার্থনা প্রৌঢ়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: রাজ্যের প্রধান প্রশাসনিক ভবনের সামনে থেকে এক অসহায়-সহায়সম্বলহীন প্রৌঢ়ার দোকান ঘর চুরি করার অভিযোগ উঠল হাওড়ার শাসক দলের নেতার বিরুদ্ধে। স্থানীয় সূত্রের খবর নবান্ন থেকে ঢিল ছড়া দূরত্বে হাওড়া শিবপুর মন্দিরতলার ক্ষেত্র মোহন ব্যানার্জি লেনে বাসিন্দা পঞ্চাশোর্ধ্ব কৃষ্ণা সেন ও তার দিদি মীরা সেন থাকেন। বছর পাঁচেক আগে তাদের পৈত্রিক বাড়ি ভেঙে বহুতল তৈরি হয়। নতুন বাড়িতে চুক্তিমত দু'টি ফ্ল্যাট ও একটি দোকান ঘর পান তারা । গত বছর জুন মাসে সেই দোকানটি স্থানীয় প্রাক্তন পুর প্রতিনিধি ও বর্তমান হাওড়া পুর নিগমের প্রশাসনিক বোর্ডের সদস্য দিলীপ ঘোষ সাধন মানুষকে ত্রিপল বিতরণ করার কথা বলে একমাসের জন্য কৃষ্ণা দেবীর থেকে দোকান ঘরটি নেন। তারপর থেকে বছর ঘুরতে চললেও আজও সেই দোকান ফেরত পাননি কৃষ্ণাদেবী । অভিযোগ দোকান চাইতে গেলে অভিযুক্ত দিলীপ ঘোষ তালা লাগিয়ে দেন। শুধু তাই নয়, চাবি তৈরি করেন স্থানীয় এমন ব্যক্তির সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করলে সেই তালাচাবি বিক্রেতাকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেয় দিলীপবাবুর অনুগামীরা।

ঘটনা প্রসঙ্গে কৃষ্ণা সেন বলেন, 'একবছর আগে আমি দিলীপ বাবুর অনুরোধে একমাসের জন্য দোকান ঘরটি দিই। তারপর থেকে উনি আমাকে ঘর ফেরত দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে গেছেন। ঘর ফেরত পাইনি। এমনকি চাবিওয়ালা দিয়ে তালার চাবি বানাতে গেলে তাকেও মিথ্যা মামলাতে ফাঁসিয়ে দেওয়া বলে হুমকিও দেওয়া হয়। আমি নিজে দাঁড়িয়ে দেখেছি দিলীপবাবু গলির সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন চাবিওয়ালার কাছে আমার যাওয়ার সময়। আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করছি উনি আমার দোকান ঘর খালি করিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিন।'

এ নিয়ে ইতিমধ্যে স্থানীয় শিবপুর থানায় লিখিত অভিযোগও করেছেন কৃষ্ণা সেন । পুলিশ এসে ঘুরে গেলেও এখনো সমস্যার সমাধান হয়নি বলেই তিনি জানান । এক প্রকার দিশেহারা হয়ে সংবাদমাধ্যমের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তিনি আবেদন জানাচ্ছেন তার শেষ জীবনের সম্বলটুকু যদি তিনি ফিরে পান । অন্যদিকে গোটা বিষয় নিয়ে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা দিলীপ ঘোসের বক্তব্য, কৃষ্ণাদেবী চাইলেই তিনি তার দোকান তাকে ফেরত দিয়ে দেবেন।

কাজের সুবিধার্থে একাধিক বড় জেলাকে ভাঙার সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রশাসনিক সুবিধার জন্য বড় জেলাগুলোকে ভেঙে একাধিক নতুন জেলা তৈরির নীতি নিয়েছে রাজ্য সরকার। বাংলায় সাত নতুন জেলা তৈরির প্রশাসনিক প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এবার আরো বেশ কিছু জেলা ভাগের ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার নবান্নে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে জেলা ভাগের সুপারিশ করার জন্য একটি কমিটি তৈরি করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। নদিয়া, বীরভূম, মালদা, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও দুই মেদিনীপুর জেলাকে ভাগ করে আরও নতুন জেলা তৈরি করা যায় কিনা, তা নিয়ে তাদের রিপোর্ট দিতে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। তিন মাসের মধ্যেই ওই কমিটিকে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রিপোর্ট জমা দিতে হবে। ওই কমিটিতে পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও মলয় ঘটককে রাখা হয়েছে। এছাড়া থাকছেন মুখ্যসচিব, ভূমি সচিব প্রমুখ। এই জেলাগুলিকে কিভাবে ভাগ করা যায় ভৌগোলিক অবস্থান-সহ বিভিন্ন খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখে রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর , এদিন রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে দীর্ঘক্ষণ জেলা ভাগ করা নিয়ে আলোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

প্রশাসনিক সুবিধার জন্য এর আগেও জেলা ভাগ করা হয়েছে। আরো সাত নতুন জেলা তৈরির প্রক্রিয়াও চলছে। সেগুলো হল; রানাঘাট, বসিরহাট, বহরমপুর-কান্দি, জঙ্গিপুর, সুন্দরবন, ইছামতী ও বিষ্ণুপুর। অর্থাৎ ভাগ হল নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, উত্তর ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা। এর আগের উত্তর ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী সুন্দরবন ও সন্দেশখালিকে পৃথক করার কথা বলেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, সুন্দরবনের মানুষকে যদি আলিপুরে গিয়ে কাজ করতে হয় আর সন্দেশখালির প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে যদি মানুষকে বারাসত যেতে হয় তাহলে যাতায়াতেই তো তাঁদের দু'দিন চলে যাবে। কাজ করবে কখন?

নতুন সভাপতিকে নিয়ে শাসকদলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে পথে নামছে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: রবিবার হাওড়া সদর বিজেপির সভাপতি পদে পরিবর্তনের ঘোষণা করে তালিকা প্রকাশ করেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। সোমবার দুপুরে সদর বিজেপির দফতরে সাংবাদিক সম্মেলন করে নতুন সদর সভাপতি রমাপ্রসাদ ভট্টাচার্য স্পষ্ট করলেন শাসকদলের একাধিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাঁরা পথে নামতে চলেছেন। তাঁর অভিযোগ, হুগলি নদী জলপথ পরিবহন সমিতিতে বহু কর্মী মাসের বেতন মাসে পাচ্ছেন না। শুধু তাই নয় বহু বাতিল হয়ে যাওয়া লঞ্চকে এখনও চালানো হচ্ছে। এতে যে কোনও সময়ে বড় দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে।' একইসঙ্গে ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ বিল-সহ একাধিক সমস্যার কথা তুলে ধরেন।

তিনি দাবি করেন আগামী দিনে হাওড়া সদর বিজেপি সোশ্যাল মিডিয়ার সঙ্গে পথে নেমে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আরও জোরালো আন্দোলন গড়ে তুলবেন।

মাল বহনে লক্ষ্মী লাভ পূর্ব রেলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পূর্ব রেল, যদিও যাত্রী বহনকারী রেলপথ নামে পরিচিত, এই জোনাল রেলওয়ে পণ্য পরিবহনে তার শ্রেষ্ঠত্ব অব্যাহত রেখেছে। পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার অমরপ্রকাশ দ্বিবেদীর নেতৃত্বে গত বছর রেকর্ড পরিমাণ ৭৯.৭ মিলিয়ন টন পণ্য পরিবহণ করেছে পূর্ব রেল। সেই একই গতিতে বর্তমান আর্থিক বছরেও কাজ চালাতে চাইছেন পূর্ব রেলের এই শীর্ষ কর্তা। পূর্ব রেলের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, ২০২৩ সালের এপ্রিল থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত পূর্ব রেলের মোট ২৬.৬৩ মিলিয়ন টন মাল বহন করা হয়েছিল, যেখানে কয়লা বহন করা হয় ১৬.৮১ মিলিয়ন টন। যা পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে প্রধান অংশ। ২০২৩ সালের এপ্রিল-জুলাই মাসে এই পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে ২৩৬৬.৮৫ কোটি টাকা আয় করেছে বলে জানানো হয় পূর্ব রেলের তরফ থেকে। যেখানে কয়লা পরিবহণ করে আয় হয়েছে ১৪৪৯.৩৮ কোটি টাকা এবং অন্যান্য মাল বহনে আয় হয়েছে ৯১৭.৪৭ কোটি টাকা।

তারকেশ্বরে ভক্তদের ঢল, রেকর্ড টিকিট বিক্রি রেলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: তারকেশ্বরে শ্রাবণী মেলাকে কেন্দ্র করে ঢল নেমেছে ভক্তদের। লক্ষ লক্ষ লোক আসছেন। ট্রেনে করে বহু পুণ্যার্থী আসায় রেকর্ড সংখ্যক টিকিট বিক্রি হল পূর্ব রেলের। ২৪ জুলাই থেকে ৬ অগাস্ট পর্যন্ত তারকেশ্বর রেলওয়ে স্টেশন অতীতের সব রেকর্ডকে ছাপিয়ে গেছে। ২৪ জুলাই ১০ লক্ষ ৩০ হাজার ৯৩০ টাকা , ৩০ জুলাই ৬ লক্ষ ১৩ হাজার ১৪০ টাকা , ৩১ জুলাই ১৫ লক্ষ ৪০ হাজার ১৪৫ টাকা ও ৬ অগাস্ট ৭ লক্ষ ১১ হাজার ৭৫০ টাকার টিকিট বিক্রি করেছে। যার মোট অর্থ মূল্য ৩৮ লক্ষ ৯৫ হাজার ৯৬৫ টাকার টিকিট বিক্রি হয়েছে।

নারায়ণা স্কুলে গোল্ডেন বেবি লীগের ফাইনাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নারায়ণা স্কুল মহেশতলায় গোল্ডেন বেবি লীগের ফাইনাল ম্যাচ হল। এর উদ্বোধন করেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর এনসিও বীরেন্দ্র কুমার সিং, প্রধান শিক্ষক শ্রী অরুণাংশু মৈত্র সহ প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতি শ্রেয়া চক্রবর্তী। অনূর্ধ্ব ৬ এবং অনূর্ধ্ব ১২-এর ফাইনাল খেলায় বিবেকানন্দ মিশন স্কুল বিজয়ী হয়। অনূর্ধ্ব-৮ এর ফাইনাল খেলায় বিজয়ী হয় রায়পুর উন্নয়ন সমিতি। বিজয়ী এবং রানার্স আপদের ভারতীয় ফুটবল দলের আন্তর্জাতিক খেলোয়াড় রাজীব আহমেদ এবং জয়দীপ বোসের হাত দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। অধ্যক্ষ অরুণাংশু মৈত্র, ডিনশ্রী দুর্গা প্রসাদ, ভাইস-প্রিন্সিপাল সিঁথি দত্ত, অধ্যাক্ষা শ্রিয়া চক্রবর্তী, এজিএম দীপক সিং, এজিএম শ্রী রাহুল যাদব সহ অন্যান্যরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত রূপায়নের সময়সীমা বাঁধলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: মন্ত্রিসভার গৃহীত সিদ্ধান্ত-সহ রাজ্য সরকারের সমস্ত সিদ্ধান্ত রূপায়নের সময়সীমা বেঁধে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। নবান্নে সোমবার রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে তিনি এব্যাপারে কড়া নির্দেশ দিয়েছেন বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। এই ধরণের গুরুত্বপূর্ন সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে তা কার্যকর করার প্রক্রিয়া শুরু করে সে সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রিপোর্ট পেশ করতে হবে। সরকারি নির্দেশ ও প্রকল্প দ্রুত রূপায়নের উদ্দ্যেশ্যে মুখ্য সচিবের নেতৃত্বে একটি কমিটি আগেই গড়ে দেওয়া হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী সেই কমিটিকে আরও সক্রিয় হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

এদিকে সরকারি জমির দখলদারি আটকাতে সমস্ত দপ্তরকে সক্রিয় হতে মুখ্যমন্ত্রী এদিন নির্দেশ দিয়েছেন। ক্রীড়া ও আবাসন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, আইন মন্ত্রী মলয় ঘটক প্রমুখ সরকারি জমি জবর দখল হয়ে যাওয়ার বিষয়টি বৈঠকে তোলেন। মলয় ঘটক জানান, আসানসোলে দীর্ঘদিন ধরে ১০০টি আবাসন তৈরি হয়ে পড়ে আছে। সেগুলো দ্রুত নিয়ম মেনে বণ্টনের নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। আমতা ব্লক হাসপাতালে ১০০ টি শয্যা বাড়ানোর সিদ্ধান্তও রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত হয়েছে। ওই হাসপাতালে বর্তমানে ১২০ টি শয্যা রয়েছে। ওই হাসপাতালের জন্যে ১১০ টি নতুন পদ তৈরির অনুমোদন দিয়েছে রাজ্য মন্ত্রিসভা। সরকারি জমি জবর দখল হয়ে যাচ্ছে।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ৮ অগস্ট ২২ শ্রাবণ, ১৪৩০, মঙ্গলবার

বেসরকারি স্কুলে লাগামহীন ফি, রাশ টানতে এবার শিক্ষা কমিশন !

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বেসরকারি স্কুলের লাগামহীন ফি নিয়ে বহুবার অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন অভিভাবকরা। একাধিক ক্ষেত্রে সেই অসন্তোষের জল আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে বেসরকারি স্কুলের বেলাগাম ফি কাঠামো নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেছে কলকাতা হাইকোর্ট-ও। এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারের কাছে অভিযোগও জমা পড়েছে বিস্তর। লাগামহীন ফি-তে রাশ টানতে রাজ্য সরকার স্বাস্থ্য কমিশনের ধাঁচে শিক্ষা কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত নিল।

রাজ্যের বেসরকারি স্কুলগুলিতে ফি নিয়ন্ত্রণের জন্য তৈরি হল ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রাইভেট স্কুল রেগুলেটরি কমিশন। সোমবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই কমিশন অনুমোদিত হয়। এবার এটি বিল আকারে বিধানসভায় পেশ হবে। বিধানসভায় পাস হয়ে গেলে এটি রাজ্যপালের কাছে অনুমোদনের জন্য যাবে। তিনি স্বাক্ষর করলে এই কমিশন আইন হিসেবে চিহ্নিত হবে। ঠিক হয়েছে কমিশনের মাথায় থাকবে একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি , রাজ্যের স্কুল শিক্ষা দপ্তর , বোর্ডের প্রতিনিধি, শিক্ষাবিদ রা থাকবেন। এছাড়া এই কমিশনে আইসিএসই এবং সিবিএসই বোর্ডের প্রতিনিধিরা থাকবেন। মূলত এই দু'টি বোর্ডের অধীনস্থ ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলের ফি বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে এই কমিশন। স্বাস্থ্য কমিশনের ধাঁচে এই কমিশন কাজ করবে।

শিক্ষা কমিশনের কাজ কী হবে, সে ব্যাপারে বিস্তারিত খসড়া প্রস্তুত করেছিল শিক্ষা দপ্তর। জানা যাচ্ছে, প্রস্তাবিত শিক্ষা কমিশন বেসরকারি স্কুলগুলির ফি কাঠামো নির্ধারণ করে দেবে। তার পর সে ব্যাপারে সুপারিশ করবে রাজ্য সরকারকে। কোনও বেসরকারি স্কুল অযৌক্তিকভাবে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে ফি আদায় করলে সে ব্যাপারে অভিযোগের শুনানিও হবে কমিশনে। ছাত্র ছাত্রীদের স্বার্থে সরকারের তরফে কী পদক্ষেপ করা যেতে পারে সে ব্যাপারেও কমিশন সুপারিশ জানাবে।

রাজ্যে থাকবে নিজস্ব শিক্ষানীতি

অন্য দিকে, কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতির সমান্তরালে রাজ্যের নিজস্ব শিক্ষানীতিতে অনুমোদন দিল রাজ্য মন্ত্রিসভা। দিন কয়েক আগেই রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলেন যে রাজ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি কার্যকর হচ্ছে না । তার বদলে রাজ্য সরকার নিজস্ব শিক্ষা নীতি বলবৎ করবে । ইতিমধ্যেই রাজ্য শিক্ষানীতি কার্যকর করতে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেছিল রাজ্য সরকার । সেই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সোমবার রাজ্য মন্ত্রিসভা রাজ্যের নিজস্ব শিক্ষানীতিতে সিলমোহর দিল ।

রাজ্যে চালু হওয়া চার বছরের ডিগ্রি কোর্স এই নতুন শিক্ষানীতির অন্যতম অংশ ।একই সঙ্গে এই রাজ্য শিক্ষানীতিতে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার । যেখানে রাজ্যের সমস্ত স্কুলে ইংরেজি ও বাংলাভাষা বাধ্যতামূলক করা হল । সরকারি এবং বেসরকারি উভয় স্কুলেই ছাত্র-ছাত্রীদের এই ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে । এক্ষেত্রে তৃতীয় ভাষা হিসেবে কোনও স্কুল চাইলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের স্থানীয় ভাষাকে গুরুত্ব দিতে পারে । বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলিতে বাংলা পড়ানো নিয়ে অনীহা । রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার বলেছেন মাতৃভাষা শিক্ষার গুরুত্বের কথা । একদা পার্থ চট্টোপাধ্যায় শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালীন বাংলা ভাষাকে বাধ্যতামূলক করার একটা উদ্যোগ সরকারের তরফ থেকে করা হয়েছিল । কিন্তু সেই সময় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু হয়েছিল । সবচেয়ে বেশি উত্তাপ ছড়িয়েছিল পাহাড়ে । তাই এবার শিক্ষানীতিতে বাংলা ও ইংরেজি বাধ্যতামূলক করার কথা বলা হলেও একই সঙ্গে স্থানীয় ভাষাকে গুরুত্ব দেওয়ার উপরে জোর দেওয়া হয়েছে । যাতে এই নিয়ে নতুন করে কোনও আঞ্চলিক আবেগ থেকে উত্তাপ তৈরি না হয় । এক্ষেত্রে যেখানে যে জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যার মানুষের বাস বেশি রয়েছে, সেখানে আঞ্চলিক ভাষাকে গুরুত্ব দিয়ে সেই ভাষাও পড়ানোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ।

জাতীয় সড়কে যেখানে সেখানে কাটআউটে উদ্বিগ্ন হাইকোর্ট

সৌরনীলের মৃত্যুর কথা তুলে সতর্ক করলেন বিচারপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বেহালার ডায়মন্ড হারবার রোডে বেপরোয়া লরির ধাক্কায় ছোট্ট সৌরনীলের মৃত্যু টনক নড়িয়েছে পুলিশ ও প্রশাসনের। ছোট্ট স্কুল পড়ুয়ার মৃত্যুর কথা তুলে এবার জাতীয় সড়কের যত্রতত্র কাট-আউট নিয়ে কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ হাইকোর্টের।

৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের সম্প্রসারণ সংক্রান্ত মামলায় উদ্বিগ্ন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। গত শুক্রবার সকালে বেহালার ডায়মন্ড হারবার রোডে বেপরোয়া লরি পিষে দিয়েছিলেন সাত বছরের ছোট্ট সৌরনীল সরকারকে। এদিন মামলার শুনানিতে ওই ঘটনার উল্লেখ করে প্রধান বিচারপতি টিএস শিবাজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্যর ডিভিশন বেঞ্চ বলেন, 'আমাদের সকলকে আরও সচেতন হতে হবে।'

বেহালার দুর্ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে আদালতে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলায় অভিযোগ ছিল, ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের কাজ না হওয়ায় বাড়ছে দুর্ঘটনা। এই বিষয়ে মামলাকারীর আইনজীবী কল্যাণ চক্রবর্তী সোমবার আদালতকে জানান, বারাসাত থেকে আলিপুরদুয়ার পর্যন্ত জাতীয় সড়কে সাধারণ মানুষের পারাপারে সুবিধে করে দেওয়ার জন্য এক কিলোমিটার, দু'কিলোমিটার অন্তর ব্যারিকেড দিচ্ছে প্রশাসন। কিন্তু তা বেআইনিভাবে করা হচ্ছে। হয় নীচ দিয়ে অথবা উপর দিয়ে যাওয়ার ব্যাবস্থা করতে হবে।

এরপরই প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, জাতীয় সড়কের এক -দু কিলোমিটার অন্তর ব্যারিকেড দেওয়া যাবে না। এইভাবে ব্যারিকেড দেওয়া জাতীয় সড়ক আইনের পরিপন্থী। এই ব্যাপারে রাজ্য ও কেন্দ্র আলোচনা করে অবিলম্বে তা বন্ধ করার ব্যবস্থা করবে। প্রয়োজনে রাস্তার নীচ দিয়ে আন্ডারপাস বানাতে হবে। অথবা ফ্লাই ওভার বানিয়ে লোকজন পারাপারের ব্যবস্থা করতে হবে।

আদালত জানিয়েছে, রাস্তার দু'ধারে থাকা অপরিকল্পিত-বেআইনি কাট-আউটের জন্যও পথ দুর্ঘটনা বাড়ছে।

এই ধরনের সমস্ত কাট-আউট অবিলম্বে বন্ধ করার পাশাপাশি নতুন করে যাতে বেআইনি কাট-আউট তৈরি না হয় সেদিকেও স্থানীয় প্রশাসনকে নজর রাখার নির্দেশ দিয়েছে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। দুর্ঘটনা এড়াতে সাধারণ মানুষকে আরও বেশি করে আন্ডারপাস ব্যবহারের দিকে উৎসাহিত করার জন্যও প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ বিজেপি প্রার্থীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন নন্দীগ্রামের জয়ী বিজেপি প্রার্থীরা। কারণ, পুলিশের নিরাপত্তার উপর বিজেপির জয়ী প্রার্থীরা ভরসা করতে পারছেন না বলে জানানো হয়েছে। সেই কারণেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন তাঁরা।

এদিকে আবার পঞ্চায়েত বোর্ড গঠনের আগে তাঁদের লাগাতার হুমকি, মিথ্যা মামলার চোখ রাঙানির সামনে পড়তে হচ্ছে বলেও অভিযোগ জানাতে শোনা যায় বিরোধীদের। নন্দীগ্রামের দুটি ব্লকের ১৭ টি পঞ্চায়েতের বিজয়ী প্রার্থীরা যাতে বোর্ড গঠনে হাজির থাকতে না পারেন তাই কাউকে পুরনো মামলায় পুলিশ তলব করছে আবার কোথাও রাজ্যের শাসক দল জয়ীদের নিজেদের এলাকায় ঢুকতে দিচ্ছে না, এমনটাই অভিযোগ। এই অভিযোগ শোনার পরই মামলা গ্রহণ করে

> পুলিশের নিরাপত্তার উপর বিজেপির জয়ী প্রার্থীরা ভরসা করতে পারছেন না বলে জানানো হয়েছে। সেই কারণেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন তাঁরা।

আদালত। এদিকে বুধবার নন্দীগ্রামে একাধিক পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন হওয়ার কথা রয়েছে। আদালত সূত্রে খবর, মঙ্গলবার এই মামলার শুনানি রয়েছে বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর এজলাসে। শুধু নন্দীগ্রাম-ই নয়, রানাঘাট ১ ব্লক, হবিবপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা সহ বিভিন্ন জেলায় একইভাবে বোর্ড গঠনে বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেস আবার কোথাও নির্দল জয়ী প্রার্থীকে বোর্ড গঠনে অংশ নেওয়া ঠেকাতে দুষ্কৃতীরা বাধা দিচ্ছে বলে অভিযোগ। এই অবস্থায় পুলিশি নিরাপত্তায় বোর্ড গঠন, আবার কোথাও বোর্ড গঠনে পর্যাপ্ত পুলিশ নিরাপত্তা দেওয়ার দাবিতে মামলার আবেদন গ্রহণ করে আদালত। প্রসঙ্গত, এর আগে পঞ্চায়েত নির্বাচন পরবর্তী হিংসার অভিযোগ তুলে সরব হতে দেখা গিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বকে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তৃণমূল বিধায়ক, জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষরা কয়েকদিন আগেই উপদ্রুত এলাকা পরিদর্শন করেন। স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনকে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আবেদন জানান হয়। র পাশাপাশি নন্দীগ্রামের একাধিক বিজেপি নেতাকে ভোটের আগে থেকেই আদালতের রক্ষাকবচ দেওয়া নিয়ে মুখ খোলেন তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। রক্ষাকবচ থাকার কারণেই অনেক বিজেপি নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে পুলিশ প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা নিতে পারছে না বলে দাবি করেন অভিষেক। এবার পঞ্চায়েত বোর্ড গঠনের আগে পাল্টে গেল এই ছবিটা।

দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য রোধে ধরনায় বসার হুঁশিয়ারি মদন মিত্রের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: এবার নিজের বিধানসভা কেন্দ্রে দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য নিয়ে সরব হলেন কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র। দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য রোধে পুলিশ প্রশাসন কোনও পদক্ষেপ না নিলে পুলিশ কমিশনার অফিসের দরজার সামনে ধরনায় বসার হুঁশিয়ারি দিলেন তৃণমূল বিধায়ক। তাঁর অভিযোগ, বহিরাগত ৫০ জন দুষ্কৃতী কামারহাটিতে এসেছে। সেই দুষ্কৃতীদের নামের তালিকা তিনি পুলিশ কমিশনারের কাছে জমা দেবেন। কিন্তু পুলিশ কমিশনার তাতে সাড়া না দিলে, তাঁর দরজার সামনে ধরনায় বসার হুঁশিয়ারি দিলেন কামারহাটির বিধায়ক। তাঁর সাফ বক্তব্য, কামারহাটি অঞ্চলে কোনও গুন্ডামি বরদাস্ত করা যাবে না। কোনওরকম তোলাবাজি করা যাবে না।

মদনের অভিযোগ, ভালো কর্মীরা দল করতে ভয় পাচ্ছেন। তাঁদেরকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। তাঁর দাবি, গোটা কামারহাটি জুয়ার ঠেকে ভরে গিয়েছে। তবে জুয়া বন্ধে সঠিক সময়ে তিনি কোপও দেবেন। প্রসঙ্গত, দু'দিন আগে দলের একাংশের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র। তাঁর বক্তব্য ছিল, কিছু দালাল চিটিংবাজ দলে ঢুকে দলকে নোংরা করছে। এবার দলের একাংশ নেতাদের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন বিধায়ক মদন মিত্র। তাঁর কথায়, দলের একাংশ মনে করেন সিপিএম-বিজেপি তাঁদের বাবা।

কিন্তু আমাদের একটাই বাবা তাঁর নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর একটাই নেতা তাঁর নাম অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মদনের অভিযোগ, নির্বাচন আসলেই কিছু নেতা তৎপর হয়ে ওঠেন। টিকিটের জন্য তাঁরা টাকাও খরচ করেন। টাকা খরচের একটাই উদ্দেশ্য, টিকিট পাবার ক্ষেত্রে কেউ যদি তাদের নামটা প্রস্তাব করে দেন।

সুজয়কৃষ্ণের জন্য মেডিক্যাল বোর্ড গঠনের আবেদন করতে চলেছে ইডি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে 'কালীঘাটের কাকু'র জন্য মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করার আবেদন করতে চলেছে ইডি, এমনটাই খবর কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে। সুজয়কৃষ্ণের শারীরিক অবস্থা কতটা গুরুতর, এখনই অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন রয়েছে কিনা, তা জানতে কোনও কেন্দ্রীয় সরকারি হাসপাতালে আবেদন করতে নির্দেশ দেয় আদালত। যেহেতু সুজয়কৃষ্ণর ওই হাসপাতালেই আগে শারীরিক পরীক্ষা হয়েছে, তাই জোকা ইএসআই-তেই মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করতে চাইছে ইডি। ইতিমধ্যেই এসএসকেএম হাসপাতাল থেকে 'কাকু'র সব মেডিক্যাল রিপোর্ট সংগ্রহ করা হয়েছে। এরপর ইএসআই হাসপাতালেই এই রিপোর্ট পাঠানো হবে। এদিকে চিকিৎসকদের মতে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের হার্টের অপারেশনের প্রয়োজন রয়েছে। এসএসকেএম হাসপাতালের কার্ডিওলজি বিভাগে সুজয়কৃষ্ণের হার্ট অপারেশন করানোর কথা ছিল। কিন্তু এসএসকেএম হাসপাতালে অপারেশন করাতে আগ্রহী নন সুজয়কৃষ্ণ। তিনি পছন্দের বেসরকারি হাসপাতালে অপারেশন করাতে চেয়ে ব্যাঙ্কশাল আদালতের দ্বারস্থ হন। তবে এরই মধ্যে সুজয়কৃষ্ণের হার্টে তিনটি স্টেন্ট বসানো হয়। এদিকে পরীক্ষায় 'কাকু'র আর্টারিতে তিনটি ব্লকেজ পাওয়া গিয়েছে। হার্ট অপারেশনের পরামর্শ দিয়েছিলেন চিকিৎসকরা। ইতিমধ্যেই এসএসকেএম হাসপাতাল থেকে সুজয়কৃষ্ণের সব মেডিক্যাল রিপোর্ট সংগ্রহ করা হয়েছে বলে সূত্রে খবর।

ঘুমেই যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে সোমবার উত্তেজনা ছড়াল নৈহাটিতে। মৃতের নাম স্বপ্নময় দে ওরফে তুতুন (২৩)। মৃত যুবক নৈহাটি পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের জান মহম্মদ ঘাট রোডের মহাকালীতলার বাসিন্দা ছিলেন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে ঘুম থেকে না ওঠায় যুবককে ডাকাডাকি করে পরিবারের লোকজন। কিন্তু দরজা খোলার পর তারা দেখেন বিছানায় অচৈতন্য অবস্থায় লুটিয়ে পড়ে রয়েছে। তৎক্ষনাৎ তাঁকে নৈহাটি স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে।

স্থানীয়রা জানান, মৃত যুবকের দেড় বছর আগে বিয়ে হয়েছিল। দু'মাসের সন্তান নিয়ে তাঁর স্ত্রী বাপের বাড়িতে আছেন। পুলিশ জানিয়েছে, ঘরে মৃত অবস্থায় পড়েছিল ওই যুবক। শরীরের কোথাও আঘাতের চিহ্ন ছিল না। পরিবারের তরফে কোনও অভিযোগ জমা পড়ে নি। পুলিশের দাবি, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই ওই যুবকের মৃত্যুর কারন জানা যাবে।

ভাঙড়কে কলকাতা পুলিশের সঙ্গে যুক্ত করা রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা, দাবি শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা পুলিশের অধীনে ভাঙড়কে যুক্ত করার যে কথা চলছে সেই প্রসঙ্গে রাজ্য সরকারকে নিশানা করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর। তিনি জানান, 'ভাঙড়কে কলকাতা পুলিশের অধীনে আনা রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা। এর সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা শুধরে নেওয়ার কোনও উদ্দেশ্য নেই।' শুভেন্দু অধিকারী জানান, 'দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাকে ভেঙে এর আগে সুন্দরবন পুলিশ জেলা, বারুইপুর পুলিশ জেলা ও ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলা করা হয়েছিল। কারণ তৃণমূল কংগ্রেস জনবিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। পুলিশকে দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাকে টুকরো টুকরো করা হয়েছিল।' পাশাপাশি শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেন, 'এরপরেও দেখা গিয়েছিল ভাঙড়-সহ বিভিন্ন অঞ্চলে তৃণমূল কংগ্রেসকে প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। সেই কারণেই এবার কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের ওপর দায়িত্ব পড়েছে যাতে তিনি তাঁর বাহিনীকে দিয়ে ভাঙড়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেন। এর সঙ্গে আইনশৃঙ্খলাকে শুধরে নেওয়া, এলাকার মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা, বোমা-গুলি উদ্ধার করে মানুষের জীবন রক্ষা করার কোনও উদ্দেশ্য নেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।'

প্রসঙ্গত, ভাঙড়ে অশান্তি রুখতে এবার কলকাতা পুলিশের অধীনে প্রস্তাবিত নয়টি নয়া পুলিশ স্টেশন হতে চলেছে। প্রস্তাবিত ৯ টি থানার নাম -কলকাতা লেদার কমপ্লেক্স থানা, হাতিশালা, পোলেহাট, উত্তর কাশিপুর, বিজয়গঞ্জ বাজার,নারায়ণপুর, ভাঙড়,বদ্রা, চন্দনেশ্বর। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে ও পরে সব থেকে গুলি বোমার আওয়াজে কেঁপে উঠেছিল ভাঙড়। ভাঙড়ের অশান্তি রুখতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়ে কলকাতা পুলিশের আওতায় নিয়ে আসার জন্য। এরপরই ভাঙড়ে অশান্তির পর এবার কলকাতা পুলিশের আরও ৯টি পুলিশ স্টেশন তৈরির প্রস্তাব দেওয়া হয়।

সৌরনীলের মৃত্যুর পর স্কুলের সামনে নজরদারি ট্রাফিক পুলিশের

হকার সরিয়ে খালি করা হল ফুটপাথ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গত শুক্রবার বেহালার বড়িশার স্কুলের সামনে লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৭ বছরের সৌরনীলের। অকালে এই মৃত্যু নাড়িয়ে দিয়ে গেছে প্রশাসনকে। বড়িশা স্কুলের সামনে ডায়মন্ড হারবার রোডের ওপর শুক্রবার সকালে যেখানে দুর্ঘটনা ঘটে সেখানে কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের তরফ থেকে শুরু হয়েছে নজরদারি। স্কুল পড়ুয়া ও তাদের অভিভাবকরা যাতে জেব্রা ক্রসিং দিয়ে নির্দিষ্ট ট্রাফিক নিয়ম মেনে রাস্তা পার করেন, তা নিশ্চিত করতে চালানো হবে নজরদারি। পড়ুয়া ও অভিভাবকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতেই এই ব্যবস্থা। এর পাশাপাশি কলকাতা পুলিশের তরফে ইতিমধ্যেই এই স্কুলটিকেও সতর্ক করা হয়েছে। পাশাাপাশি ওই চত্বরে তৎপরতার সঙ্গে হকারদের উঠিয়ে ফুটপাথও খালি করে দেওয়া হয়।

শুক্রবারের এই ঘটনার পর এদিকে এই দুর্ঘটনার পর স্কুলের অন্যান্য অভিভাবকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযোগ করেন, সেখানে কোনও পুলিশকর্মী ছিলেন না। তাঁদের আরও অভিযোগ ছিল, পুলিশের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে ঘাতক লরিটি সৌরনীলকে পিষে দিয়ে সেখান থেকে চম্পট দেয়। এরপরই পথচারীদের কথা মাথায় রেখে ওই জায়গায় পাঁচ বুম ব্যারিয়র গেট বসানো হয়েছে। এমনকী ওই স্কুলের গেটের সামনেও একটি বুম ব্যারিয়র গেট বসানো হয়েছে। পথচারীদের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কলকাতা পুলিশের তরফে এই পদক্ষেপ করাা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। কোনও ফাঁক গলে পথচারীরা যাতে রাস্তা পার করতে না পারে, সেই কারণে ওখানে বসানো হয়েছে গার্ডরেলও। কলকাতা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার থেকে শনিবার অবধি ওই স্কুলের সামনে যান নিয়ন্ত্রণের জন্য পুলিশ মোতায়েন করা থাকবে।

তবে রাস্তা পারাপারের সময় পথচারীদের একাংশেরও বেপরোয়া মনোভাব দেখা যাচ্ছে। চিংড়িঘাটা ক্রসিংয়ে পথচারী ও সাইকেল আরোহীদের চলাচলের জন্য ফুটওভার ব্রিজ ও ড্রপ গেট বসানো হয়েছে। রুবি মোড়, গড়িয়াহাট ক্রসিং বা রবীন্দ্র সদনেও এই ধরনের ড্রপ গেট বসানো হলেও পথচারীরা বেপরোয়াভাবে রাস্তা পার করছেন। এই প্রবণতা বন্ধ করতে সব ধরনের পদক্ষেপ করা হবে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে।

হকের চাকরি দিতেই হবে! কলকাতার রাজপথে মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: টেট পাশ করার পরেও চাকরি মেলেনি, উল্টে অযোগ্যরা অনৈতিক পথে তাঁদের হকের চাকরি পেয়ে গিয়েছেন। এমনই অভিযোগ তুলে কলকাতার পথে চাকরিপ্রার্থীরা। তাঁদের বিক্ষোভে উত্তাল মহানগর । স্বচ্ছভাবে দ্রুত চাকরিতে নিয়োগের দাবিতে এবার কলকাতায় কলেজ স্কোয়ার থেকে ধর্মতলার ডোরিনা ক্রসিং পর্যন্ত মিছিল করলেন উচ্চপ্রাথমিকের ইন্টারভিউ থেকে বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীরা ।

এদিন বৃষ্টি মাথায় করেই পথে নামেন ২০১৬ সালের আপার প্রাইমারির ইন্টারভিউ বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীরা। দাবি, দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে হকের চাকরির দাবিতে তাঁরা আন্দোলন করে যাচ্ছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও যোগ্য প্রার্থীদের বঞ্চিত করে অনৈতিকভাবে সেই চাকরি হাতিয়ে নিয়েছে অযোগ্যরা।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবির কাট আউট, পোস্টার হাতে তাঁর কাছে চাকরি চেয়ে মহামিছিল করেন তাঁরা। মুখে কালো টেপ লাগিয়ে, স্লোগান তুলতে দেখা যায় তাঁদের। এর আগে গত বৃহস্পতিবার এসএসসি ভবন অভিযানের ডাক দিয়েছিলেন উচ্চ প্রাথমিক চাকরিপ্রার্থীরা। তাঁদের দাবি, হাইকোর্টের নির্দেশ থাকার পরেও প্যানেল প্রকাশ করা হয়নি। দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা মাতঙ্গিনী হাজরার মূর্তির সামনে ধরনা বিক্ষোভ করছেন। বারবার সরকারকে নিজেদের দাবির কথা জানিয়েছেন। কিন্তু সুরাহা মেলেনি। তাই এবার বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নেমেছেন চাকরিপ্রার্থীরা।

প্রসঙ্গত, ২০১৪ সালে চাকরির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। ২০১৫ সালে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। ২০১৬ সালে সেই পরীক্ষার ভিত্তিতে নিয়োগের জন্য ইন্টারভিউর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, শূন্যপদ থাকলেও এখনও নিয়োগ সম্পন্ন করেনি এসএসসি। সাড়ে ন'বছর হকের চাকরি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন তাঁরা।

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির জল বহুদূর গড়িয়েছে। জেলে রয়েছেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়-সহ একাধিক সরকারি কর্তা। প্রসঙ্গত, এদিনই আলিপুরের বিশেষ আদালত চার 'অযোগ্য' শিক্ষককে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেয়। টাকার বিনিময়ে চাকরি পেয়েছিলেন বলেই অভিযোগ তাঁদের বিরুদ্ধে। চার জনকেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

সম্পাদকীয়

‘চুপ করুন, নাহলে কিন্তু আপনার বাড়িতেও ইডি হানা দিতে পারে।’

আগামী সপ্তাহে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের আলোচনায় বিরোধীদের ধারালো মুখ হয়ে উঠতে পারেন রাহুল। তাই শাসক শিবিরে চাপ বেড়েছে। কারণ রাহুলকে ‘অপরিণতমনস্ক’ ভেবে যতই প্রধানমন্ত্রী নানা মন্তব্য করুন না কেন এদেশে বিজেপির প্রধান বিরোধী প্রতিদ্বন্দ্বী দল যে কংগ্রেস তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এবং সেই কংগ্রেসের নেতা রাহুল। আর সেই কারণেই ইন্ডিয়া জোটের শক্তি কমাতে রাহুলকে আটকাতে পদ্মশিবির মরিয়া। শীর্ষ আদালতের এই স্থগিতাদেশ নিঃসন্দেহে ‘ইন্ডিয়া’ জোটকে বাড়তি অক্সিজেন জোগাবে। ২৬টি বিরোধী দলের এই জোট জন্মের শুরু থেকেই নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহদের প্রধান মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রথমে পাটনা, পরে বেঙ্গালুরুর বৈঠকে শান দেওয়া এই জোট সংসদের বাদল অধিবেশনের শুরু থেকেই এককাট্টা হয়ে লড়াই করছে। তাই মুখে পাত্তা না-দেওয়ার কথা বললেও প্রধানমন্ত্রীরও যাবতীয় কথাবার্তার প্রধান টার্গেট এখন জোট। আগামী নির্বাচনের আগে বিরোধীরা যেভাবে জোটবদ্ধ হয়েছে তাতে আরএসএস-বিজেপির মধ্যেকার বিশ্লেষণও হল, গত দু’বারের মতো শুধু ‘মোদি-ম্যাজিক’ দিয়ে এবারের বৈতরণী পার হওয়া যাবে না। এমনকী হিন্দু ভোটারদের আবেগ উস্কে দিতে আগামী জানুয়ারি মাসে অযোধ্যায় রামমন্দির দর্শনার্থীদের জন্য খুলে দেওয়ার যে পরিকল্পনা করেছে সরকার, তাতেও বিশেষ সুবিধা পাওয়া যাবে না বলে মনে করছে পদ্মশিবিরের একাংশ। বরং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, বেকারি, ধর্মীয় বিভাজন, বাকস্বাধীনতার মতো জ্বলন্ত ইস্যুগুলিই গ্রাম-শহর নির্বিশেষে এবারের নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। এসবই মোদি সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধীদের হাতিয়ার। তাই আশঙ্কা রয়েছে আগামী দিনগুলিতে কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলিকে বেশি করে কাজে লাগিয়ে বিরোধীদের জব্দ করার কৌশল নেবে বিজেপি। রাহুল গান্ধীকেও যে কোনও ছুতোয় ‘টার্গেট’ করা হতে পারে। আশঙ্কা যে অমূলক নয় তার প্রমাণ মিলেছে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের কোনও কোনও মন্তব্যে। নিঃসন্দেহে বিরোধী জোটের অন্যতম বড় মুখ রাহুল। বিজেপিও প্রধান শত্রু হিসেবে কংগ্রেসকেই মনে করে। তাই রাহুলকে নিয়ে তাদের দুশ্চিন্তা রয়েছে। কারণ রাহুলের ভারত জোড়ো যাত্রা যে জনমানসে প্রভাব ফেলেছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। আর বিরোধীরাও জানে, মোদিবাহিনীর সঙ্গে টক্কর দিতে হলে জোটে কংগ্রেসের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফলে রাহুলের সাংসদ পদ ফিরে পাওয়ার পথ প্রশস্ত হওয়ায় জোটের বিভিন্ন সঙ্গী দলগুলি খুশি। কিন্তু তা যে বিজেপি শিবিরে অস্বস্তি বাড়িয়েছে তার প্রমাণ মিলেছে বিজেপির প্রতিক্রিয়ায়। তারা রাহুল প্রসঙ্গে বলছে, ‘কংগ্রেস নেতার অবস্থা বেশ নড়বড়ে। পাতলা বরফের উপর হাঁটতে গিয়ে যে কোনও সময়ে পা পিছলে পড়ে যেতে পারেন। কারণ এখনও তাঁর বিরুদ্ধে অনেকগুলি ফৌজদারি মানহানি মামলা বিচারাধীন রয়েছে’। বিজেপির আইটি সেলের প্রধান বলেছেন, ‘এখন হয়তো রেহাই পেলেন। কিন্তু কত দিন?’ আসলে জোট আতঙ্কে আতঙ্কিত শাসকদল শুধু রাহুলকে নয়, সংসদে দাঁড়িয়ে কার্যত গোটা বিরোধী জোটকেই হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন! লোকসভায় দাঁড়িয়ে মোদি মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ মহিলা-মুখ মীনাক্ষী লেখি হুমকি দিয়ে বলেছেন, ‘চুপ করুন, নাহলে কিন্তু আপনার বাড়িতেও ইডি হানা দিতে পারে।’ এই বেফাঁস মন্তব্যের পর তিনি অবশ্য ড্যামেজ কন্ট্রোলের চেষ্টা করেন। বলেন, মজার ছলে কথাটা বলেছেন। প্রশ্ন হল, সংসদ কি মজা করার জায়গা? না, আসলে তিনি মজা করেননি। বিরোধীদের জব্দ করতে বিজেপির গোপন কৌশলটি মুখ ফস্কে বলে ফেলেছেন!

জন্মদিন

আজকের দিন

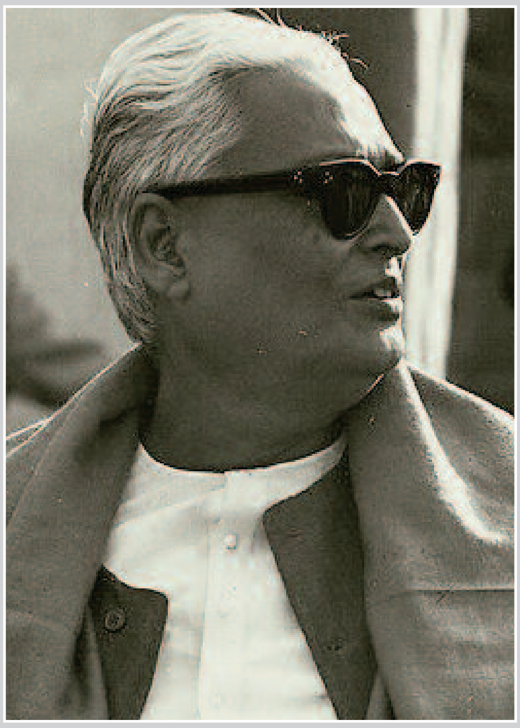

অতুল্য ঘোষ

১৯০৪ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ অতুল্য ঘোষের জন্মদিন।
১৯৪১ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী লিলি চক্রবর্তীর জন্মদিন।
১৯৬১ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী দেবশ্রী রায়ের জন্মদিন।

আজ ২২শে শ্রাবণ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ তিথি

...তবু অনন্ত জাগে’

শান্তনু রায়

‘প্রথমদিনের সূর্য/প্রশ্ন করেছিল/ সত্তার নূতন আবির্ভাবে/ কে তুমি-/মেলেনি উত্তর। বৎসরের পর বৎসর চলে গেল/ দিবসের শেষ সূর্য/ শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিম সাগর তীরে / নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়/কে তুমি-/পেল না উত্তর’।

বিরাশি বছর আগে রোগশয্যায় এই আত্মান্বেষী সৃজনের এগারো দিনের ব্যবধানে এক মেঘাচ্ছন্ন শ্রাবণের দ্বিপ্রহরে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি এবং জগত সংসারকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে অমৃতলোকের পথে যাত্রা করেছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্র, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠতম সন্তান অশীতিপর রবীন্দ্রনাথ-বিশ্বেরকাছে যিনি বাঙ্গালির সগর্ব আত্মপরিচয়ের স্থায়ী প্রতিষ্ঠাতা-বিশ্বমানবতার সুরটি বেঁধে দিয়েছিলেন এক মরমী দ্যোতনায় -বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো/ সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো। তাই তিনি বাঙ্গালীর প্রাণের ঠাকুর -আছেন অন্তরে বাইরে-প্রতিদিনের দৈনন্দিনতায়; যেমন ছিলেন অতিমারির একাধিক তরঙ্গের অভিঘাতে সাময়িকভাবে বিপর্যস্ত মাঝের দুটি বছরের আংশিক রুদ্ধ-নিয়ন্ত্রিত বঙ্গজীবনের যাপনকালেও। তখন জন্ম বা প্রয়াণবার্ষিকীর উদযাপন অনুষ্ঠান আয়োজনের আবহ না থাকলেও।

বর্ষপঞ্জীর নিয়মানুসারে আবার উপস্থিত আপামর বাঙ্গালির গভীর বিয়োগ ব্যাথা স্মরণের সেই দিনটি-বাইশে শ্রাবণ।

আবার সর্বজনের সেই ‘হৃদয় দেবতার উদ্দেশ্যে স্মরণ শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন আর স্মৃতিতর্পনে আবার নতুন করে রবিকিরণে ঋদ্ধ হওয়ার এও এক সুযোগ, চিরনবীন তিনি তো আজও সমান প্রাসঙ্গিক। নিকট দূরের এই হিংসাবিদীর্ণ বিশ্বে কবির এ দ্বিঅশীতিতম মৃত্যুবার্ষিকী এল যেন গভীর দুখে দুখী হয়েও বিপন্নতা থেকে উত্তরনের প্রতীতিতে অবিচলিত থাকার প্রেরণা নিয়ে কবির উচ্চারিত এই বার্তার অনুরননেঃএই কথা আজবলে যাব, প্রবল প্রতাপশালীরও ক্ষমতা মদমত্ততা আত্মম্ভরিতা যে নিরাপদ নয় তারই প্রমাণ হবার দিন আজ সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে’। (সভ্যতার সংকট)

সেই মহাপ্রাণের জীবনও ছিল না নিস্তরঙ্গ, অন্তরের গভীরে বিরাজ করত এক বাউলসত্তা। মৃত্যুশোক তো তাঁর জীবনেও এসেছে বারবার--করছে বেদনাবিধুর। তেরো বছর বয়সে মাতৃবিয়োগে যার শুরু। মহামারীর সাথেও পরিচয় হয়েছিল কিশোর বয়সেই।

মৃত্যুশোক নিয়ে নিজের অনুভূতি প্রসঙ্গে জীবনস্মৃতিতে কবি লিখেছেন-‘জগতকে সম্পূর্ন করিয়া এবং সুন্দর করিয়া দেখিবার যে দূরত্ব প্রয়োজন ,মৃত্যু সেই দূরত্ব ঘটাইয়া দিয়াছিল। আমি নির্লিপ্ত হইয়া দাঁড়াইয়া মরণের বৃহৎ পটভূমিকার উপর সংসারের দাবিটি দেখিলাম এবং জানিলাম,তাহা বড়ো মনোহর’।

কিন্তু বারংবার মৃত্যুশোক তাঁকে দগ্ধ করলেও কদাচ সৃষ্টিশীলতায় ছেদ পড়েনি। একইসঙ্গে শিলাইদহের জমিদারি সামলে শান্তিনিকেতন গড়ে তোলার কাজ করেছন নিরলসভাবে। এও ঘটনা যে মৃত্যুর এক সপ্তাহ আগেও সৃষ্টি করে গেছেন অমর সাহিত্যকর্ম-মাস চারেক আগে ‘সভ্যতার সংকট’। সে সব কালজয়ী সৃষ্টির জন্য বিশ্ববাসীর কাছে অমর হয়ে আছেন তিনি। দেশকালের গন্ডী অতিক্রম করে তার সৃজনের আবেদন সার্বজনীন। তাঁর কবিতা যুদ্ধক্ষেত্রের আহত ইংরেজ কবি-সৈনিকেরও মানসিক শুশ্রূষা যোগায়। তবে চার বছর আগে একবার প্রায় মৃত্যুদুয়ার থেকে ফিরে এসে একান্ত উপলব্ধিতে এসেছিল-‘শেষ যাত্রারও দেরি নেই’। স্বাস্থ্যরক্ষায় সতত যত্নবান তিনি নিয়মিত নিমপাতার রস খেতেন।

কিন্তু শল্যচিকিৎসাকে একধরনের অপঘাত জ্ঞানে অপঘাতে মৃত্যুতে ভীত রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন কবিরাজী চিকিৎসা করানোর, কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ চিকিৎসা আরম্ভও করেছিলেন। কবির স্বাস্থ্য বিবেচনা করে ডাঃ নীলরতন সরকারও অপারেশনের অসম্মতিতেও ডাঃ বিধান রায় প্রমুখের পরামর্শে দ্বিধাগ্রস্ত রথীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত অপারেশন করার পক্ষেই সম্মতি দেন।

সেজন্যই নয়ই শ্রাবণ অর্থাৎ পঁচিশে জুলাই প্রিয় শান্তিনিকেতনকে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বিদায় জানিয়ে জোড়াসাঁকো চলে আসতে হয়েছিল রেলের বিশেষ সেলুনে।

তিরিশ তারিখে অপারেশন হল পুবদিকের বারান্দায় প্রস্তুত অস্থায়ী অপারেশন থিয়েটারে, করছিলেন সে যুগের বিখ্যাত শল্য চিকিৎসক ডাঃ ললিত বন্দ্যোপাধ্যায়। মেডিকেল বোর্ডে ছিলেন ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়, ডাঃ অমিয় সেন, ডাঃ সত্যসখা মৈত্র, ডাঃ নীলরতন সরকারের পুত্র জ্যোতি সরকার এবং ডাঃ ললিত বন্দ্যোপাধ্যায়। অপারেশন নিয়ে কবি খুবই উদ্বিগ্ন থাকায় অপারেশনের স্থিরীকৃত দিনটি কবিকে আগে জানানো হয়নি। অপারেশনের দিন সকালেও অনিল-জায়া রাণীচন্দের অনুলিখনে নির্মান হল একটি কবিতা, যার পংক্তি কয়েক, ‘অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে/ সে পায় তোমার হাতে শান্তির অক্ষয় অধিকার’ তাঁর অন্তিম সৃজন।(শেষ লেখা নং১৫)

যাহোক অপারেশোনের পর বেলা বারোটা নাগাদ কবিকে নিজের ঘরে এনে খাটে শোয়ানোর একটু পরে কবি বিরক্তভাবে বলেছিলেন-‘জ্যোতি আমাকে মিথ্যে কথা বলেছিল। আমার খুব লেগেছে, এত কষ্ট হচ্ছিল যে আমি জোর করে ঠোঁট টিপে চোখ বুজে পড়ে রইলুম’। এই বলতে বলতে তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

কিন্তু অশীতিপর কবি এরপর অপারেশন পরবর্তী সেপটিক ও ইউরেমিয়ায় প্রবলভাবে আক্রান্ত হলেন। পাঁচ তারিখে অবস্থা আরও খারপ, বিধান রায়ের সঙ্গে ডাঃ সরকার এসেছিলেন গিরিডি থেকে কবিকে দেখতে। কিন্তু অসাড় আচ্ছন্ন কবিকে দেখে তিনিও কোন আশা দিতে পারলেন না।

২১শে শ্রাবন অবস্থা খুবই খারাপ, শেষ চেষ্টা হয়েছিল একবার কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থকে নিয়ে এসে দেখানোর, কিন্তু সে প্রচেষ্টা সফল হয়নি। রাখী পূর্নিমায় প্লাবিত জোড়াসাঁকোর বাড়িতে যেন কালরাত্রির নৈশব্দ, অজ্ঞান অচৈতন্য কবির কাছে যেন অমৃতধামে যাত্রার ডাক আসছে।

২২শে শ্রাবনের ঊষায় বাইরে রাতের আধার কেটে ক্রমে ভোরের আলো ফুটতে আরম্ভ হলেও ঠাকুরবাড়ির পরিবেশকে এক অদ্ভুত আধার যেন ক্রমশ গ্রাস করে নিচ্ছে। এ কোন সকাল, রাত্রির চেয়েও আঁধার যেন অধিক। চারদিকের পরিবেশ জানান দিচ্ছিল এক মহাজীবনের মহানিষ্ক্রমন আসন্ন। :আত্মীয় স্বজনরা অনেকেই আগে থেকেই এসে পড়েছেন।

আগেরদিন রাত থেকেই আছেন সজনীকান্ত দাস। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ভোর হবার পরপরই এসে অচৈতন্য কবির খাটের পাশে দাঁড়িয়ে উপাসনা করতে লাগলেন। বেলা নটা নাগাদ এলেন ডাঃ বিধান রায় ও ডাক্তার ললিত বন্দ্যোপাধ্যায়। পায়ের তলা ক্রমশ ঠান্ডা হয়ে আসছিল। অক্সিজেন দেওয়া হল শেষ চেষ্টা হিসেবে। কবিরাজ বিমলানন্দও এলেন কিন্তু তাঁর আর কিছু করার ছিলনা। বেলার দিকে এলেন পন্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী এবং মাটিতে বসেই মন্ত্র পাঠ করতে লাগলেন। চীনা অধ্যাপক তান উন শান এসে পাশে বসে মালা জপতে লাগলেন। সন্ন্যাসিনী বেশে এলেন হেমন্তবালা দেবী; মাথায় কপালে তুলসীর মালা গঙ্গামাটি ছুঁইয়ে চলে গেলেন।

কবির কানের কাছে পড়া হচ্ছিল মন্ত্র শান্তম ,শিবম অদ্বৈতম। বাইরে কে যেন গাইছেন, কে যায় অমৃতধামযাত্রী।

ডাঃ অমিয় সেন এসে নাড়ি দেখলেন, হাতের কব্জিতে নাড়ি পাওয়া গেলনা; অতিকষ্টে পাওয়া গেল কনুইয়ে।

এক সময়ে থেমে গেল হৃদস্পন্দন। কবির ডান হাতখানা কাঁপতে কাঁপতে যেন একবার কপাল স্পর্শ করল। ঠাকুরবাড়ির ঘড়িতে তখন বেলা বারোটা বেজে দশ মিনিট। চার বছর আগের মত এবার আর মৃত্যুদূত ফিরে গেল না। বিনা অ্যানেস্থেশিয়ায় আট দিন আগে মূত্রনালী অপারেশনের এবং তখন পর্যন্ত পেনিসিলিন আবিষ্কৃত না হওয়ায় সংক্রমন জনিত অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করতে করতে কবি চলে গেলেন চিরঘুমের দেশে।

মেঘাচ্ছন্ন এমন দ্বিপ্রহরে এই মহানির্বানে সমস্ত ধরিত্রী যেন বাস্পরুদ্ধ। বাইরে সকাল থেকে অপেক্ষমাণ অধৈর্য জনতার ভীড়। কবি আজ তাদের, একবার একটু দর্শন, একটু স্পর্শ-পদযুগলে শেষপ্রণাম জানাতে আকুল শোকার্ত সাধারন অধীর,সবার গন্তব্য আজ জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি যেখানে যেন সব পথ আজ এসে মিলেছে। মাঝে মাঝে কোলাহল ও গান চলছে। শ্রাবনের বারিধারার সাথে মিলেমিশে একাকার সব অশ্রুধারা।

প্রতিমা দেবীর লেখনীতে সে সময়ের বিবরণ এসেছে এভাবে — সেবিকারা তাঁর পবিত্র দেহ সাজিয়ে দিল শুভ্র ধুতি উত্তরীয়ে, ললাটে আঁকা হল শ্বেত চন্দনের তিলক। গলায় রজনীগন্ধার গোড়ে- তাঁর যে বেশ কত উৎসবের কত অনুষ্ঠানকে সুন্দর করে তুলত, সার্থক করে তুলত আজ সেই বেশে তাঁর বিচ্ছিন্ন চৈতন্যের দেহেও আধ্যাত্মিক রূপ দীপ্ত হয়ে উঠল।...এদিকে বৃহৎ সমুদ্রের কলরব শুনছি বাইরে। জানলা দরজারউপর চাপ পড়ছে, ভীষণ করাঘাত, যেন মনে হচ্ছে সমুদ্রের তরঙ্গ আঘাতে সমস্ত বাড়িটা ভেঙ্গে পড়বে, ভূমিকম্পের কাঁপন উঠেছে চারিদিকে। কে যেন এসে বললে, এইবার ওকে নিয়ে যাচ্ছে, শোকযাত্রা শুরু হবে। দৌড়ে দেখতে গেলাম জানালা দিয়ে, শেষ দর্শন হলোনা। একটা প্রকান্ড মানবসমুদ্রের ঢেউ তাঁর দেহ গ্রাস করে নিল চকিতে। যে মহামানব তাঁর ধ্যানের উপলব্ধি, সেই বিরাট মানবহৃদয়ের সাগর থেকে আজ বান ডেকে উঠেছে। তারই উত্তাল তরঙ্গ তাঁর দেহকে পার্থিব জগত থেকে লুন্ঠন করে নিয়ে গেল, আর তাঁর মহান আত্মা ব্যপ্ত হলো ভূমার নিরবচ্ছিন্ন স্তব্ধতায়।

রানী চন্দ লিখছেন— তিনটে বাজতে হঠাৎ একসময়ে গুরুদেবকে সবাই মিলে নীচে নিয়ে গেল। দোতলার পাথরের ঘরের পশ্চিম বারান্দা হতে দেখলাম, জনসমুদ্র এর উপর দিয়ে যেন একখানি ফুলের নৌকা নিমেষে দৃষ্টির বাইরে ভেসে চলে গেল।

মরদেহ নিয়ে শোভাযাত্রা এগিয়ে চলে নিমতলা ঘাটের দিকে, সাথে পিছনে অসংখ্য অগনিত মানুষ — জনস্রোত সমস্ত কোলকাতা যেন পথে নেমে এসেছে কবিকে শেষ বিদায় জানাতে। নশ্বর দেহ অগ্নিতে প্রবেশের মহাযাত্রার বেতার ধারাবিবরনী দিচ্ছিলেন কবি নজরুল ও বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। গভীর শোকাহত নজরুল তাৎক্ষণিক রচিত কবিতা রবিহারা (ঘুমাইতে দাও শ্রান্ত রবিরে) থেকে থেকে আবৃত্তি করে যাচ্ছিলেন।

জনসমুদ্রের ঢেউয়ে এক সময় সেই ফুলের নৌকো পৌঁছল নিমতলা শ্মশানে কিন্তু জনতরঙ্গে আটকে পোঁছতে পারলেন না শোকবিহ্বল রথীন্দ্রনাথ; অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সেহেতু মুখাগ্নি করলেন পৌত্র সুবীরেন্দ্রনাথ। অগ্নিদেবতার ক্রোড়ে স্থাপিত হয়ে পৌছল অমৃতালোকে সেই মহাপ্রাণের নশ্বর দেহখানি, মাস চার আগে যাঁর শেষ ভাষণ (১৩৪৮ এর ১লা বৈশাখ) এ উচ্চারিত হয়েছিল সেই অভয়বানী-

উদয়শিখরে জাগে মাভৈঃ মাভৈঃ রব/নবজীবনের আশ্বাসে।/‘জয় জয় জয় রে মানব-অভ্যুদয়’/মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে।

শেষবারের মত কবির শান্তিনিকেতন থেকে জোড়াসাঁকো যাত্রা

তাপস চট্টোপাধ্যায়

একদা কবি জয় গোস্বামী তাঁর কবিতায় প্রশ্ন করেছিলেন, ‘তোমার কি মেঘ দেখেও মনে পড়ল না আজ ছিল বাইশে শ্রাবণ?’ সত্যিই তো, শ্রাবণের বাদলঘন অবিরাম ধারার মাঝে উদাস মনটা যখনই বেদনার্ত হয় আপনহারা চোখের জল বাধা মানে না, ক্যালেন্ডারের পাতায় সেদিনটাই বারবার ফিরে আসে বাইশে শ্রাবণ হয়ে। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন, মৃত্যুর পর তাঁকে যেন শান্তিনিকেতনে নিয়ে যাওয়া হয়। ১৯৩০ সালের ২৫শে অক্টোবর ইন্দিরা দেবীকে লেখা চিঠির ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছিল তাঁর সেই করুণ আবেদন, ‘আমার শ্রাদ্ধ যেন ছাতিম গাছের তলায় বিনা আড়ম্বরে বিনা জনতায় হয়। শান্তিনিকেতনের শালবনের মধ্যে আমার স্মরণের সভা মর্মরিত হবে, মঞ্জরিত হবে, যেখানে যেখানে আমার ভালবাসা আছে, সেই সেইখানেই আমার নাম থাকবে।’ কিন্তু দুর্ভাগ্য! তাঁর সেই শেষ আশাটুকু পূরণ হয় নি। শহরের কোলাহলের মাঝে সেদিনের সেই মহানিষ্ক্রমণ তাঁর পক্ষে কতটা স্বস্তিদায়ক ছিল, সেটা যথেষ্টই বিতর্কিত বিষয়। কিন্তু কেন শান্তিনিকেতন? জোড়াসাঁকো নয়? এর একটাই কারণ ছিল শৈশব থেকেই কবির প্রকৃতির সাথে নিবিড় আত্মীয়তা। জল স্থল অরণ্য, পরিবেশের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণীজগত যোগাতো তাঁকে সৃষ্টির রসদ। রবীন্দ্রনাথ যখন প্রথম শান্তিনিকেতনে পা রাখলেন তখন তাঁর বয়স মাত্র বারো। সবেমাত্র উপনয়ন হয়েছে, মাথা ন্যাড়া, গলায় উপবীত। শহরের দমবন্ধ করা পরিবেশ ছেড়ে প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যের স্মৃতি রোমন্থনে কবি লিখলেন, ‘সেই বালকবয়েসে এখানকার প্রকৃতির কাছ থেকেই যে আমন্ত্রণ পেয়েছিলেম, এখানকার অনবরুদ্ধ আকাশ ও মাটি দুর হতে প্রতিভাত নীলাভ শাল ও তাল শ্রেনীর সমুচ্চ শাখাপুঞ্জে শ্যামলা শান্তি, স্মৃতিসম্পদরূপে চিরকাল আমার স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। তারপরে এই আকাশে এই আলোকে দেখেছি সকালে বিকালে পিতৃদেবের পূজার নিঃশব্দ নিবেদন তার গভীর গাম্ভীর্য।’

শান্তিনিকেতন শুধুমাত্র কবির কাছে শৈশবের মাতৃক্রোড় ছিল না, ছিল যৌবনের উপবন। শুধুমাত্র নিজেকে প্রতিষ্ঠার জন্য সাহিত্য রচনায় ব্যস্ত না থেকে পরাধীন ভারতবর্ষে শান্তিনিকেতনকে তিনি স্বদেশী শিক্ষার পীঠস্থান হিসেবে রূপায়িত করতে চেয়েছিলেন। বিদেশী শিক্ষার পাশাপাশি গ্রামীণ মানুষকে স্বদেশী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করতে শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীকে আদর্শ মডেল হিসেবে তৈরি করাই ছিল তার সংকল্প । ১৯০১ থেকে ১৯৪১, এই সুদীর্ঘ সময়ে কবি তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির পাশাপাশি গ্রামের গরিব প্রান্তিক মানুষদের নিয়ে গড়ে তুললেন বিশ্বভারতী। উদ্দেশ্য ছিল একটাই, প্রাশ্চাত্যের বৃত্তিমুখী শিক্ষার পরিবর্তে দেশীয় ব্যবহারিক শিক্ষার প্রচলন। চার দেওয়ালের মধ্য থেকে শিক্ষার উৎসস্থলকে বের করে আশ্রমিক ভাবধারায় তাকে প্রকৃতি এবং পরিবেশের সাথে একাত্ম করা। প্রাচীন, আধুনিক এবং অন্যান্য ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চা ছাড়াও সংগীত, নৃত্য, কৃষি, বিজ্ঞান, ইত্যাদি একাধিক বিভাগের মাধ্যমে অত্যন্ত অল্প সময়ের ব্যবধানে বিশ্বভারতী হয়ে উঠেছিল গোটা বিশ্বের শিক্ষাজগতের কেন্দ্রবিন্দু। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ লেখক, শিল্পী ,সাহিত্যিক ,দার্শনিক, রাজনীতিবিদ ‘এর কবিদর্শনে আসার মধ্য দিয়ে বাংলার এই প্রত্যন্ত অঞ্চল শান্তিনিকেতন হয়ে উঠেছিল কবিতীর্থ।

শান্তিনিকেতনের অনুর্বর লাল মাটি, রুক্ষ প্রকৃতি ,খোয়াই য়ের উঁচু নিচু প্রান্তর, কোপাইয়ের ক্ষীণ ধারা, ভুবনডাঙা, গোয়ালপাড়ার সাঁওতাল পল্লীর সহজ সরল জীবনযাত্রা, ঘন সবুজ আম্রকুঞ্জ, শালবীথি, সারি সারি সোনাঝুরির স্বর্ণালি আভা মাতৃহারা কবির শিশুমনে মাতৃস্নেহের স্পর্শ দিয়েছিল। বোলপুর স্টেশন থেকে বাবার পাল্কীতে চেপে শিশু রবি পৌঁছোলেন শান্তিনিকেতনে, কাটালেন এক বহু প্রতিক্ষিত রাত। পরদিন খুব ভোরে উঠে শান্তিনিকেতনের প্রথম দর্শনে কবিমন লিখলেন, ‘ভোরের বেলা উঠেই বাইরে এসে দেখলুম — চারদিকে মাঠ, কোথাও ধানের চিহ্ন নেই। জায়গায় জায়গায় মাটি খোঁড়া, শুনলুম সেইসব জায়গায় চাষ হয়েছে।... সেই প্রথম বোলপুর দর্শনে র কত কথাই মনে পড়ে। তখনও কবিতা লিখতুম। ... কবির যে রকমটি হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে তখন আমার বিশেষ দৃষ্টি ছিল — দুপুর বেলায় মাঠের ভিতর খোয়াইয়ের মধ্যে একটা গুহার ছায়ায় পা ছড়িয়ে দিয়ে বসতুম, সামনে দিয়ে ক্ষীণ জলস্রোত বালির ওপর দিয়ে বয়ে যেত, আপনাকে রীতিমতো কবি মনে হত। বুনো খেজুর গাছে ছোট ছোট খেজুর ফলে থাকত , সেগুলো খেতে আদবেই ভাল লাগত না, কিন্তু তবু মরুপ্রান্তরের মধ্যে বুনো গাছ থেকে বুনো ফল সহস্তে পেড়ে খাচ্ছি এই মনে করে একটা বিশেষ গর্ব অনুভব করতুম ।এই খোয়াইয়ের মধ্যে আমানিডোবা বলে একটি ছোট্ট ডোবা ছিল , তার মধ্যে খুব ছোট্ট মাছ থাকত, কাপড়- চোপড় খুলে সেই ডোবার মধ্যে গিয়ে পড়তুম — মনে হত নির্ঝরের জলে স্নান করছি। ‘সেই প্রথম সেই শেষ নয়, ভোরের শান্তিনিকেতনের এক নির্ভুল জলছবি বারংবার ফুটে উঠেছে তাঁর কলমে’ এখনো পাঁচটা বাজে নি —কিন্তু আলো হয়েছে, বেশ বাতাস দিচ্ছে এবং বাগানের সমস্ত পাখিগুলো জেগে উঠে গান জুড়ে দিয়েছে। কোকিলটা তো সারা হয়ে গেল — সে কেন যে এত অবিশ্রাম ডাকে, এ পর্যন্ত বোঝা গেল না।’ এরপর কেটে গেছে সাত সাতটা দশক, এবার ফেরার পালা। শৈশবের মাতৃক্রোড়, যৌবনের উপবন , বার্ধক্যের বারাণসী শান্তিনিকেতন ছেড়ে অনন্তধামে যাত্রা। দিনটা ছিল শুক্রবার, ১৯৪১ এর ২৫শে জুলাই। সেদিনও খুব ভোরে উঠে কবি ‘উদয়ন’ এর জানলার দিকে চেয়ে হয়তো শৈশবের টুকরো টুকরো স্মৃতি রোমন্থনে উদাস হয়ে পড়েছিলেন। চার বছর আগে থেকেই অসুস্থ ছিলেন, ১৯৩৬ এ তাঁর কিডনির সমস্যা জটিলতর হয়ে পড়ে। কবিরাজী ,আয়ূর্বেদিক ,হোমিওপ্যাথিতে কোন কাজ হচ্ছিল না। উত্তরোত্তর স্বাস্থ্যহানী হচ্ছিল। প্রাথমিকভাবে কবির চিকিৎসার দায়িত্বে ছিলেন কিংবদন্তি চিকিৎসক ডাঃ নীলরতন সরকার, পরবর্তীকালে সেই গুরুদায়িত্ব ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় নিজের কাঁধে তুলে নেন।

১৯৪০ এর ১৯শে সেপ্টেম্বর, অসুস্থ শরীরেই রবীন্দ্রনাথ কালিংপঙ গেলেন পুত্রবধূ প্রতীমা দেবীকে দেখতে, উদ্দেশ্য ছিল পাহাড়ের প্রাকৃতিক পরিবেশে কিছুটা সময় কাটানো। কিন্তু সেখানে গিয়ে মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কবিকে কলকাতায় আনা হল। চিকিৎসকরা সিদ্ধান্ত নিলেন, কবির শরীরে অস্ত্রোপচার করবেন। রবীন্দ্রনাথ রাজি হলেন না, বললেন, ‘মানুষকে তো মরতেই হবে একদিন। একভাবে না একভাবে এই শরীরের শেষ হতে হবে তো, তা এমনি করেই হোক না শেষ। মিথ্যে এটাকে কাটাকুটি ছেঁড়াছেঁড়ি করার কি প্রয়োজন। ‘যাই হোক, চিকিৎসকদের আপ্রাণ চেষ্টায় কবি সুস্থ তো হলেন কিন্তু শান্তিনিকেতনে ফেরার জন্য নাছোড়বান্দা। শান্তিনিকেতন থেকে কবিকে দুরে রাখা কার সাধ্য?

১৯৪১ এ রবীন্দ্রনাথ আশি পেরিয়ে একাশি তে পা রাখলেন। প্রবল অসুস্থতার মধ্যেও শান্তিনিকেতনে কবির শেষবারের মতো জন্মদিন পালিত হল ১৪ই এপ্রিল, পহলা বৈশাখেই। ‘উদয়ন’ এর বারান্দায় বসে কবি অনুষ্ঠান দেখলেন। আবাসিক ছাত্র ছাত্রীরা সমবেত কণ্ঠে বৈতালিক পরিবেশন করলেন।

‘আজ আমার বয়স আশি বৎসর পূর্ণ হল, আমার জীবনক্ষেত্রের বিস্তীর্ণতা আজ আমার সম্মুখে প্রসারিত ...’ সর্বশেষ জন্মদিনে আত্মোপলব্ধির দ্বিধান্বিত প্রেক্ষিতে লিখলেন ‘সভ্যতার সংকট’। কবির অসুস্থতার জন্য ক্ষিতিমোহন সেন প্রবন্ধটি পাঠ করে শোনালেন। তীব্র যন্ত্রণায় কাতর, চলৎশক্তিহীন, তবু কবির লেখনী তখনও আগের মতোই সচল। প্রতিবারের মতোই শেষ জন্মদিনেও দুটি গান ‘হে পুরুষোত্তম’ আর ‘এসো হে মহামানব’ আশ্রমবাসীদের উপহারস্বরূপ দিলেন। এরপর মাস তিনেকের কবির স্বাস্থ্যের ভয়ঙ্কর অবনতি ঘটতে শুরু করে। প্রায় প্রতিদিনই জ্বর, খাওয়া দাওয়া প্রায় ছেড়েই দিলেন। কলকাতা থেকে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সদলে হাজির হলেন শান্তিনিকেতনে। আর দেরী করা সমীচীন নয়, কলকাতা নিয়ে গিয়ে অস্ত্রপোচার করতেই হবে। অবশেষে কবি রাজি হলেন, ঠিক হল ২৫শে জুলাই যাত্রা করা হবে।

২৪ শে জুলাই কবির শান্তিনিকেতন ছেড়ে যাওয়ার খবরটা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ২৫শে জুলাই, ১৯৪১ (৯ই শ্রাবণ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ), ভোর থেকেই শান্তিনিকেতন বোলপুর, শ্রীনিকেতন, ভুবনডাঙা, বল্লভপুর, সুরুল, মহিদাপুর, গোয়ালপাড়া, পারুলডাঙা থেকে কাতারে কাতারে মানুষ বাসভবনের সামনে জড়ো হতে শুরু করলেন। অবশেষে বিদায়ের পালা, উদয়ন এর সামনে এসে দাঁড়ালো আশ্রমের মোটরগাড়ি। অন্তরঙ্গ সেবক আবাসিকেরা অতি সাবধানে বিশেষ ভাবে তৈরি স্ট্রচারে কবিকে দোতলা থেকে নামিয়ে বারান্দার আরামকেদারায় অর্ধশায়িত করে বসিয়ে দিলেন। নীল চশমার আড়ালে কবির দুটো চোখের ভাষা পড়া যাচ্ছিল না। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় কবি তাঁর প্রিয় ‘বাঙাল’ ক্ষিতিমোহন সেনকে মনে করিয়ে দিয়ে বললেন, ‘একমাস পরে ফিরবো। দেখো ছড়ার বইটা যেন ছাপানো শেষ হয়ে থাকে।’ যাওয়ার আগে মোটরগাড়িতে বসিয়ে কবিকে গোটা আশ্রম ঘোরানো হল। সবার সাথে দেখা করে ছোটখাটো নির্দেশ দিলেন। আশ্রমের চিকিৎসক শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে ডেকে কবি বললেন, ‘শচী,আমার আশ্রম রইল, আশ্রমবাসীরাও রইলেন, তুমি দেখে রেখো।’ উদয়ন থেকে উত্তরণের গেট পর্যন্ত রাস্তার দুধারে তখন শ্রদ্ধানত আশ্রমিক এবং গ্রামবাসীরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে, বিদায় বেলায় সবাই নির্বাক, অশ্রুসজল চোখ। এরই মধ্য দিয়ে কবিকে নিয়ে গাড়ি বোলপুরের দিকে এগিয়ে চললো। আশ্রমিকরা সমস্বরে তখন গাইছেন ‘আমাদের শান্তিনিকেতন!’ বোলপুর স্টেশনে তখন ট্রেন কবির অপেক্ষায়। রেল কোম্পানির তরফে কবির জন্য দেওয়া হয়েছে বিলাসবহুল সেলুনকার। দুটি কুপের একটি কবির, অন্যটি চিকিৎসকদের জন্য বরাদ্দ। এ ছাড়াও দুটি বাথরুম, একটি রান্নাঘর। নির্দিষ্ট সময়ে ট্রেন প্লাটফর্ম ছেড়ে গেল, ইঞ্জিনের কালো ধোঁয়ায় ঢাকলো বোলপুর সমেত শান্তিনিকেতনে কবির একরাশ কর্মকাণ্ডের স্মৃতির পাহাড়।

বিরোধীদল ছেড়ে তৃণমূলে যোগদানের হিড়িক বিজয়ী প্রার্থীদের মধ্যে!

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদায় গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনের আগেই বিরোধীদল ছেড়ে তৃণমূলে যোগদানের হিড়িক শুরু হয়েছে বিজয়ী প্রার্থীদের মধ্যে। যোগদানকারী বিরোধী দলত্যাগী বিজয়ী প্রার্থীরা অবশ্য বলছেন, তাদেরকে প্ররোচিত করা এবং ভুল বুঝিয়ে প্রার্থী করানো হয়েছিল। আর উন্নয়ন করতে গেলে তৃণমূলে যোগ দিতে হবে। সেজন্যই তাঁরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের দিকে তাকিয়ে তৃণমূলে যোগদান করেছেন। রবিবার রাতে মানিকচক গ্রাম পঞ্চায়েতের এবারে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের দুই বিজয়ী প্রার্থী কংগ্রেস এবং নির্দল ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করেন। এদিন মানিকচকের তৃণমূল বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র যোগদানকারী ওই দুই বিজয়ী প্রার্থীর হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন।

এদিন মানিকচক বাসস্ট্যান্ডের সামনেই এই যোগদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় ব্লক তৃণমূল নেতৃত্বের পক্ষ থেকে। মানিকচক গ্রাম পঞ্চায়েতের ১২৬ নম্বর বুথের নির্দল প্রার্থী রেজাউল হক এবং ১৩৫ নম্বর বুথের কংগ্রেসের জয়ী প্রার্থী রেজিনা বিবি এদিন তৃণমূলে যোগদান করেছেন। বিজয়ী ওই দুই প্রার্থীর বক্তব্য, কংগ্রেস অথবা নির্দলে থেকে কোনও লাভ হবে না। মানুষের জন্য উন্নয়ন করতে গেলে তাদেরকে তৃণমূলের সহযোগিতা নিয়ে চলতে হবে।

মানিকচকের তৃণমূল বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র জানিয়েছেন, অনেককেই ভুল বুঝিয়ে বিরোধীরা নিজেদের দলের প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করিয়েছিল। কিন্তু এখন যারা জয়ী হয়েছেন, তারা বুঝতে পারছেন ওইসব দলে থেকে কোনও লাভ নেই। মানুষের জন্য উন্নয়ন করতে গেলে তৃণমূলে থাকতে হবে। তাই এদিন নির্দল এবং কংগ্রেসের দুই বিজয়ী পঞ্চায়েত প্রার্থী তৃণমূলে যোগদান করেছেন।

এদিকে আগামী ৯ থেকে ১২ অগস্ট মালদার ১৪৬টি গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন হবে। এখনও পর্যন্ত ৬৪টি গ্রাম পঞ্চায়েত ত্রিশঙ্কু অবস্থায় রয়েছে। আর সেইসব গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনের ক্ষেত্রে কোমর কষতে শুরু করেছে তৃণমূল। ইতিমধ্যে দলের জেলা স্তরে এক প্রস্তর বৈঠক হয়েছে।

তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী জানিয়েছেন, এবারের মালদায় ১৪৬ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে তৃণমূল পেয়েছে ৫৯টি। ৬৪টি গ্রাম পঞ্চায়েত ত্রিশঙ্কু অবস্থায় রয়েছে। বাকি গ্রাম পঞ্চায়েতের দখলে রয়েছে বিরোধীরা। এই ৬৪টি গ্রাম পঞ্চায়েতে বিরোধী দল বোর্ড গঠনের ক্ষেত্রে নানান ষড়যন্ত্র মূলক কাজকর্ম শুরু করেছে। যদিও তৃণমূলের এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলেই পাল্টা অভিযোগ করেছেন উত্তর মালদার বিজেপি দলের সাংসদ খগেন মুর্মু।

গিনিপিগের মতো টেস্ট করছে বিজেপি: খাদ্যমন্ত্রী

সুমন তালুকদার

মধ্যমগ্রাম: বিজেপির সাংগঠনিক জেলার সভাপতি পদের রদবদল নিয়ে মুখ খুললেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী তথা মধ্যমগ্রামের বিধায়ক রথীন ঘোষ। রবিবার বারাসাত ২ নম্বর ব্লকের ধরনা ও প্রতিবাদ সভায় যোগ দিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বিজেপির সাংগঠনিক রদবদল নিয়ে তিনি বলেন, বিজেপি গিনিপিগের মতো টেস্ট করছে, পরীক্ষা-নীরিক্ষা করেই চলেছে। একজনকে দায়িত্ব দিল, তাকে দিয়ে হচ্ছে না, তো তাকে পরিবর্তন করে আরেক জনকে নিয়ে এল। আবার তাকে পরিবর্তন করে নতুন একজনকে নিয়ে এল। এসবই করছে, কোনও স্থিরতা নেই। এর থেকে বোঝা যায় এ রাজ্যে ওদের যোগ্য নেতার অভাব। একে তাকে দায়িত্ব দিয়ে টেস্ট করছে। কাকে দিয়ে কাজ হবে সেটা বোঝার মতো নেতা ওদের নেই। যে প্রত্যেক কর্মী সম্পর্কে জানবেন, কাদের দিয়ে কাজ হবে। যদিও এসব নিয়ে আমাদের কোনও মাথাব্যথা নেই। বিজেপির বিষয় বিজেপিই বুঝবে। তবে আমাদের তৃণমূলের সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বোঝেন কাকে দিয়ে কি কাজ হবে। কে কতটা কাজ করতে পারবে। রাজ্য থেকে ব্লক স্তরের তার সৈনিকদের তিনি জানেন, চেনেন। তার দীর্ঘ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে তার কর্মীদের ক্ষমতা তিনি বোঝেন। ফলে বিজেপির মতো ঘন ঘন নেতা পরিবর্তন করতে তৃণমূলের হয় না। কখনও সখনও কেউ ব্যর্থ হলে তাকে সরিয়ে আরও যোগ্য ব্যক্তিকে বসিয়ে দলীয় সংগঠনকে আরও জোরদার করতে তিনি সর্বদাই চেষ্টা করেন। পাশাপাশি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও সেই কাজ করে চলেছেন। দলনেত্রীর নির্দেশে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা যেভাবে বাংলায় লড়াই করছে মানুষের দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য তার ফলও মিলেছে পঞ্চায়েত নির্বাচনে। বিজেপির কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে বাংলাকে বঞ্চিত করছে তার বিরুদ্ধেও তৃণমূল কংগ্রেস লড়াই করছে বাংলার মানুষের স্বার্থে। বাংলার মানুষ সেটা বুঝেছে। তাই আগামী লোকসভা নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেসে গত লোকসভা নির্বাচনের থেকেও ভালো ফল করবে বলে দাবি করেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ। এদিন খাদ্যমন্ত্রী ছাড়াও ধরনা মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের বিদায়ী কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ, ২ বারাসাত নম্বর ব্লকের সভাপতি শম্ভুনাথ ঘোষ, মধ্যমগ্রামের পুরপ্রধান নিমাই ঘোষ সহ অন্যান্যরা।

চিকিৎসক, নার্সদের গাফিলতিতে শিশু মৃত্যুর অভিযোগ, হাসপাতালে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: কোতুলপুর ব্লকের গোগড়া গ্রামীণ হাসপাতালে শিশু মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা তৈরি হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কোতুলপুর থানার পুলিশ। পুলিশ এসে গোটা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, গত ৩ আগস্ট গোগড়া গ্রামীণ হাসপাতালে রেহেনা বিবি নামে এক প্রসূতিকে ভর্তি করেন তাঁর আত্মীয়রা। ওই দিনেই হাসপাতালে ভর্তি থাকা অবস্থায় তাঁর প্রসব যন্ত্রণা উঠলে পরিবারের আত্মীয়রা কর্তব্যরত নার্স ও চিকিৎসককে জানান। অভিযোগ, তারপরেও ওই প্রসূতিকে দেখতে যাননি চিকিৎসক ও কর্তব্যরত নার্স। দীর্ঘ সময় পর ওই প্রসূতির কাছে যান চিকিৎসক এবং নার্সরা। এরপর সেখানেই একটি কন্যাসন্তানের জন্ম দেন ওই মহিলা। পরিস্থিতি নিজেদের আয়ত্তের বাইরে দেখে কর্তব্যরত চিকিৎসক মহিলা এবং তাঁর সদ্যোজাতকে রেফার করে বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালে। তড়িঘড়ি বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালে এলে এখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসকরা জানান, সদ্যজাত শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

এরপরেই ক্ষোভ বাড়তে থাকে পরিবারের আত্মীয়দের মধ্যে। সেখান থেকে ওই মহিলাকে নিয়ে এসে পুনরায় গোগড়া গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, মহিলা একটু সুস্থ হওয়ার পর সোমবার ওই রোগীর আত্মীয়রা আসেন গোগড়া গ্রামীণ হাসপাতালে, সেখানে চিকিৎসক এবং নার্সদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে হাসপাতাল চত্বরে ব্যাপক উত্তেজনার পরিস্থিতি তৈরি হয়। রোগীর আত্মীয়দের অভিযোগ, চিকিৎসক এবং নার্সদের গাফিলতির জন্যই এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে।

গোগড়া গ্রামীণ হাসপাতালের দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক সৌমেন মুখোপাধ্যায় জানান, শিশুটি মায়ের পেটে থাকাকালীন নিজের মল খেয়ে ফেলে এবং যখন শিশুটি জন্মায় তখন, সে শ্বাসপ্রশ্বাস নিচ্ছিল না। তবে কর্তব্যরত চিকিৎসক সবরকম প্রচেষ্টা চালিয়েছেন শিশুটিকে বাঁচানোর জন্য। হাসপাতালে উত্তেজনার খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কোতুলপুর থানার পুলিশ। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গোটা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনের আগে নির্দলের জয়ী প্রার্থীকে গ্রেপ্তার, উত্তেজনা রানাঘাটে

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: শাসক দলের চাপে পড়েই পুলিশ ওই নির্দল প্রার্থীকে গ্রেপ্তার করে বলে অভিযোগ পরিবারের। ঘটনায় দফায় দফায় বিক্ষোভ নির্দল প্রার্থীর অনুগামীদের। ঘটনাটি ঘটেছে, নদিয়ার রানাঘাট ১ নম্বর ব্লকের হবিপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। জানা যায়, ৫ বারের প্রাক্তন প্রধান গোপাল ঘোষ ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলের টিকিট না পাওয়ায় তিনি নির্দলে দাঁড়িয়েছিলেন। পরিবারের অভিযোগ, মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর থেকেই শাসক দলের দুষ্কৃতীরা বিভিন্নভাবে তাকে চাপে ফেলার চেষ্টা করে, যদিও সম্পূর্ণ মদত দেয় পুলিশ প্রশাসন। পরিবারের দাবি, রানাঘাট মিশন গেটের সামনে থেকে পুলিশ নির্দলের জয়ী প্রার্থী গোপাল ঘোষকে আটক করে। এরপর নিয়ে যায় থানায়। পরিবারের লোকজন যখন থানায় গিয়েছিলেন পুলিশ সরাসরি তাদেরকে বলে যতক্ষণ না পর্যন্ত বোর্ড গঠন হচ্ছে তাকে ছাড়া হবে না। এরপরেই ক্ষোভে ফেটে পড়ে নির্দল প্রার্থীর অনুগামীরা, শুরু করে দফায় দফায় বিক্ষোভ। পরিবারের এও দাবি, পঞ্চায়েত নির্বাচনে তিনি ৪০০ ভোটে জয়লাভ করেছিলেন, গোটা গ্রামের মানুষ তাকে ঢেলে ভোট দিয়েছিলেন, কিন্তু তৃণমূল চক্রান্ত করে পুলিশকে দিয়ে তাকে আটক করে। অন্যদিকে পুলিশ সূত্রে খবর, পুরনো একটি মামলায় ৩০৭ ধারায় এটেম টু মার্ডারের কেসের ভিত্তিতে নির্দলের জয়ী প্রার্থী গোপাল ঘোষকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তবে পুলিশের এই দাবি মানতে নারাজ নির্দল প্রার্থীর পরিবার সহ তার অনুগামীরা। নির্দল প্রার্থীর অনুগামীদের দাবি, মঙ্গলবার বোর্ড গঠন রয়েছে, বোর্ড গঠনের আগে তাদের প্রার্থীকে যদি ছেড়ে না দেওয়া হয় তাহলে তারা লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। যদিও পুলিশকে তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নিতে হবে, না হলে থানা ঘেরাও করার হুঁশিয়ারি দেন অনুগামীরা। যদিও এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোর তুঙ্গে।

যাত্রী বিক্ষোভে আটকে রইল দূরপাল্লার ট্রেন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: অসংরক্ষিত শ্রেণির টিকিট নিয়ে বেশ কিছু যাত্রীর সংরক্ষিত শ্রেণির কামরায় উঠে পড়াকে কেন্দ্র করে গন্ডগোলের জেরে আটকে গেল দূরপাল্লার হাওড়া-চেন্নাই মেইল ট্রেন।

জানা গেছে, ১২৮৩৯ হাওড়া-চেন্নাই মেল রবিবার মধ্যরাতে হাওড়া থেকে খড়গপুর স্টেশনে পৌঁছলে এই গন্ডগোলের জেরে যাত্রীরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। তাদের দাবি, এই ট্রেনের অসংরক্ষিত শ্রেণির টিকিট নিয়ে বহু যাত্রী তাদের সংরক্ষিত আসনের দখল নেওয়ার চেষ্টা করে। ঘটনার প্রতিবাদ করেন সংরক্ষিত শ্রেণির টিকিটের যাত্রীরা। খড়গপুর স্টেশনে ট্রেনটি এসে পৌঁছলে তাঁরা স্টেশনে নেমে বিক্ষোভ দেখান। ট্রেনের যাত্রাও তারা আটকে দেন। পরে আরপিএফ কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেয়। বেশ কয়েক ঘণ্টা আটকে থাকার পর সোমবার সকাল সাতটা নাগাদ চেন্নাই অভিমুখে ট্রেনটি রওনা দেয়।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060, 9831919791

আইবিসি, ২০১৬-এর অধীনে ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অভিজিৎ হাজারীবাগ টোল রোড লিমিটেড (লিকুইডেশনে)

রেজি. অফিস : এফই-৮৩, সেক্টর-III সল্টলেক সিটি, ১ম তল, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১০৬

প্রধান কার্যালয় : ৭৯/৪ প্রশান্ত নগর, আজনি, নাগপুর ৪৪০০১৫, মহারাষ্ট্র ভারত

CIN : U45209WB2010PLC149763

অভিজিৎ হাজারীবাগ টোল রোড লিমিটেড (অবসরণে) ("কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা") এর নিম্নোক্ত সম্পদ বিক্রির বিষয়ে সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে, দেউলিয়া অধীনে মাননীয় এনসিএলটি, কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক নিযুক্ত লিকুইডেটর দ্বারা প্রদত্ত এবং দেউলিয়া কোড, ২০১৬ ("কোড")

আইবিসি-২০১৬-এর ৩৫(এফ) এর অধীন তার লিকুইডেশন এস্টেটের অংশ হিসাবে কর্পোরেট দেনাদারের নিম্নোক্ত সম্পদ, IBBI (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশন, ২০১৬-এর রেগুলেশন ৩৩ সহ পঠিত, বিক্রির জন্য দেওয়া হচ্ছে। ডাক অনলাইন ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী লিঙ্কস্টার ইনফোসিস প্রাইভেট লিমিটেডের মাধ্যমে হবে https://eauctions.co.in দ্বারা।

ক্রম নং	লট নং	জমির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না জমা	ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য
১.	লট ১	খালি দখলমুক্ত অ-কৃষি জমি পরিমাণ ২৩০.০০ বর্গ মিটার, প্লট নং ৬৮, সার্ভে নং ৩৩২/এ+৩৩৪/এ+৩৩৮/এ, মৌজা - জাপ, তালুক-সুধাগড়, জেলা-রাইগড়, মহারাষ্ট্র, ভারত	১১ লাখ টাকা (এগারো লাখ) টাকা	১ লাখ (এক লাখ) টাকা	৫০০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা

ক্রম নং	বিবরণ	বিস্তারিত
১	নিলামের তারিখ এবং সময়	তারিখ : শুক্রবার, ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩, সময় : বেলা : ১ টা থেকে বিকেল ৪টা (৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ)
২.	আবেদনের শেষ তারিখ	বুধবার, ২৩ আগস্ট ২০২৩
৩.	সম্ভাব্য উপযুক্ত ডাকদাতা ঘোষণার তারিখ	শুক্রবার ২৫ আগস্ট ২০২৩
৪.	পর্যবেক্ষণের শেষ তারিখ	শনিবার ২ সেপ্টেম্বর ২০২৩
৫.	ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ	মঙ্গলবার ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩

গুরুত্বপূর্ণ দ্রষ্টব্য:

১. "যেখানে যেমন আছে", "যা আছে", "যেমন অবস্থায় আছে", এবং "কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত" বিক্রয় সম্পাদিত হবে।

২. প্রক্রিয়া এবং সময়সীমার বিশদ বিবরণ ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথিতে বর্ণিত আছে। আগ্রহী আবেদনকারীরা অনলাইন ই-নিলামের শর্তাবলী, বিআইডি ফর্ম, যোগ্যতার মানদণ্ড, দরদাতাদের ঘোষণা, ইএমডি প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী লিংকস্টার ইনফোসিস প্রাইভেট লিমিটেডের ওয়েবসাইটে উপলব্ধ প্রাসঙ্গিক ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথি উল্লেখ করতে পারেন। উল্লিখিত ওয়েবসাইটের ঠিকানা হল https://eauctions.co.in/

৩. আগ্রহী দরদাতারা ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথিতে নির্ধারিত নিয়মাবলী সহ প্রাসঙ্গিক শর্তাবলী পাঠ ও সম্মত হওয়ার পরে অংশগ্রহণ করবেন এবং সেই অনুযায়ী, ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথিতে নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাদের আগ্রহের প্রকাশ জমা দেবেন।

৪. এটি স্পষ্ট করা হয় যে, এই বিজ্ঞপ্তিটি সম্ভাব্য দরদাতাদের আমন্ত্রণ জানানোর উদ্দেশ্য এবং বিক্রয় কার্যকর করার জন্য লিকুইডেটরের পক্ষ থেকে কোনো প্রকার বাধ্যতামূলক বাধ্যবাধকতা তৈরি করে না। লিকুইডেটর লিকুইডেশন প্রক্রিয়ার স্বার্থে তার বিবেচনার ভিত্তিতে ই-নিলামের সময়সীমা সহ যেকোনও নিয়ম ও শর্ত প্রসারিত/বিলম্বিত/বাতিল বা সংশোধন করার, মুছে ফেলার অধিকার সংরক্ষণ করে এবং/অথবা কোনো পূর্ব নোটিশ বা কোনো বরাদ্দ ছাড়াই কোনো বিড প্রত্যাখ্যান করার অধিকার রাখে। নিলামের যেকোনো পর্যায়ে কারণ যাই হোক না কেন।

৫. কোডের ধারা ৩৫(এফ) এর বিধান অনুসারে, আগ্রহী দরদাতা যদি কোডের ধারা ২৯এ-তে বর্ণিত যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণ করতে ব্যর্থ হয় তবে সে বিড জমা দেওয়ার যোগ্য হবে না (যেমন সময় থেকে সংশোধিত হয়েছে)।

৬. দরদাতা, যিনি অনলাইন নিলাম বন্ধ করে সর্বোচ্চ অফার জমা দেবেন, তিনি হবেন লিকুইডেটরের অনুমোদন সাপেক্ষে সফল ঘোষণা করা হয়েছে।

৭. বিক্রয় নিশ্চিত হওয়ার পরে, ক্রেতাকে বিড সফল ঘোষণা করার ৭ দিনের মধ্যে বিক্রয় মূল্যের ২৫ শতাংশ (ইএমডি পরিমাণ সহ) জমা দিতে হবে এবং বিক্রয়ের তারিখ থেকে ৯০ দিনের মধ্যে ৭৫ শতাংশ অবশিষ্ট বিক্রয় বিবেচনায় প্রদান করতে হবে। তবে শর্ত থাকে যে ৩০ দিনের পরে করা অর্থ ১২ শতাংশ হারে সুদ আকর্ষণ করবে। যদি ক্রয়কারী সময়মতো অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে ততক্ষণ পর্যন্ত জমাকৃত পরিমাণ বাজেয়াপ্ত হবে এবং সম্পদ পুনরায় নিলাম করা হবে।

৮. প্রক্রিয়া সম্পর্কিত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে লিঙ্কস্টার ইনফোসিস প্রাইভেট লিমিটেড, ৯/সি বর্দান টাওয়ার, লাখুদি সার্কেলের কাছে, বিমল হাউসের পাশে, নাভারংপুরা, আমেদাবাদ - ৩৮০০১৪ সাথে যোগাযোগ করুন। ইমেল আইডি হল admin@eauctions.co.in এবং যোগাযোগের নম্বর হল শ্রী বিজয় পিপলিয়া/শ্রী আহমেদ ৯৮৭০০৯৯৭১৩।

৯. সমস্ত প্রশ্নের জন্য অনুগ্রহ করে নিচে স্বাক্ষরিতর সাথে যোগাযোগ করুন cirp.ahtrl@gmail.com, nirmalagarwal123@rediffmail.com

স্বা/-
সিএ নির্মল কুমার আগরওয়াল
লিকুইডেটর - অভিজিৎ হাজারিবাগ টোল রোড লিমিটেড
(রেজি নং IBBI/IPA-001/IP-P02112/2020-2021/13380)
শ্রী কুঞ্জ, ৮৩ গোলাঘাটা রোড, শ্রীভূমি,
উত্তর ২৪ পরগনা (কলকাতা) পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৪৮
ইমেল আইডি : cirp.ahtrl@gmail.com, nirmalagarwal123@rediffmail.com
ফোন : +৯১ ৯১০১২৯৫৯১৫

তারিখ : ৮ আগস্ট, ২০২৩
স্থান : কলকাতা

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
রেজিস্টার্ড কার্যালয়: 15 তলা, পিএস সৃজন টেক পার্ক, প্লট নং 52, ব্লক ডিএন, সেক্টর V, সল্টলেক সিটি, কলকাতা 700091, জেলা 24-পরগণা নর্থ।
CIN No.: U65910WB1993FLC060810
শাখা অফিস: কলকাতা

L&T Finance

বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রির জন্য পাবলিক অকশন

সিকিউরিটিজাইসেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেট্স অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, 2002 [54 OF 2002] -এর অধীনে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক এবং উক্ত আইনের প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে নিম্নলিখিত সম্পত্তির অকশন করা হচ্ছে **"যেখানে যেমন ভিত্তিতে"** এবং **"যেখানে যেমন অবস্থায় আছে"** এমন অবস্থায় **"পাবলিক অকশন"** করা হচ্ছে যাতে এর বকেয়া অর্থ এবং পরবর্তী সুদ, চার্জেস এবং মূল্য ইত্যাদি পুনরুদ্ধার করা যায়।

ঋণগ্রহণকারী এবং উপ-ঋণগ্রহণকারীর নাম	সুরক্ষিত সম্পত্তির ঠিকানা	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর(গুলি)	দখন করা হয়েছে	আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট 10% বা আরপি-এর বেশি (টাকায়)	সর্বমোট বকেয়া আছে 17/05/2023 অনুসারে	রক্ষিত মূল্য (টাকায়)	ইনস্পেকশনের তারিখ	অকশনের তারিখ এবং সময়
1. ব্রোজেশ প্রসাদ সিং 2. ডেইজি সিং	সম্পত্তির ঠিকানা - নং.E5-164/নিউ, জোটে শ্রীরামপুর, জেলা - দক্ষিণ পরগনা, থানা - মহেশতলা, মহেশতলা মিউনিসিপ্যালিটির ওয়ার্ড নং. 15, পশ্চিমবঙ্গ 700061 তে অবস্থিত জমির অবিভক্ত অংশসহ, একটি একাধিক তলযুক্ত ভবনে সাধারণের ব্যবহারের স্থান, সুবিধাসমূহ, ব্যবস্থা, সুযোগ-সুবিধা এবং অন্যান্যগুলি সহ 3 (তিন) টি শয়নকক্ষ, 1(এক) টি খাওয়া-তথা-বসার জায়গা, 1(এক) টি রান্না ঘর, 2(দুই) টি টয়লেট এবং 1(এক) টি বারান্দা সম্বলিত, সুপার বিল্ট আপ 1000 বর্গফুট মাপের সম্পূর্ণ দ্বিতীয় তল।	H00541100221054405/H00541100221054405L/H00541100221054405G/H00541110221050754/H00541110221050754L/H00541110221050754G/H00541110221053942	24শে মে, 2023	Rs. 1,60,050/-	47,79,289.21/-	Rs. 16,00,500/-	06/09/2023	13/09/2023 বেলা 11 টায়
1. Brajesh Prasad Singh 2. Daisy Singh	সম্পত্তির ঠিকানা - নং.E5-164/নিউ, জোটে শ্রীরামপুর, জেলা - দক্ষিণ পরগনা, থানা - মহেশতলা, মহেশতলা মিউনিসিপ্যালিটির ওয়ার্ড নং. 15, পশ্চিমবঙ্গ 700061 তে অবস্থিত জমির অবিভক্ত অংশসহ, একটি একাধিক তলযুক্ত ভবনে সাধারণের ব্যবহারের স্থান, সুবিধাসমূহ, ব্যবস্থা, সুযোগ-সুবিধা এবং অন্যান্যগুলি সহ 3 (তিন) টি শয়নকক্ষ, 1(এক) টি খাওয়া-তথা-বসার জায়গা, 1(এক) টি রান্না ঘর, 2(দুই) টি টয়লেট এবং 1(এক) টি বারান্দা সম্বলিত, সুপার বিল্ট আপ 1000 বর্গফুট মাপের সম্পূর্ণ তৃতীয় তল।	H00541100221054405/H00541100221054405L/H00541100221054405G/H00541110221050754/H00541110221050754L/H00541110221050754G/H00541110221053942	24শে মে, 2023	Rs. 1,78,750/-		Rs. 17,87,500/-	06/09/2023	13/09/2023 বেলা 11 টায়

পাবলিক অকশনের নিয়ম এবং শর্তাবলি

1. অকশন সেল পরিচালিত হচ্ছে আইনী বিধান এসএআরএফএইএসআই-এর অধীনে অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা সহায়তা সহ এবং পাবলিক অকশন ধারার মাধ্যমে।
2. পাবলিক অকশনটি পরিচালিত হবে উপরে উল্লেখিত তারিখ এবং সময় অনুসারে, যখন উপরে উল্লেখিত সম্পত্তিটি বিক্রি হবে **"যেখানে যেমন ভিত্তিতে" এবং "যেখানে যেমন অবস্থায় আছে"** এমন অবস্থায়।
3. পাবলিক অকশনে অংশগ্রহণে, আগ্রহী ক্রেতা / দরদাতাদের উক্ত সুরক্ষিত সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্যের ফেরতযোগ্য আর্নেস্ট মানি ডিপোজিটের 10% পেমেন্টের বিস্তারিত বিবরণের কপি জমা করতে হবে, সেই সঙ্গে প্যানকার্ডের কপি, কোম্পানির হলে বোর্ড রিসোলিউশন্স এবং ঠিকানার প্রমাণপত্র **12/09/2023**-এর মধ্যে জমা করতে হবে।
4. সমস্ত অন্যান্য ইএমডি দরদাতা যাঁরা পাবলিক অকশনে সাফল্য লাভ করবেন না তাঁরা এল অ্যান্ড টি ফাইনান্স-এর থেকে 7 দিনের মধ্যে টাকা ফেরত পাবেন পাবলিক অকশন বন্ধ হওয়ার পরে। ইএমডি কোনও সুদ প্রদান করবে না।
5. সাফল্যমন্ডিত ক্রেতা / দরদাতাকে 25% ডিপোজিট টাকা জমা দিতে হবে (ইএমডি সহ) তাঁর প্রাপ্ত অফার পাওয়ার জন্য ডি.ডি. / পি.ও. "এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড"-এর নামে যা প্রদান করতে হবে মুম্বাইতে যা **13/09/2023**-তারিখের 18:00 ঘণ্টার মধ্যে বা আগে, অকশন-এর দিন বা পরবর্তী কাজের দিনে যা হল **14/09/2023,** যার ডিপোজিট প্রাপ্তি নির্দিষ্ট করবে এল&টি ফাইনান্স লিমিটড, বিক্রি ব্যর্থ হলে তা ব্যর্থ বলে গণ্য করা হবে এবং সাফল্যমন্ডিত দরদাতার ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। ব্যালেন্স অ্যামাউন্ট যা হল ক্রয় মূল্যের 75% প্রদান করতে হবে ক্রেতাকে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-কে স্থাবর সম্পত্তির বিক্রির নিশ্চিতকরণের পনেরো দিনের আগে বা বর্তমান আইন অনুসারে বর্ধিত সময়কালে।
6. সম্পত্তির পরিদর্শনের জন্য বা আরও তথ্য জানার জন্য, সম্ভাব্য দরদাতা অনুমোদিত আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন যার **"নাম - অঙ্কিত কুমার, ডিভিশনাল লিগাল ম্যানেজার: লিটিগেশন - পশ্চিমবঙ্গ, এল&টি ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস, পি.এস. সৃজন টেক পার্ক, যোগাযোগ: 8789493214; ইমেল: ankitkumar13@ltfs.com**। অকশনের যে-কোনও স্তরে অনুমোদিত আধিকারিক নিলামটি বা অফার টি স্বীকার করতে বা প্রত্যাখান করতে বা সংশোধন করতে বা বাতিল করতে বা স্থগিত রাখতে পারেন অকশন কোনও কারণ না দেখিয়ে এবং কোনও পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই।
7. সফল ক্রেতা বা নিলামকারী বহন করবেন যে-কোনও বিধিবদ্ধ বকেয়া, ট্যাক্সেস, প্রদানযোগ্য ফীজ, স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন ফীজ ইত্যাদি যা তাঁকে প্রদান করতে হবে সম্পত্তি পাওয়ার জন্য বা তাঁর নামে নিষ্কৃত করার জন্য প্রযোজ্য আইন অনুসারে।
8. ঋণগ্রহণকারী বা গ্যারেন্টার্স, যাঁরা উক্ত বকেয়ার জন্য দায়বদ্ধ, তাঁরা এই সেল নোটিশকে একটা নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি বলে গ্রহণ করবেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস-এর অনুসারে রুলস 8 (6)-এর অধীনে, উপরে উল্লেখিত পাবলিক অকশনটি ধারণ করার ক্ষেত্রে।
9. ঋণগ্রহণকারী(গণ) / উপ-ঋণগ্রহণকারী(গণ) / গ্যারেন্টার(গণ) / মর্টগেজার বা বন্ধকদাতাদের আহ্বান জানানো হচ্ছে সমগ্র বকেয়া লোন বা ঋণ অ্যামাউন্টটি প্রদান করতে উপরে উল্লেখিত অকশনের তারিখের আগে তা না হলে এল অ্যান্ড টি ফাইনান্স লিমিটেড এই সম্পত্তি বিক্রি করার অধিকারী হবেন এসএআরএফএইএসআই-এর আইন, 2002-এর নির্ধারিত বিধান অনুসারে।
10. ঋণগ্রহণকারী(গণ) / উপ-ঋণগ্রহণকারী(গণ) / গ্যারেন্টার(গণ) / মর্টগেজার(গণ) / জনগণক এতৎদ্বারা সংযত থাকতে বলা হচ্ছে বিক্রি, সেল, লীজ থেকে, অন্যথায় নোটিশ বা ঘোষণায় যে সুরক্ষিত সম্পত্তির উল্লেখ করা হয়েছে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর পূর্ব লিখিত সম্মতি ব্যাতীত।

স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

তারিখ: 08.08.2023
স্থান: কলকাতা

বैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India BOI
Relationship Beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বারাসত জোনাল অফিস
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
৩য় তল, ডিডি-২, সল্টলেক, সেক্টর - ১
বিধাননগর, কলকাতা - ৭০০ ০৬৪

পরিশিষ্ট F

পরিশিষ্ট IV [দ্রষ্টব্য রুল -৮(১)]
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া,** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **২৫.০৫.২০২৩** তারিখে **ঋণগ্রহীতা শ্রী প্রমথ সরকার এবং শ্রীমতি বকুল সরকার** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৫,৪২,৮৬৮.০৪ টাকা (পাঁচ লাখ বিয়াল্লিশ হাজার আটশ আটষট্টি টাকা এবং চার পয়সা) টাকা** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **৫ আগস্ট ২০২৩** তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে। কোনওরূপ লেনদেন **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, ৫,৪২,৮৬৮.০৪ টাকা** (পরবর্তী সুদ সহ) আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি জমি এবং ভবন অবস্থিত মৌজা মাটিকুমড়া, জেএল নং ১০৮,দাগ নং আরএস এবং এলআর ১০২২, খতিয়ান নং আরএস ১৪৪৫, এলআর ১০১১/২, ৫৭৪/৪ নকড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা এবং ব্লক : রানাঘাট, নদিয়া, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** মদন মন্ডলের ভবন, **দক্ষিণে :** পি ডব্লু ডি রোড, **পূর্বে :** অমলা দৈব্যর ভবন, **পশ্চিমে :** নারায়ণ সরকারের জমি সমন্বিত।

স্বা/-
চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

তারিখ : ০৫.০৮.২০২৩
স্থান : নোকারি

AGI GREENPAC

এজিআই গ্রীনপ্যাক লিমিটেড
(পূর্বে এইচএসআইএল লিমিটেড নামে পরিচিত)
CIN : L51433WB1960PLC024539
রেজিঃ অফিস: ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ফোন: +৯১-৩৩-২২৪৮ ৭৪০৭/৫৬৬৮
ইমেল: hsilinvestors@hsilgroup.com
ওয়েবসাইট: www.agigreenpac.com

৬৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি, বই বন্ধ এবং ই-ভোটিং সম্পর্কিত নোটিশ

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিতকরা হচ্ছে যে, কোম্পানির সদস্যদের ৬৩তম বার্ষিকসাধারণ সভা ('এজিএম') বৃহস্পতিবার, ৩১ আগস্ট, ২০২৩-এ দুপুর ১২.৩০টায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্স ('ভিসি')/আদার অডিও ভিসুয়াল মিনস ('ওএভিএম') সুবিধার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে যেমনটি এজিএমের নোটিসে উল্লেখ করা হয়েছে সেইমতো কার্যাদি নিষ্পন্নের জন্য। ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের প্রযোজ্য বিধানাবলি ('আইন') এবং তদধীন গঠিত রুলস ও দ্য সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ যা জেনারেল সার্কুলার নং ১৪/২০২০, ১৭/২০২০, ২০/২০২০, ০২/২০২১, ১৯/২০২১, ০২/২০২২ এবং ১০/২০২২ তারিখ যথাক্রমে ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ৫ মে, ২০২০, ১৩ জানুয়ারি, ২০২১, ৮ ডিসেম্বর ২০২১, ৫ মে, ২০২২ এবং ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক ("এমসিএ সার্কুলারস") কর্তৃক ইস্যু করা এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক ইস্যুকৃত সার্কুলার নং সেবি/এইচও/সিএফডি/সিএমডি১/সিআইআর/পি/২০২০/৭৯ এবং সেবি/এইচও/সিএফডি/সিএমডি২/সিআইআর/পি/২০২১/১১ এবং সেবি/এইচও/সিএফডি/সিএমডি২/ সিআইআর/পি/২০২২/৬২ এবং সেবি/এইচও/সিএফডি/পিওডি২/পি/সিআইআর/২০২৩/৪ তারিখ যথাক্রমে ১২ মে, ২০২০, ১৫ জানুয়ারি, ২০২১, ১৩ মে, ২০২২ এবং ৫ জানুয়ারি ২০২৩ ("সেবি সার্কুলার") -এর সঙ্গেপঠিত এবং এর সহিত সামঞ্জস্য রেখে সাধারণ স্থানে সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতি ব্যতীত বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। এজিএমের কার্যক্রমটি কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে পরিচালিত বলে গণ্য হবে যা এজিএমের বিবেচিত ভেন্যু হবে।

এমসিএ সার্কুলারগুলি এবং সেবি সার্কুলার অনুসারে ৬৩তম এজিএম -এর নোটিস এবং ২০২২-২৩ আর্থিক বর্ষের বার্ষিক রিপোর্ট কেবল ইমেল-যোগে সেইসব সদস্যের কাছে পাঠানো হয়েছে ৭ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে যাঁদের ই-মেল ঠিকানা কোম্পানি/রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট ('আরটিএ')/ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টস ('ডিপি') নথিভুক্ত রয়েছে। এছাড়াও এই তথ্য পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট www.agigreenpac.com, স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.bseindia.com এবং www.nseindia.com এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড ('সিডিএসএল') www.evotingindia.com -তে।

কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্টঅ্যান্ডঅ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪ (সংশোধিত মতো) -র রুল ২০ এর সঙ্গেপঠিত অ্যাক্টের সেকশন ১০৮ এবং লিস্টিং রেগুলেশনস-এর রেগুলেশন ৪৪ অনুসারে, কোম্পানি, সদস্যদের রিমোট ই-ভোটিং সুবিধার বন্দোবস্ত করবে সমগ্র রেজিলিউশন অনুযায়ী, কোম্পানি এই উদ্দেশ্যে সিডিএসএল-এর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন যার দ্বারা কোম্পানির সভ্যগণ ই-ভোটিং প্রদান করতে পারে ৬৩তম এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত রেজোলিউশনে।

এজিএমেরপূর্বে, রিমোটই-ভোটিং শুরু হবে সোমবার, ২৮ আগস্ট, ২০২৩ সকাল ৯.০০টায় (আইএসটি) এবং বুধবার, ৩০ আগস্ট, ২০২৩ বিকেল ৫.০০টায় (আইএসটি) শেষ হবে। এই সময়ে কোম্পানির সভ্যগণ যারা কোম্পানির শেয়ার ফিজিক্যাল অথবা ডিমেটিরিয়ালাইজড আকারে কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ ২৪ আগস্ট ২০২৩ তারিখ বৃহস্পতিবার ধরে রেখেছেন তারা তাদের ভোট প্রদান করতে পারেন বৈদ্যুতিন মাধ্যমে। তারপর এনএসডিএল দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং মডিউল নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে। যেসব সদস্য ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে এজিএমে উপস্থিত থাকবেন এবং রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে রেজুলেশনগুলিতে ভোট দেননি তারা জিএম চলাকালীন ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন। যে সদস্যরা এজিএমের আগে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দিয়েছিলেন তারা ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-তে অংশ নিতে/উপস্থিত থাকতে পারবেন তবে তাদের আর ভোট দেওয়ার অধিকার থাকবে না। যেসকল সভ্যগণ কাট-অফ তারিখে সভ্য নন, তারা এই বিজ্ঞপ্তি কেবলমাত্র জানবার জন্য গ্রহণ করুন। যদি কোনও ব্যক্তি এজিএমের বিজ্ঞপ্তি প্রেরণের পরে সংস্থার সদস্য হন তবে ই-ভোটিংয়ের জন্য কাট-অফ তারিখে বা তার আগে তিনি এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ অনুযায়ী ব্যবহারকারীর আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন।

এজিএম-এর সময় রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়া, এজিএম-এ যোগদান এবং ই-ভোটিংয়ের বিশদ নির্দেশাবলী এজিএম-এর নোটিশে দেওয়া হয়েছে। ভিসি/ওএভিএমের মাধ্যমে এজিএমে অংশ নেওয়া সদস্যদের উপস্থিতি আইনের ধারা ১০৩ এর অধীনে কোরামের গণনা করার উদ্দেশ্যে গণনা করা হবে।

সদস্যদের ভিসি/ওএভিএমের মাধ্যমে এজিএম-এ যোগদানের অনমুতি দেওয়া হয় এজিএম শুরুর নির্ধারিত সময়ের ১৫ মিনিট আগে এবং এজিএম চলাকালীন কেন্দ্রীয় ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেডের (সিডিএসএল) প্রদত্ত সুবিধার মাধ্যমে www.evotingindia.com এজিএম যোগদানের অনমুতি দেওয়া হয়েছে। লগ ইন শংসাপত্রগুলি ব্যবহার করে এবং সংস্থার এজিএমের জন্য ইভিএসএন নির্বাচন করে।

ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএমে অংশগ্রহণ করারা বিশদ বর্ণনা এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া আছে। যে সকল সভ্যগণ ই-মেল অ্যাড্রেস এবং মোবাইল নম্বর কোম্পানি/ডিপজিটরিগুলি-তে রেজিস্ট্রি না করিয়ে থাকেন তা পাওয়ার জন্য ই-ভোটিং-এর জন্য বিবরণ লগ ইনের জন্য ই-মেল আইডি রেজিস্ট্রেশনের নিচের নির্দেশাবলি অনুসরণ করুন :-

- ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ারধারী সদস্যদের জন্য : অনুগ্রহ করে দেখুন লিংক http://mdpl.in/form এবং ইমেল ঠিকানা এবং নির্দেশাবলি অনুসরণ করুন। যে সকল সদস্য তাদের ইমেল ঠিকানা ৬৩তম এজিএম নোটিশ প্রেরণের পর আপডেট করেছেন তারা নোটিশের সফট কপির মাধ্যমে এবং ইউজার এবং পাসওয়ার্ড সহ রিমোর্ট ই-ভোটিংয়ের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এজিএমে ভোটদান করতে পারবেন। কোনও জিজ্ঞাসা থাকলে কোম্পানির আরটিএ-এর কাছে ই-মেল করতে পারেন এখানে – mdpldc@yahoo.com
- ডিম্যাট ফর্মে শেয়ারধারী সদস্যদের জন্য : সদস্যরা অনুগ্রহ করে আপনার ডিপজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট(ডিপি)-এর সঙ্গে যোগাযোগ করুন এবং আপনার ডিপি-র পরামর্শমতো প্রক্রিয়া অনুযায়ী আপনার ডিম্যাটঅ্যাকাউন্টেআপনার ই-মেল অ্যাড্রেস এবং মোবাইল নম্বর রেজিস্টার করুন।

ই-ভোটিং প্রক্রিয়া স্বচ্ছ এবং ন্যায্যভাবে পরিচালনার জন্য কোম্পানি শ্রী প্রবীন কুমার ড্রোলিয়া, সর্বক্ষণের কোম্পানি সেক্রেটারি পেশায় নিযুক্ত, কলকাতা (মেম্বারশিপ নং এফ ২৩৬৬, সিপি নং ১৩৬২), ড্রোলিয়া অ্যান্ড কোম্পানির স্বত্বাধিকারী, কোম্পানির সেক্রেটারিকে স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিয়োগ করেছে।

স্ক্রুটিনাইজারের প্রতিবেদন সহ ঘোষিত ফলাফলগুলি স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহর ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.bseindia.com এবং www.nseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.agigreenpac.com এবং সিডিএসএল ওয়েবসাইটে www.evotingindia.com তে স্থাপন করা হবে চেয়ারম্যান বা তার দ্বারা লিখিতভাবে অনুমোদিত কোনও ব্যক্তির দ্বারা ফলাফল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই।

এজিএমে যোগদান এবং ই-ভোটিং সম্পর্কিতপ্রশ্ন/অভিযোগ থাকলে শেয়ারহোল্ডারগণ দেখুন ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চেন ("এফএকিউএস") এবং ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল-এর ওয়েবসাইট www.evotingindia.com -এর হেল্প সেকশন অধীন থেকে অথবা ইমেল করুন helpdesk.evoting@cdslindia.com অথবা যোগাযোগ করুন ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩ (নিঃশুল্ক) বা ০২২-২৩০৫৮৭৩৮/৮৫৪২/৮৫৪৩। সকল অভিযোগের জন্য এবং বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোটদানের ক্ষেত্রে যোগাযোগ করতে হবে শ্রী রাকেশ দালভি, সিনিয়র ম্যানেজার (সিডিএসএল) সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, এ উইং, ২৬তম তল, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মফৎলাল মিল কম্পাউন্ডস, এন এম যোশি মার্গ, লোয়ার প্যারেল (ইস্ট) মুম্বই-৪০০০১৩ অথবা ইমেল পাঠান helpdesk.evoting@cdslindia.com -তে বা ফোন নং ০২২-২৩০৫৮৫৪২/ ৪৩ বা নিঃশুল্ক নম্বর ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩।

সংশ্লিষ্ট আইনের ধারা ৯১ এবং লিস্টিং রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৪২ অধীনে সদস্যগণের রেজিস্টার এবং কোম্পানির শেয়ার হস্তান্তর বই ২৫ আগস্ট ২০২৩ থেকে ৩১ আগস্ট ২০২৩ তারিখ (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

কোম্পানির ডিরেক্টর বোর্ড ৪ মে ২০২৩ তারিখের অনুষ্ঠিত সভায় প্রতিটি ২ টাকার ইক্যুইটি শেয়ারের জন্য ৫ টাকা ডিভিডেন্ড সুপারিশ করেছেন ২০২২-২৩ আর্থিক বছরের জন্য যা আসন্ন ৬৩তম এজিএম -এ শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষ। কোম্পানি নির্ধারণ করেছে বৃহস্পতিবার ২৪ আগস্ট ২০২৩ 'রেকর্ড ডেট' হিসেবে সদস্যগণের ৩১ মার্চ, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বর্ষের ডিভিডেন্ড পাওয়ার উপযুক্ততার জন্য। ডিভিডেন্ড বোর্ড কর্তৃক সুপারিশ কর্তৃক যদি এজিএম-এ অনুমোদিত হয় তবে শুক্রবার ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে উপযুক্ত সদস্যগণকে প্রদান করা হবে।

পরিচালন পর্ষদের আদেশক্রমে
এজিআই গ্রিনপ্যাক লিমিটেডের পক্ষে
(পূর্বে এইচএসআইএল লিমিটেড নামে পরিচিত)
স্বা/-
পুলকিত ভাসিন
কোম্পানি সেক্রেটারি
মেম্বারশিপ নং A27686

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৭ আগস্ট, ২০২৩

গোঘাটে রহস্যজনকভাবে খুন মা ও মেয়ে, গুরুতর জখম বাবা, তদন্তে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: রহস্যজনকভাবে খুন মা ও মেয়ে। গুরুতর জখম বাবা। রহস্যজনকভাবে দুটি মৃতদেহ উদ্ধার হুগলির আরামবাগ মহকুমার গোঘাটের ডাক বাংলো এলাকা থেকে। গুরুতর জখম আরও এক ব্যক্তি। ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠছে। রক্তাক্ত অবস্থায় মৃতদে উদ্ধার হয়। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোঘাট জুড়ে। জানা গিয়েছে, স্বামী-স্ত্রী সহ ছয় বছরের একটি শিশু কন্যা রক্তাক্ত অবস্থায় খাটে ও মেঝেতে পড়েছিল। পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ সহ জখম ব্যক্তিকে উদ্ধার করে। তারপর জখম ব্যক্তিকে দ্রুত চিকিৎসার জন্য আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ। মৃত মহিলার নাম শিল্পা দত্ত ও মৃত ছয় বছরের কন্যার নাম অদ্রিজা দত্ত। জখম ব্যক্তি মৃণাল দত্ত আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কিভাবে এদের খুন করা হল অথবা কেনই বা খুন করা হল। রহস্য ক্রমশ দানা বাঁধছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কামারপুকুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রাজদীপ দের বোন ও ভগ্নীপতি হন শিল্পা ও মৃণাল দত্ত। এই সূত্র ধরে এটা কি রাজনৈতিক খুন নাকি অন্য কারণে খুন হয়েছে তা নিয়ে রহস্য ঘনীভূত হচ্ছে। সমস্ত বিষয় নিয়ে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। তবে প্রতিবেশীরা প্রাথমিকভাবে দাবি করছে, ধারালো চুরির আঘাতে জখম হয়েছে মৃণাল দত্ত। পাশাপাশি ওই ধারালো ছুরি দিয়ে হয়তো ছোট্ট শিশু কন্যা ও তার মা শিল্পা দত্তকে হত্যা করা হয়েছে। যদিও সমস্ত বিষয়টি তদন্ত সাপেক্ষ। এই বিষয়ে স্থানীয় তৃণমূল নেতা সৈয়দ মকবুল হোসেন বলেন, কামারপুকুর অঞ্চলের তৃণমূল সভাপতি রাজদীপ দের বোন ও ভগ্নীপতি ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। এদিন সকালে বাড়িওয়ালা ডাকাডাকি করে সাড়া না পেয়ে রাজদীপকে খবর দেয়। তারপর ঘরের ভিতর থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় দুটি মৃতদেহ ও জখম একজন ব্যক্তি উদ্ধার হয়। পুলিশ বিষয়টা দেখছে। সবমিলিয়ে গোঘাটের ডাক বাংলো এলাকায় রহস্যজনক দুটি মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়।

বারাসাতে ডেঙ্গিতে মৃত ২, প্রশ্ন পুরসভার পরিষেবা নিয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: বারাসাত পুরসভা এলাকায় ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু ২, পুর পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে সাধারণ মানুষ থেকে বিরোধীরা। দুটি ক্ষেত্রেই ডের্ট সার্টিফিকেটে ডেঙ্গির উল্লেখ আছে। ফের ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বারাসাত পুরসভা এলাকায়। বারাসাত পুরসভা এলাকার ৩ ও ২২ নম্বর ওয়ার্ডে দুই জায়গায় দুই জোনের মৃত্যু হয়। গত জুলাই মাসের ১৪ তারিখে বারাসাত পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের ১৩ বছরের নাবালিকা সায়নিকার মৃত্যু হয়। সে সময়ে এলাকার মানুষজন অভিযোগ তুলেছিল পুর পরিষেবা নিয়ে। তার পরবর্তী সময়ে বারাসাত পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডে ফের বছর ১৯ যুবক রহমত আলির মৃত্যু হয়। রহমতের পরিবারের অভিযোগ, গত মঙ্গলবার দিন থেকে তার জ্বর হয় এরপর তাকে ডেঙ্গি পরীক্ষা করানো হয়। শনিবার ডেঙ্গি পরীক্ষার রিপোর্ট ডেঙ্গি পজিটিভ আসলে তড়িঘড়ি তাকে নিয়ে বারাসাত হাসপাতালে ভর্তি করা হয় প্লেটলেট কাউন্ট কম থাকার জন্য, পরে তাকে আরজিকরের হস্তান্তর করা হয়। এর পরবর্তী সময়ে পরিবারের সদস্যরা বারাসাতের একটি বেসরকারি রবিবার সন্ধ্যায় সেখানেই মৃত্যু হয় রহমতের। ইতিমধ্যেই পরিবারের সদস্যরা পুর পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে। যদিও ২২ নম্বর ওয়ার্ডের পুরমাতা বলেন, পুরসভা তাদের মতো করে চেষ্টা করছে কিন্তু সাধারণ মানুষ সচেতন নয় সে কারণেই আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে এবং মৃত্যুর মতোন ঘটনা ঘটছে বলেও দাবি করেন তিনি। পাশাপাশি বারাসাত পুরসভার তিন নম্বর ওয়ার্ডের তপন সুর (৪১) নামে বাসিন্দা ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় স্থানীয় সূত্রে এমনটাই খবর। এই ব্যক্তির মৃত্যুর পর আতঙ্কে স্থানীয় বাসিন্দারা পুর পরিষেবা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তারাও তোলেন। যদিও গোটা ঘটনায় বারাসাত পুরসভার পুরপ্রধান অশ্বনি মুখোপাধ্যায় জানান, বারাসাত পুরসভার পক্ষ থেকে বিভিন্ন জায়গায় সচেতন করা হচ্ছে ব্লিচিং মশার তেল এবং বাড়ি বাড়ি গিয়ে কোনও বাড়ির মানুষ অসুস্থ আছে কিনা সে খোঁজ নেওয়া। কিন্তু তার পরবর্তী সময়ে সাধারণ মানুষের অসচেতনতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় যে কারণে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে এবং ডেঙ্গি মৃত্যুর মতো ঘটনা ঘটেছে বলে তিনি দাবি করেন। যদিও এই ঘটনা নিয়ে বাম ও বিজেপি একযোগে আক্রমণ করেছে পুর পরিষেবার ব্যর্থতাকে।

খাদ্যসামগ্রীর দাম ঊর্ধ্বমুখী হওয়ায় মিড ডে মিলে উধাও মাংস ও শাকসবজি, ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বাহারি পোশাক পড়ে মিড ডে মিলের তৈরিতে ব্যস্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠী মহিলারা। কিন্তু পড়ুয়াদের মিড ডে মিল থেকে আচমকায় উধাও হয়ে গিয়েছে মুরগির মাংস এবং সবজি। ফলে একপ্রকার ভাত আর আলুর তরকারির মাধ্যমে চলছে মিড ডে মিলের ব্যবস্থা। মালদার অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতেই এমনই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। মিড ডে মিলে কোনওরকম সবজি দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিভাবকদের অভিযোগ। সপ্তায় একদিন করে যে মুরগির মাংস দেওয়া হত সেটিও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। শুধু আলুর ঘ্যাট দিয়ে ভাত খেতেও আগ্রহ দেখাচ্ছে না পড়ুয়ারা।

যদিও এজন্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বৃদ্ধিকে দায়ী করেছেন বিভিন্ন স্কুল কর্তৃপক্ষ। জিনিসের দাম বাড়ছে অথচ মিড ডে মিলের ক্ষেত্রে তুলনামূলক টাকার বাড়ানো হচ্ছে না। যার ফলেই সবজি এবং সপ্তাহে এক একদিন ডিম এবং মাংসের বদলেই শুধু আলুর তরকারি আর ভাত দেওয়া হচ্ছে।

মালদা শহরের অনেক প্রতিষ্ঠিত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। যেখানে প্রতিদিনই ৫০০ থেকে ৬০০ জন পড়ুয়ারা পঠন-পাঠনের জন্য স্কুলে যায়। কিছুদিন ধরে মিড ডে মিলের খাবার সাদামাটা হওয়ায় পড়ুয়াদের মধ্যে স্কুলে যাওয়ার আগ্রহটা অনেকটাই কমেছে বলে অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অভিভাবকেরা জানিয়েছেন, কিছুদিন আগে পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের সবজি ভাত দেওয়া আহত পড়ুয়াদের। এমনকী সপ্তাহে একদিন ডিম এবং একদিন মুরগির মাংস দেওয়া হত মিড ডে মিলে। কিন্তু এখন সেই সব বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বার্লো বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা গীতানী মণ্ডল জানিয়েছেন, জিনিসের দাম বেড়েছে। আর সেই জন্যই মিড ডে মিলে সবজি, মাংস কেনা সম্ভব হচ্ছে না। সরকারের পক্ষ থেকে ১৬ সপ্তাহের জন্য মিড ডে মিলে একদিন করে মাংস দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সেই ১৬ সপ্তাহের মেয়াদ সম্পূর্ণ হয়েছে। নতুন করে কোনও নির্দেশ আসেনি। আর শাকসবজির দাম এতটাই বেড়েছে যে তা কেনা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ, সরকারি বরাদ্দ অর্থ নতুন করে বাড়েনি।

ডেঙ্গির চোখ রাঙানিতে বেসামাল সরকারি হাসপাতাল

একটি বেডেই দু'জন করে ডেঙ্গি আক্রান্ত রোগী

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: নাজেহাল হাসপাতালের কর্মরত চিকিৎসক থেকে শুরু করে স্বাস্থ্যকর্মীরা। ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা প্রতিদিনই বৃদ্ধি পাওয়ায় বেডে জায়গা নেই রোগীদের। গত কয়েক মাস ধরে গোটা জেলা জুড়ে বেড়েই চলেছে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা, এক একটি সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসকদের হতে হচ্ছে নাজেহাল। অনেকটাই ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে রোগীর পরিবারগুলিকে, বেডে জায়গা না থাকার কারণে অনেকের আবার মেঝেতেই শুয়ে চিকিৎসা চলছে। একটি মহিলা ওয়ার্ডে রয়েছে চল্লিশটি বেড, আর ডেঙ্গি আক্রান্ত রোগী রয়েছে ৮০ ও বেশি, তার মধ্যেও অন্যান্য রোগীদেরও চলছে চিকিৎসা। রোগী পরিবারদের দাবি, আরও বেড সংখ্যা বাড়লে হয়তো চিকিৎসা ক্ষেত্রে অনেকটাই সুবিধা হত রোগীদের। অন্যদিকে হাসপাতলে কর্মরত স্বাস্থ্য কর্মীদের দাবি, দিনরাত এক করে তারা কাজ করছেন, কিন্তু কিছুতেই সামাল দিতে পারছেন না। যদিও রোগীদের সামলাতে গিয়ে নিজেরাও বেসামাল হয়ে যাচ্ছে বলে জানাচ্ছেন স্বাস্থ্যকর্মীরা। তবে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা বাড়লেও মুখে কুলুপ শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালের সুপারের। তাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে সাংবাদিকদের এড়িয়ে যান তিনি। দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ায় হাসপাতালের পরিকাঠামো পরিস্থিতি নিয়ে উঠছে প্রশ্ন চিহ্ন।

লক্ষাধিক টাকা প্রতারণায় আটক ব্যাংক এজেন্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: ভুয়ো ফোন নম্বর থেকে এটিএম এর ওটিপি জেনে লক্ষাধিক টাকা প্রতারণায়, আটক ব্যাংক এজেন্ট। ঘটনাটি ঘটেছে, উত্তর ২৪ পরগনা বসিরহাট মহকুমার হাসনাবাদ থানার রূপবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে। অভিযোগকারী বধূ সাগরিকা দাস জানান, তার কাছে একটি ভুয়ো ফোন নম্বর থেকে কল যায়। তার এটিএম কার্ড এসে গিয়েছে এখনই চালু করতে হবে। আপনার কাছে একটি ওটিপি যাবে সেই নম্বরটা বলবেন ওই বধূ ওটিপি যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওটিপি বলে দেন। তার এটিএম কার্ডের যে ১ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা ছিল। সেই টাকা তুলে নিয়েছে। এই নিয়েও চলতি বছরের গত জুলাই মাসের ২২ তারিখে ওই গৃহবধূ তার টাকা এটিএম থেকে চলে যাওয়ায় প্রতারণা শিকার হয়। ব্যাংক এজেন্ট অনিমেষ সরকারের বিরুদ্ধে হাসনাবাদ থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন সাগরিকা দাস নামের ওই গৃহবধূ। পুলিশ তদন্তে নেমে কোনও খোঁজ পাচ্ছিলেন না। এদিন হঠাৎ বসিরহাট দণ্ডীরাট একটি রাষ্ট্রায়াত্ত্ব ব্যাংকে ওই যুবক আসলে বধূ জানতে পারে। তখন হাতেনাতে তাকে এসে পাকড়াও করে পুলিশ। পুরো বিষয়টা একদিকে ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। অন্যদিকে, গ্রাহকদের জানানোর পর তাকে আটকে রাখে। আগে হিঙ্গলগঞ্জের ব্যাংক এজেন্ট হিসেবে কাজ করতেন অভিযুক্ত অনিমেষ সরকার। তিনি পাল্টা দাবি করেন অভিযোগকারী যদি প্রমাণ করাতে পারেন যে আমি ওনার টাকা ওটিপি নিয়ে আত্মসাৎ করেছি সব টাকা ফেরত দিয়ে দেব। এই নিয়ে বাগবিতন্ডা জড়িয়ে পড়ে গ্রাহকদের সঙ্গে। ওই ব্যাংক এজেন্ট তারপর পুলিশকে খবর দিলে বসিরহাট থানার পুলিশ গিয়ে ওই যুবককে আটক করে। গৃহবধূর দাবি, হিঙ্গলগঞ্জের একাধিক জায়গায় এটিএম কার্ড চালু করে দেওয়ার নাম করে অনেকজনের কাছে প্রতারণা করেছে এই ব্যাংক এজেন্ট। এর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে হাসনাবাদ থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। এর পিছনে বড় কোনও চক্র আছে কিনা সেটাও খতিয়ে দেখছে তদন্তকারীরা।

আড়াই ঘণ্টা গড়বেতা বিক্রমপুর রাজ্য সড়ক অবরোধ হাতির, ব্যাহত যান চলাচল

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: গতকালের পর ফের সোমবার রাজ্য সড়ক অবরোধ গজরাজের। অল্প সময় নয়, প্রায় আড়াই ঘণ্টা পথ অবরোধ করল গজরাজ। স্থানীয়দের কাছে সকাল সকাল গজরাজের পথ অবরোধ যেন নিত্যদিনের কর্মসূচি হয়ে দাঁড়িয়েছে। গড়বেতা বিক্রমপুর রাজ্য সড়কের ওপর জামবনির মোড়ে হাতিটি আড়াই ঘণ্টা ধরে রাস্তা আগলে থাকায় বন্ধ হয়ে যায় যানবাহন চলাচল। লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে যাত্রীবাহী বাস থেকে শুরু করে অন্যান্য যানবাহন। প্রায় আড়াই ঘণ্টা স্তব্ধ হয়ে থাকে যানবাহন চলাচল।

উল্লেখ্য, বেশ কিছুদিন ধরেই সারেঙ্গা রেঞ্জ এলাকার জামবনি বিট এলাকায় রয়েছে ওই রেসিডেন্সিয়াল হাতিটি। ওই হাতিটির তাণ্ডবে মাঝে মাঝে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েন ওই এলাকার ১০ থেকে ১৫ টি গ্রামের মানুষ। বন দপ্তরের পক্ষ থেকে ওই হাতিটিকে মাঝে মাঝে মেদিনীপুর রেঞ্জ এলাকায় পৌঁছে দিয়ে আসেন। কিন্তু পুনরায় এই এলাকায় ফিরে আসে ওই হাতিটি। মাঝে মাঝে এলাকার মানুষের সেবাযত্নও পায় হাতিটি। অনেক সময় পথচলতি মানুষ বা বাসের যাত্রীরা হাতিকে দেখে কলা, লাউ, কুমড়ো বা বিভিন্ন সব্জি রাস্তায় নামিয়ে দেন।

কিন্তু বর্তমানে একদিকে সব্জির দাম অগ্নিমূল্য, অন্যদিকে মাঠে কোনও সব্জি নেই বললেই চলে।

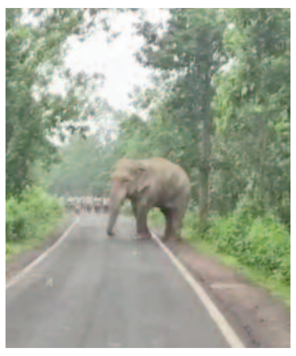

তাই খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে গজরাজের। সেই খাবারের আশায় ওই দাঁতাল রাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে থাকছে বলে মনে করছেন অনেকে। গতকাল সকালের দিকে বাঁকুড়ার সিমলাপালের বিক্রমপুর থেকে গড়বেতা রাজ্য সড়কে প্রায় আড়াই ঘণ্টা দাঁড়িয়েছিল গজরাজ। এরপর ফের এদিন ভোর প্রায় পাঁচটা থেকে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত সিমলাপাল থানার জামবনির জঙ্গলে রাজ্য সড়কে দাঁড়িয়েছিল ওই গজরাজ। পড়ে আটকে পড়ে যাত্রীবাহী বাস থেকে অনান্য যানবাহন ও সাধারণ মানুষজন।

তারকেশ্বরের যাত্রীদের গাঁজা-মদের আসক্তিতে প্রশাসনের বিরুদ্ধে নির্বিকার থাকার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: তারকেশ্বর যাওয়ার পথে রাস্তার দু'ধারে বিশ্রাম নিতে দেখা যায় জল যাত্রীদের। অভিযোগ, সেখানে মদ, গাঁজার নেশা বুঁদ হয়ে যান তারকেশ্বরগামী পুণ্যার্থীরা। বৈদ্যবাটি ও শেওড়াফুলি জুড়ে রয়েছে তিনটি মদের দোকান। তার মধ্যে বৈদ্যবাটিতে থাকা দু'টি মদের দোকানে বেশি বিক্রি হয় বলে দাবি। আর সেই দোকানগুলিতেই ভিড় জমান সুরাপ্রেমীরা। এখানে আসা যুবকদের উৎসাহ চোখে পড়ার মতো।

অভিযোগ, কেউ একা আবার কেউ দল বেঁধে ভিড় জমান মদের দোকানে। কখনও বাংলা আবার কখনও বিদেশি মদ কিনতে ভিড় করেন পুণ্যার্থীরা। তবে অন্যান্য দিনগুলির থেকে সোমবার বেশি ভিড় করেন সুরাপ্রেমীরা। মদের পাশাপাশি একই সঙ্গে চলে গাঁজাও। তার জন্য নির্দিষ্ট করে একটি বিশেষ বাক্স রয়েছে। সেখানেই পাওয়া যায় গাঁজা কাটার ছুরি থেকে শুরু করে চিলিম সহ যাবতীয় সরঞ্জাম। রীতিমতো জমিয়ে বসে মদ, গাঁজার আসর। পুলিশের তরফেও পুণ্যার্থীদের কোনও বাধা দেওয়া হয় না বলে অভিযোগ। নেশার ফাঁকেই তাঁরা কখনও কখনও চিৎকার করে বলেন, 'ভোলে বাবা পার করেগা।' কলকাতার কাঁকুড়গাছি থেকে তারকেশ্বরের দিকে রওনা দেওয়া এক যুবক বলেন, 'আমরা প্রত্যেকবার পাড়া থেকে পায়ে হেঁটে তারকেশ্বর আসি। তবে এবার ছুটি পাইনি বলে শেওড়াফুলি থেকে যাচ্ছি। বাবার প্রসাদ না খেলে ঠিক জমে না। রাস্তায় বাবার প্রসাদ খাই, আরাম করে পৌঁছে যাই। বাবার মাথায় জল চড়াই, সুস্থভাবে বাড়িতে ফিরে যাই। পুলিশ কোনও ঝামেলা করে না, বরং আমাদের অনেকটাই সাহায্য করে। কিন্তু পাবলিক না বুঝলে কী করা যাবে।' আরও এক যুবক বলেন, 'প্রত্যেক বছর শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমার দিন বাবার মাথায় জল ঢালতে আসি। এখানে এসে কোনও সমস্যা হয় না। আমি মদ খাই না, আমার বন্ধুরা খায়। আমি শুধু কল্কেতে গাঁজা খাই। রাস্তায় কোনও সমস্যাও হয় না।'

বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ পান সপ্তাহ পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বন্ধন স্বাস্থ্য কর্মসূচির উদ্যোগে বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ পান সপ্তাহ পালিত হল ডিহিপাড়াতে। গোটা দেশের পাশাপাশি বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী ব্লকের ডিহিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে বন্ধন ব্যাংকের উদ্যোগে বন্ধন স্বাস্থ্য কর্মসূচির পরিচালনায় বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ পান সপ্তাহ পালন করা হল। এদিন এই কর্মসূচি উপলক্ষে ডিহিপাড়া এলাকায় একটি র‍্যালি বের করা হয় উদ্যোক্তাদের তরফে। একটি শিশুর কাছে মায়ের দুধ কতটা উপকার এই সচেতনতামূলক র‍্যালির মধ্য দিয়ে তা তুলে ধরা হয়।

এদিনের এই কর্মসূচিতে একাধিক সরকারি আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন সোনামুখী ব্লকের বিডিও, ডিহিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, ডিহিপাড়া বন্ধন স্বাস্থ্য কর্মসূচির টিএল মিতা মল্লিক, সহ বিভিন্ন সরকারি আধিকারিকরা। এই সচেতনতামূলক র‍্যালি আগামী দিনে মায়েদের আরও বেশি সচেতন করবে এমনটাই মনে করছেন এলাকার সকল শুভবুদ্ধি সম্পন্ন সাধারণ মানুষ।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: সোমবার সন্ধ্যায় হাওড়ার রাজাপুর থানা এলাকার কুলগাছিয়া ফ্লাইওভারে ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় তিন জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। জানা গিয়েছে, এদিন সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা নাগাদ কলকাতাগামী একটি মারুতি দ্রুতগতিতে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফ্লাইওভারে একই দিকে যাওয়া একটি ডাম্পারের পিছনে ঢুকে যায়। ঘটনাস্থলেই মারুতিতে থাকা তিন জনের মৃত্যু হয়। মারুতিটি কার্যত দুমড়ে মুচড়ে যায়। স্থানীয়রা ছুটে এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠান। এই ঘটনায় ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

বিজেপির জয়ী প্রার্থীর তৃণমূলে যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকে একের পর এক জয়ী প্রার্থীরা শাসকদলে যোগদান করছেন। কেউ নির্দল, কেউ বিরোধী দল সিপিএম এবং বিজেপি থেকে শাসকদলে ফিরে আসছেন। সোমবার বাঁকুড়ার জগদল্লা ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপির প্রার্থী জয়ী পলাশ সাহা ধলডাঙা গ্রামের ৩০২ নম্বর বুথে বিজেপির হয়ে জয়ী হন। এদিন বাঁকুড়া তৃণমূল ভবনে গিয়ে তিনি ঘাসফুল শিবিরে যোগদান করলেন।

জগদল্লা ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ফলাফল ত্রিশঙ্কু অবস্থায় ছিল। জগদল্লা ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৪টি আসনের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস জিতেছিল সাতটিতে, বিজেপি জয়ী হয়েছিল ছ'টি আসনে ও একটি নির্দল প্রার্থী জয়ী হয়েছিলেন, সেক্ষেত্রে ওই পঞ্চায়েত বোর্ড গঠন শাসকদলের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। এদিন বিজেপি প্রার্থীর তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদানের ফলে তৃণমূলের ঝুলিতে সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৮ ও বিজেপির সংখ্যা কমে হল ৫, রয়েছেন একজন নির্দল প্রার্থী। তার ফলে শাসকদলের বোর্ড গঠনের পথ প্রশস্থ হল।

তৃণমূলে যোগদান করেই দীর্ঘদিন ধরে বিজেপির বিভিন্ন পদ সামলে আসা প্রার্থী সরাসরি সাংসদ সুভাষ সরকারকে নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিলেন। তাঁর দাবি, সাংসদ এলাকায় কোনও উন্নয়নের কাজ করেননি এবং সাংসদকে প্রয়োজনে তাঁদের পাশে পাওয়া যেত না। সেই কারণেই তিনি দল ছেড়ে অন্য দলে যোগদান করলেন।

উত্তরপাড়ায় মাঠ বাঁচাতে ঘড়িবাড়ি স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে পদযাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: ১২৪ কাঠা সাত ছটাক ঘড়িবারি মাঠের জমিতে ১৭ কাঠা জমিতে পুরসভার মিউটেশন দেওয়ার প্রতিবাদে ও ওখানে বেআইনি জবরদখলের প্রতিবাদে রবিবার এক পথসভার আয়োজিত হয়। উত্তরপাড়া সিএ মাঠের সামনে থেকে পদযাত্রা শুরু হয়ে ঘড়িবাড়ি মাঠের সামনে সমাপ্ত হয় সেখানে বিভিন্ন বক্তারা বক্তব্যের মাধ্যমে জানান যে একদিকে রাস্তায় আন্দোলন চলবে এবং অন্যদিকে আইনি লড়াই চলবে। আগামী প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের খেলাধুলার স্বার্থে কোনওভাবেই এই মাঠকে নষ্ট করা যাবে না।

এই পদযাত্রার আয়োজন করে ঘড়ি বাড়ি স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন, উপস্থিত ছিলেন সর্বানন্দ ব্যানার্জি সমীর ব্যানার্জি, প্রাক্তন বিধায়ক শ্রুতিনাথ পোহরাজ, ইন্দ্রজিৎ দেব, প্রণব চক্রবর্তী, রাজেন রায়চৌধুরী পুরমাতা সুস্মিতা সরকার, শশাঙ্ক কর সহ সমাজের বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যক্তিরা বিভিন্ন গণসংগঠনের ও রাজনৈতিক সংগঠনের কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

রাস্তার বেহাল দশা, জীবনের ঝুঁকি নিয়েই যাতায়াত

সৈয়দ মফিজুল হোদা

বাঁকুড়া: রাস্তা নয়, যেন মরণফাঁদ! জীবনের ঝুঁকি নিয়েই যাতায়াত করছেন গ্রামবাসীরা। বাঁকুড়া জেলার কোতুলপুর ব্লকের বিবেকানন্দ খেলার মাঠ থেকে বাগরোল আদিবাসী পাড়া পর্যন্ত প্রায় দু' কিলোমিটার রাস্তার বেহাল অবস্থা। জীবনের ঝুঁকি নিয়েই কয়েকশো মানুষ এই রাস্তা দিয়ে যাওয়া-আসা করেন, দুই থেকে তিনটি গ্রামের মানুষের কোতুলপুর, বিষ্ণুপুর, আরামবাগ যাওয়ার, এমনকি এলাকার মানুষের হাসপাতালে যাওয়ারও একমাত্র যোগাযোগের পথ এটি।

এছাড়াও লেগো গ্রাম পঞ্চায়েতের বালিঠা, হেদো, ব্রহ্মডাঙা সহ একাধিক গ্রামের মানুষজন কোতুলপুর গোগরা গ্রামীণ হাসপাতালে যাওয়ার শর্টকাট রাস্তা এটি। পাশাপাশি কোতুলপুরের অধিকাংশ চাষি এই রাস্তা দিয়েই মাঠে চাষাবাদ করতে আসেন। এই রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থা এক হাঁটু কাদা, রাস্তায় বড় বড় গর্ত জীবন হাতের মুঠোয় নিয়ে এলাকার মানুষকে যাতায়াত করতে হয়। এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেন এলাকার কৃষি প্রধান মানুষ, স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে মুমূর্ষ রোগীরা।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, বর্ষাকাল এলে এলাকায় অ্যাম্বুল্যান্স বা কোনও চারচাকা গাড়ি ঢুকতে চায় না, ফলে মুমূর্ষ রোগীদের কাঁধে করে নিয়ে যেতে হয় প্রায় দু' কিলোমিটার পাকা রাস্তা পর্যন্ত। স্বাভাবিকভাবেই রাস্তা নিয়ে চরম দুর্ভোগে এলাকার মানুষজন। তাঁদের দাবি, রাস্তা খারাপের কথা বারংবার জানানো হয়েছে স্থানীয় প্রশাসনকে. এমনকি জানানো হয়েছে ভোটের আগে যে সমস্ত রাজনৈতিক নেতারা এলাকায় ভোট চাইতে আসেন তাঁদেরকেও। কিন্তু কেউ তাঁদের দিকে মুখ ফিরেও তাকাননি বলে অভিযোগ। গ্রামের বাসিন্দাদের কথা কবে ভাববে

সরকার, কবে হবে এলাকায় পাকা রাস্তা, সে দিকে চাতক পাখির মতো তাকিয়ে গ্রামবাসীরা।

অন্যদিকে কোতুলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিদায়ী প্রধান নিতাই নন্দী, রাস্তা খারাপের কথা স্বীকার করে নিয়ে জানান, এলাকায় অনেক রাস্তা হয়েছে এই রাস্তাটাও হবে।

এদিকে, রাস্তা নিয়ে তো শাসক-বিরোধী তরজা লেগেই আছে। বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সহ-সভাপতি দেবপ্রিয় বিশ্বাস দাবি করেন, এর আগের পঞ্চায়েত জোর করে তৃণমূলের দখলে ছিল। এবারের পঞ্চায়েতও জোর করে তৃণমূল দখল করেছে, এই অবস্থা রাখার জন্যই তো জোর করে পঞ্চায়েতগুলি তৃণমূল দখল করে রেখেছে। সাধারণ মানুষের উন্নয়ন নয়, টাকা লুঠে খাওয়ার জন্য তৃণমূল নেতারা দাঁড়িয়ে আছেন। ২০২৪ আসছে মানুষ মুখিয়ে আছে। ২০২৪ এর পর এদের সরকারটি পড়ে যাবে। যেদিন সরকার পড়বে, সেদিন উন্নয়ন রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবে না ঘরে ঘরে পৌঁছে যাবে।

অন্যদিকে বিজেপিকে পালটা আক্রমণ তৃণমূলের বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তিনি জানান, ২০২৪ সালে মানুষ কি দেখাবে তা ২০২৩ এর পঞ্চায়েতে দেখিয়ে দিয়েছে। মানুষ তৃণমূল সরকারের পাশে রয়েছে বিজেপি আর কত নাটক দেখাবে? মানুষকে নাটক দেখিয়ে দেখিয়ে তারা আজ শেষ জায়গায় চলে এসেছে। আজকে বিজেপি কোথায়? পঞ্চায়েত ভোটে বিজেপি শেষ হয়েছে, এবং আগামী লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি সর্বশ্রান্ত হয়ে যাবে পশ্চিমবাংলা থেকে।

প্রশ্ন উঠছে, এভাবেই কি চলতে থাকবে শাসক-বিরোধী তরজা? মানুষের সমস্যার আদৌও কি সমাধান হবে? সেদিকে তাকিয়ে গোটা কোতুলপুর এবং বগরোলের মানুষজন।

‘কংগ্রেসকে টাকা দিচ্ছে চিন’ রাহুল সংসদে ফিরতেই নতুন অভিযোগ বিজেপির

নয়াদিল্লি, ৭ অগস্ট: কংগ্রেসকে টাকা দিচ্ছে চিন। রাহুল গান্ধি সংসদে ফিরতেই অভিযোগ তুলল বিজেপি। নিউ ইয়র্ক টাইমসের একটি প্রতিবেদনকে হাতিয়ার করে কেন্দ্রের শাসকদলের দাবি, চিনা প্রোপাগান্ডা ছড়াতে সিদ্ধহস্ত একটি সংবাদমাধ্যমকে তদন্তের হাত থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছে কংগ্রেস।

সোমবারই সাংসদ পদ ফেরত পেয়েছেন রাহুল গান্ধি। সোমবারই লোকসভা সেক্রেটারিয়েটের তরফে জানানো হয়েছে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী ওয়েনাদের সাংসদের পদ ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই খবর পাওয়ার পরেই উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠেন দলের কর্মী সমর্থকরা। ১০ জনপথ রোডে রাহুল গান্ধির বাসভবনের সামনে নাচগান শুরু করেন তাঁরা। সংসদে হাজির হন রাহুল গান্ধি। বিশ্লেষকদের মতে, প্রাথমিক ধাক্কা সামলে এবার কংগ্রেসকে কোণঠাসা করতে চিনকে হাতিয়ার করছে বিজেপি। আর তাদের তুরুপের তাস নিউ ইয়র্ক টাইমসের রিপোর্ট।

এদিন সংসদে বিজেপি সাংসদ নিশীকান্ত দুবে বলেন, ‘কংগ্রেসকে টাকা দিচ্ছে চিন। নিউজক্লিকের মতো চিনপন্থী নিউজ ওয়েবসাইটের ঢাল হয়ে দাঁড়ায় ওই দলটি।’ কংগ্রেসকে একহাত নিয়ে কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। তাঁর অভিযোগ, ২০২১ সালে আর্থিক দুর্নীতির মামলায় নিউজক্লিকের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। জানা যায়, বিদেশ থেকে প্রায় ৩৮ কোটি টাকা আসে সংস্থাটির অ্যাকাউন্টে। টাকার উৎস সন্ধানে নেমে নেভিল রয় সিংহমের কথা জানতে পারেন তদন্তকারীরা। কিন্তু সব জেনেও নিউজক্লিককে আড়াল করার চেষ্টা করে কংগ্রেস। উল্লেখ্য, নাৎসিদের কায়দায় বিশ্বজুড়ে ‘প্রোপাগান্ডা ওয়ার’ শুরু করেছে চিন বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা। গত শনিবার এক প্রতিবেদনে নিউ ইয়র্ক টাইমস দাবি করে, নেভিল রয় সিংহম নামের এক মার্কিন ধনকুবের মাধ্যমে দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত এবং আমেরিকা-সহ বেশ কয়েকটি দেশে মগজ ধোলাইয়ের কাজ করছে বেজিং। নেভিল এবং তাঁর প্রচার নেটওয়ার্কের সঙ্গে জড়িত কিছু সংস্থার মধ্যে রয়েছে নো কোল্ড ওয়ার, নিউজক্লিক এবং কোড পিঙ্ক। এনওয়াইটি-র মতে, সম্প্রতি এই সংস্থাগুলি চিনের হয়ে কথা বলছে। ভারতেও নাকি এমনই কাজকর্ম চালাচ্ছিলেন নেভিল। তাঁর একটি নিউজ সাইটে হানা দেয় ভারতের তদন্তকারী সংস্থাগুলি। আমেরিকার জমিতেই গজিয়ে ওঠা বেশ কয়েকটি সন্দেহজনক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মাধ্যমেই নাকি এহেন কার্যকলাপের টাকা জোগাড় করা হত।

দিল্লির এইমসে অগ্নিকাণ্ড অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ওপিডি

নয়াদিল্লি, ৭ অগস্ট: সোমবার সকালে বিধ্বংসী আগুনে তীব্র আতঙ্ক ছড়াল দিল্লির এইমস হাসপাতালে। দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই। তবে আপাতত অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হল হাসপাতালের এমার্জেন্সি ওয়ার্ড।

এইমসেই এদিন সকাল ১১টা ৫৪ মিনিট নাগাদ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থলে ছুটে যায় দমকলের আটটি ইঞ্জিন। দমকল সূত্রে জানা গিয়েছে, এন্ডোস্কপি বিভাগে প্রথমে আগুন লাগে। সেই আগুনই ক্রমে ছড়িয়ে পড়ে পাশের এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় রোগীদের অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে যাঁরা ভর্তি ছিলেন, তাঁদের সফদরজঙ্গ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

দিও কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তৎপরতার সঙ্গে এমারজেন্সি ওয়ার্ডের সমস্ত রোগীকে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়। আগুন লাগার খবরে হুড়োহুড়ি পড়ে রোগীদের আত্মীয়দের মধ্যেও। দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাসপাতালগুলির মধ্যে প্রথম সারিতে থাকা এই সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে কী ভাবে ভয়াবহ আগুন লাগল, তা নিয়ে উদ্বিগ্ন প্রত্যেকেই। খুব দ্রুতই আটটি ইঞ্জিনের চেষ্টায় আগুন কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। যদিও কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় এমসের ভিতর এবং বাইরের চত্বর। এদিকে হাসপাতালের ডিরেক্টর খবর পেয়েই তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে পৌঁছন। তিনি আশ্বাস দেন, ‘কোনও রোগীর ক্ষতি হয়নি। সকলকেই নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আগুন এখন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে।’ দমকলের তরফে প্রাথমিকভাবে জানানো হয়েছে, এমসের পুরনো রাজকুমারী ওপিডি বিল্ডিংয়ে আগুন লাগে। দমকল বাহিনির তৎপরতায় সেটি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হয়। শর্ট সার্কিটের জেরেই আগুন লেগেছে বলে অনুমান। তবুও সার্বিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

হাসপাতালের তরফে জানানো হয়েছে, আগুনে বেশ ক্ষতিগ্রস্ত এমার্জেন্সি ওয়ার্ড। যে কারণে অনির্দিষ্টকালের জন্য এই বিভাগ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে এমন ব্যস্ত হাসপাতালের এমার্জেন্সি বন্ধ থাকলে যে সমস্যায় পড়বেন বহু রোগী, তা বলাই বাহুল্য।

অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেল দুবাইয়ের ‘আই দুবাই’

আবু ধাবি, ৭ অগস্ট: দুবাই মানেই পর্যটকদের কাছে বিরাট আকর্ষণ। মরুদেশের সব আকাশচুম্বী নির্মাণ দেখেই হতবাক হয়ে পড়েন সকলে। আর যত আকর্ষণ, ততই যেন বিপদের হাতছানিও। ঘুরতে ঘুরতে আচমকাই আকাশপানে আটকে গেল দুবাইয়ের বিখ্যাত চক্রযান। এ যেন দুবাইয়ের উঁচু মাথায় হেঁট হয়ে যাওয়ার মতো। যদিও বড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি বলেই খবর। ‘আই দুবাই’ নামে এই চক্রযান থেকে পর্যটকদের নিরাপদে নামিয়ে আনা হয়েছে। প্রায় দু’বছর পর চালু হয়েছে দুবাইয়ের অন্যতম আকর্ষণীয় ও দর্শনীয় আই দুবাই। সংযুক্ত আরব আমিরশাহির গ্ল্যামার যেন কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে এই চক্রযান। এলইডি আলোয় সুসজ্জিত এই যান আগ্রহীদের পৌঁছে দিত সুউচ্চ রেস্তরাঁ, ক্যাফে, শপিং মলে। ৮২৫ ফুট উপরে তৈরি হয়েছে দুবাই আই। বিখ্যাত লন্ডন আইয়ের সঙ্গে তুলনা করলে এটি প্রায় দ্বিগুণ উচ্চতায় তৈরি। এক দফায় ১৭৫০ জনকে নিয়ে ঘুরতে পারে আই দুবাই। আকাশের সে সফর নাকি দারুণ উপভোগ্য! টিকিটের দাম শুরু ২৭ ডলার থেকে। প্রায় ১৩০০ ডলার পর্যন্ত টিকিট পাওয়া যায়। বছর দুই আগে এর উদ্বোধন হয়। মাঝে থমকে থাকার পর কয়েকমাস আগেই ফের চালু হয়। রবিবার ফের তা স্তব্ধ হয়ে গেল। যদিও, কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে এখনও। সংস্থার ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়েছে, অনির্দিষ্টকালের জন্য তা বন্ধ হয়ে গেল। দ্রুত চালু করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা হচ্ছে। ব্লু-ওয়াটার নামে এক আন্তর্জাতিক সংস্থার অধীনে তৈরি হয়েছে দুবাই আই। নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ করতে সময় লেগেছে ৬ বছর। ২০২১ সালে তা চালু হওয়ার কথা থাকলেও পিছিয়ে যায়। আপাতত যে অবস্থায় তা ছিল, তাতে শুধুমাত্র রাতে এলইডির অপূর্ব সজ্জা দেখার জন্যই ছুটে যেতেন পর্যটকরা। এবার তাতেও ছেদ পড়ল। ঘূর্ণায়মান দুবাই আই থমকে গেল। এখন আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সুদূর মিশর থেকে দেখতে এসেছিলেন মারওয়া মহম্মদ। কিন্তু ইচ্ছে অপূর্ণ নিয়েই ফিরতে হল। পরিস্থিতি দেখে শুনে অনেকে বলছেন, দুবাই আই ফের চালু হতে হতে শীতকাল চলে আসবে।

দিল্লিতে যুবকের রহস্যমৃত্যু

নয়াদিল্লি, ৭ অগস্ট: গুলিবিদ্ধ অবস্থায় এক যুবকের দেহ উদ্ধার ঘিরে রহস্য ঘনাল দিল্লিতে। রবিবার উত্তর দিল্লির বিশ্বাসনগর এলাকা থেকে ৪৩ বছর বয়সি ওই যুবকের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। দেহের পাশ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে একটি পিস্তল। আত্মহত্যা বলে প্রাথমিক অনুমান পুলিশের। তবে এই ঘটনার নেপথ্যে অন্য কোনও রহস্য রয়েছে কি না, খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

মৃত যুবকের নাম জিতিন অরোরা। স্ত্রী এবং পুত্রকন্যাকে নিয়ে থাকতেন ওই যুবক। রবিবার কাজের জন্য বাড়ির বাইরে যান তাঁর স্ত্রী। সেই সময় তাঁর পুত্র এবং কন্যা টিউশন ক্লাসে গিয়েছিল। বাড়ি ফিরে এসে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় যুবককে দেখতে পান তাঁর স্ত্রী।

বিশ্বজুড়ে চিনের হয়ে প্রচার করছেন মার্কিন ধনকুবের সিংহম

ওয়াশিংটন, ৭ অগস্ট: আমেরিকাকে টেক্কা দিয়ে মহাশক্তি হয়ে উঠতে চাইছে চিন। নাৎসিদের কায়দায় বিশ্বজুড়ে ‘প্রোপাগান্ডা ওয়ার’ শুরু করেছে কমিউনিস্ট দেশটি। জানা গিয়েছে, নেভিল রয় সিংহম নামের এক মার্কিন ধনকুবের মাধ্যমেই দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত এবং আমেরিকা-সহ বেশ কয়েকটি দেশে মগজ ধোলাইয়ের কাজ করছে বেজিং। কে এই নেভিল রয় সিংহম? সংবাদমাধ্যমের এক প্রতিবেদন মোতাবেক, আমেরিকার কোটিপতি ব্যবসায়ী ও সমাজসেবী তিনি। ‘থটওয়ার্কস’ নামের একটি আইটি কোম্পানি রয়েছে তাঁর। মূলত, বিভিন্ন সফটওয়্যার, টুলস ও কনসালটেন্সি পরিষেবা প্রদান করে সংস্থাটি। ১৯৫৪ সালে শ্রীলঙ্কার রাজনীতি গবেষক ও ঐতিহাসিক আর্চিবল্ড বিক্রমরাজা সিংহমের ঘরে জন্ম হয় নেভিলের। ২০১৭ সালে ডেমোক্র্যাটিক দলের প্রাক্তন উপদেষ্টা জডি ইভান্সকে বিয়ে করেন তিনি। অভিযোগ, নিজের সংস্থাকে কাজে লাগিয়ে বিশ্বজুড়ে চিনের হয়ে প্রচার করছেন সিংহম। এর জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। মনে করা হচ্ছে, উইঘুর নির্যাতন, তিব্বতে নিপীড়ন ও হংকংয়ের দমননীতি চালালেও বিশ্বমঞ্চে নিজের ছবি স্বচ্ছ রাখতে ভুয়ো প্রচার চালাচ্ছে চিন। জানা গিয়েছে, নেভিল এবং তাঁর প্রচার নেটওয়ার্কের সঙ্গে জড়িত কিছু সংস্থার মধ্যে রয়েছে নো কোল্ড ওয়ার, নিউজক্লিক এবং কোড পিঙ্ক। এনওয়াইটি-র মতে, সম্প্রতি এই সংস্থাগুলি চিনের হয়ে কথা বলছে। ভারতেও নাকি এমনই কাজকর্ম চালাচ্ছিলেন নেভিল। তাঁর একটি নিউজসাইটে হানা দেয় ভারতের তদন্তকারী সংস্থাগুলি। আমেরিকার জমিতেই গজিয়ে ওঠা বেশ কয়েকটি সন্দেহজনক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মাধ্যমেই নাকি এহেন কার্যকলাপের টাকা জোগাড় করা হত।

সংবাদমাধ্যমের দাবি, এই সংস্থাগুলি অনুদান হিসাবে কমপক্ষে ২৭৫ মিলিয়ন ডলার পেয়েছে। অনুদান ও ব্যবসার রেকর্ড, অভ্যন্তরীণ নথি, এবং সিংহমের সঙ্গে যুক্ত সংস্থার দুই ডজনেরও বেশি প্রাক্তন কর্মীদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। তদন্তকারীরা বেশ কয়েকটি শেল কোম্পানিকে রাডারে রেখেছে।

ডায়নামিক অর্কিস্ট্রাকচারস লিমিটেড

CIN: L45201WB1996PLC077451

রেজিস্টার্ড অফিস: ৪০৯, স্বায়িকা সেন্টার, ৪এ, পোলক স্ট্রিট, কলকাতা (প.ব.)৭০০০০১, ফোন: ০৩৩-২২৩৪৩৬৭৩
ওয়েবসাইট : www.dynamicarchistructures.com, ইমেল: info@dynamicarchistructures.com

৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল (ইপিএস ছাড়া টাকার অঙ্ক কোটিতে)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত/চলতি বর্ষ সমাপ্ত	বর্ষ থেকে তারিখ অর্থাঙ্ক/পূর্ববর্তী বর্ষ সমাপ্ত	অনুরূপ ৩ মাস সমাপ্ত পূর্ববর্তী বর্ষের
		৩০.০৬.২০২৩	৩০.০৬.২০২৩	৩০.০৬.২০২২
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	১.৮৫	১.৮৫	০.৬৪
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি)(কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পূর্বে #)	১.৬১	১.৬১	(০.২৯)
৩	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করপূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পরে #)	১.৬১	১.৬১	(০.২৯)
৪	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পরে #)	১.৪০	১.৪০	(০.২৮)
৫	সময়কালের জন্য মোট আনুপুঙ্খিক আয় [সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত (কর পরবর্তী)এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয়(করের পরে)]	১.৪০	১.৪০	(০.২৮)
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৫.০১	৫.০১	৫.০১
৭	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০/- টাকার) (চলতি এবং অচলতি কার্যাদির জন্য)			
	১. মৌলিক :	২.৮০	২.৮০	(০.৫৬)
	২. মিশ্রিত :	২.৮০	২.৮০	(০.৫৬)

দ্রষ্টব্য :
ক উপরের ফর্ম্যাটটি স্টক এক্সচেঞ্জে জমাকৃত বিস্তারিত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের নির্যাস যা সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা হয়েছে। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.dynamicarchistructures.com -এ পাওয়া যাবে।
খ #- ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা ইন্ড এএস রুলস অনুযায়ী লাভ এবং ক্ষতির বিবরণে সামঞ্জস্য করা হয়েছে।

ডায়নামিক অর্কিস্ট্রাকচারস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
দানমাল পোরওয়াল
চেয়ারম্যান কাম ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN - 00581351
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০৭.০৮.২০২৩

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Office Of the Block Development Officer, Egra-II
Balighai, Purba Medinipur
NOTICE

NIT-04 of 2023-24(2nd call) vide Memo No- 1199/E2B/2023 Dated- 02.08.2023 for 1 no work for construction of concrete road at Basudevpur has been invited under Egra-II Block.
Last date time of Application of Tender- 25.08.2023 upto 17:00 PM. For details log on to www.wbtenders.gov.in

Sd/- Block Development Officer,
Egra-II Development Block

NABADWIP MUNICIPALITY
SHORT NIQ NOTICE

e-Quotation are invited by the Chairman Nabadwip Municipality. **1)NIQ No: AMRUT2.0/eNIT-03/2023-24. ID: 2023_MAD_555113_1.** Last Date of receiving application **28.08.2023 up to 05:00 PM. N.B.** Any other information may be had on enquiry from office of Chairman Nabadwip Municipality in working day and gov web site **http://wbtenders.gov.in** this advertisement is also given **http://nabadwipmunicipality.in**

Sd/-
Chairman
Nabadwip Municipality

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)

N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-33/2023-24

Exe. Engr.(Elect.), ADDA invites Percentage Rate Tender (Online Bid System) for the works **(1)** Electrical Works for installation of Air Conditioners at different Section of ADDA Office, City Centre, Durgapur-16, Dist: Paschim Bardhaman. Est. Amt. Rs. 6,41,863.00; Tender ID No. 2023_ADDA_554423_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in** or contact Exe. Engr.(Elect.) ADDA.

Sd/- Exe. Engr. (Elect), ADDA

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)

N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-35/2023-24

Exe. Engr.(Elect.), ADDA invites Percentage Rate Tender (Online Bid System) for the works **(1)** Installation of Solar Power System for Bus Passenger Shelter in front of Panagarh Industrial Park on Durgapur Expressway in the District of Paschim Bardhaman. Est. Amt. Rs. 3,10,373.00; Tender ID No. 2023_ADDA_554709_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in** or contact Exe. Engr.(Elect.) ADDA.

Sd/-
Exe. Engr. (Elect.), ADDA

আদালতের নির্দেশে হরিয়ানায় থামল বুলডোজার অভিযান

চণ্ডীগড়, ৭ অগস্ট: আদালতের ফরমানে থমকে গেল বুলডোজারের চাকা। সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে রক্তাক্ত হরিয়ানার নুহতে উচ্ছেদ অভিযান বন্ধ করল প্রশাসন। তবে গোটা এলাকা এখনও থমথমে। যে কোনও অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি সামলাতে পুলিশ বাহিনী তৈরি বলে খবর।

৩১ জুলাই ধর্মীয় মিছিলে অশান্তি ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে হরিয়ানা। নুহ সংঘর্ষস্থল হলেও হিংসার আগুন ছড়িয়ে পড়ে গুরুগ্রামেও। মৃত্যু হয় ছ’জনের। তারপরই দুই এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান শুরু করে প্রশাসন। নুহ থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে তাউরু এলাকায় গত বৃহস্পতিবার রাতেই বুলডোজার গুঁড়িয়ে দেয় আড়াইশোরও বেশি ঝুপড়ি। সেগুলি ছিল ভিনরাজ্য থেকে কাজ করতে যাওয়া পরিযায়ী শ্রমিকদের। প্রশাসনের দাবি, যারা অশান্তি বাঁধিয়েছিল, তাদেরই বাড়ি ভেঙে দেওয়া হয়েছে। এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, ঘর ভেঙেছে পরিযায়ীদেরই, যাঁদের মধ্যে একটা বড় অংশ বাংলার মানুষ। মুখ্যমন্ত্রী মনোহরলাল খট্টরের নির্দেশেই ওই বুলডোজার চালানো হয়।

এই উচ্ছেদ অভিযানকে কেন্দ্র করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। বিরোধীদের অভিযোগ, সরকারি জমি দখলমুক্ত করার নামে সংখ্যালঘুদের নিশানা করছে খট্টর সরকার।

কাশ্মীরে অনুপ্রবেশের চেষ্টা, খতম তিন জঙ্গি

শ্রীনগর, ৭ অগস্ট: সপ্তাহের শুরুতেই কাশ্মীরে জঙ্গিদমনে বড় সাফল্য পেল ভারতীয় সেনা। সোমবার সকালে সীমান্ত পেরিয়ে ঢুকে আসা দুই জঙ্গিকে নিকেশ করেন ভারতীয় সেনা ও কাশ্মীর পুলিশের যৌথ বাহিনী। পুঞ্চ সেক্টরে দুই জঙ্গি খতম হওয়ার পরে তল্লাশি চালাচ্ছে নিরাপত্তারক্ষী বাহিনী। প্রসঙ্গত, শনিবারই জঙ্গি হামলায় শহিদ হয়েছিলেন তিন জওয়ান।

ভারতীয় সেনা সূত্রে জানা গিয়েছে, পুঞ্চ এলাকায় পাক নিয়ন্ত্রণরেখা পেরিয়ে ভারতে ঢোকার চেষ্টা করে দুই জঙ্গি। সীমান্তের কাছে দেগওয়ার তেরয়ান এলাকায় পৌঁছতেই সেনার সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ে তারা। কিছুক্ষণের মধ্যেই মারা যায় এক জঙ্গি। তবে অন্য জঙ্গি দীর্ঘক্ষণ ধরে লড়াই চালিয়ে যায়। বেশ কিছুক্ষণ পরে সে পিছু হঠে পালানোর চেষ্টা করে। তবে শেষ পর্যন্ত সেনার গুলিতেই তার মৃত্যু হয়।

দুই জঙ্গিকে নিকেশের খবর প্রকাশ করেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল সুনীল বর্তওয়াল। তিনি জানান, পুঞ্চের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে জোরকদমে তল্লাশি চালাচ্ছে সেনা ও কাশ্মীর পুলিশের যৌথ বাহিনী। উল্লেখ্য, রবিবারেও কুপওয়ারা এলাকায় এক জঙ্গি নিকেশ হয় যৌথ বাহিনীর গুলিতে। তার কাছ থেকে একাধিক অস্ত্রও উদ্ধার করে কাশ্মীর পুলিশ। পরপর দু’দিনে কাশ্মীরে জঙ্গি দমনে বড় সাফল্য মিলল ভারতের।

ওয়াশিংটন থেকে নির্বাচনে কারচুপির মামলা স্থানান্তর করার দাবি ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ৭ অগস্ট: দেশের রাজধানী ওয়াশিংটন একেবারে নোংরা, কলুষিত। এখানে কোনওমতেই সুবিচার পাওয়া সম্ভব নয়। এহেন বিস্ফোরক দাবি করলেন প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর বিরুদ্ধে মামলার বিচারের সমস্ত প্রক্রিয়া ওয়াশিংটন থেকে সরিয়ে দেওয়ারও আর্জি জানিয়েছেন তিনি। এছাড়াও মামলার দায়িত্বে থাকা বিচারক বদলের আবেদন জানাবেন রিপাবলিকান নেতা। প্রসঙ্গত, নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগে বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে। গত বৃহস্পতিবারই আদালতের কাছে নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করেন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট। চলতি মাসেই মামলার শুনানি হবে। এহেন পরিস্থিতিতে নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রাম্প লেখেন, কোনও মতেই আমি এখানে সুবিচার পাব না। ওয়াশিংটন ডিসি আমাকে স্বচ্ছ বিচারপ্রক্রিয়ার কাছাকাছিও পৌঁছতে পারবে না। তার আগেই ট্রাম্প দাবি করেছেন, দেশের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসি আসলে নোংরা ও অপরাধপ্রবণ।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ই-টেন্ডার নোটিস নং ঃ ই-টেন্ডার/২০২৩/৩৪। ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইএনজিজি.), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য দফায় উল্লিখিত তারিখে বিকেল ৩টের পূর্বে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে যেগুলি বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে খোলা হবে। **ক্র. নং, টেন্ডার নং এবং কাজের বিবরণ** নিম্নরূপ ঃ **(১) ই-কেজিপি-সাউথ-১৯-২০২৩,** এডিইএন (সাউথ)/খড়গপুরের আওতাধীনে এস অ্যান্ড টি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট/খড়গপুরের প্রতিষ্ঠান ভবন এবং হোস্টেল-এর সংস্কারের কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,০৪,৫৭,৬৪৩.৩৬ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২,৫২,৩০০ টাকা। **(২) ই-কেজিপি-এইচকিউ-২৪-২০২৩,** এডিইএন/তমলুক-এর আওতাধীনে হলদিয়া, দুর্গাচক, বরদা এবং বাসুলিয়াতে পাম্প হাউস এবং পাইপ লাইন সমেত ৩০০ মিমি x ২০০ মিমি আকৃতির গভীর নলকূপ সিঙ্কিং ও ফিটিং-এর মাধ্যমে বসানোর কাজ (২য় কল)। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৬৭,২৪,০৬৩.৫১ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ১,৩৪,৫০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** প্রতিক্ষেত্রে ০। **খোলার তারিখ ঃ** ক্র. নং ১-এর জন্য ১৮.০৮.২০২৩ এবং ক্র. নং ২-এর জন্য ২৪.০৮.২০২৩ তারিখ। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** ক্র. নং ১-এর জন্য ১২ মাস এবং ক্র. নং ২-এর জন্য ৮ মাস। **দরপ্রস্তাব প্রদান শুরুর তারিখ ঃ** ক্র. নং ১-এর জন্য ০৪.০৮.২০২৩ তারিখে এবং চলবে ১৮.০৮.২০২৩ তারিখ বিকেল ৩টে পর্যন্ত এবং ক্র. নং ২-এর জন্য দরপ্রস্তাব প্রদান শুরু হবে ১০.০৮.২০২৩ তারিখ এবং চলবে ২৪.০৮.২০২৩ তারিখ বিকেল ৩টে পর্যন্ত। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/নির্দিষ্টকরণ-এর জন্য এবং অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। এই কাজের ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিল করা টেন্ডার গৃহীত হবে না। **দ্রষ্টব্য ঃ** সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাগণ সকল টেন্ডারে অংশ নিতে নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-479)**

উমা এক্সপোর্টস লিমিটেড

CIN: L14109WB1988PLC043934

রেজিস্টার্ড অফিস : গঙ্গা যমুনা অ্যাপার্টমেন্ট ২৮/১, শেক্সপীয়র সরণি, ২য় তল, কলকাতা-৭০০০১৭
ওয়েবসাইট: www.umaexports.net.in; ইমেল: cs@umaexports.net.in; ফোন নং : ০৩৩ ২২৮১১৩৯৬ / ১৩৯৭

৩০ জুন, ২০২৩ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের সারংশ (লক্ষ টাকায়)

ক্র.	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: ত্রৈমাসিক সমাপ্ত 30-০৬-২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১-০৩-২০২৩ (নিরীক্ষিত)	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০-০৬-২০২২ (অনিরীক্ষিত)	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: বর্ষ সমাপ্ত ৩১-০৩-২০২৩ (নিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড: ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০-০৬-২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড: ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১-০৩-২০২৩ (নিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড: ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০-০৬-২০২২ (অনিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড: বর্ষ সমাপ্ত ৩১-০৩-২০২৩ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট)	৩০,১৮৪.৭১	৫০,৪৫৭.১৭	৩৪,৬০২.৪২	১,৪৩,৪৩৩.৫১	৩২,৩৬৯.৮৫	৫২,৩৪১.৫০	৩৫,৪৩১.৯৩	১,৪৮,৮২৫.৭৬
২	ত্রৈমাসিক / বর্ষের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব)	৭৬.১৩	১,১১৯.৬৫	৪৯৭.৩২	৩,৫৮৩.৬৩	৭৮.৯৫	১,০৭৮.৯৭	৫২১.৭৮	৩,৭১৫.৪০
৩	কর পূর্ব ত্রৈমাসিক / বর্ষের নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	৭৬.১৩	১,১১৯.৬৫	৪৯৭.৩২	৩,৫৮৩.৬৩	৭৮.৯৫	১,০৭৮.৯৭	৫২১.৭৮	৩,৭১৫.৪০
৪	কর পরবর্তী সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	৫৪.৪৫	৮২৬.৮৩	৩৭০.৭৬	২,৬৭০.৪৪	৫৭.২৭	৭৮৬.১৫	৩৯৫.২২	২,৮০২.২১
৫	সময়কালের জন্য মোট আনুপুঙ্খিক আয় [(লাভ/ (ক্ষতি) সন্বিত সময়কালের জন্য (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (করের পরে)]	৪৯.২২	৮৩১.৮৩	৩৬৯.৮৮	২,৬৮২.৯৫	৪৯.৩৫	৭৯৮.৬০	৪২৩.৪৫	২,৯১৮.৪৪
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৩,৩৮০.৯৮	৩,৩৮০.৯৮	৩,৩৮০.৯৮	৩,৩৮০.৯৮	৩,৩৮০.৯৮	৩,৩৮০.৯৮	৩,৩৮০.৯৮	৩,৩৮০.৯৮
৭	পূর্ব বর্ষের নিরীক্ষিত ব্যালান্সসীটে প্রদর্শিতমতো সংরক্ষণ (পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত)	-	-	-	১৩,৩২৩.৪১	-	-	-	১৪,৬০৪.৪৪
৮	শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) (চলতি এবং অচলতি কাজকর্মের জন্য) -								
	মৌলিক	০.১৬	২.৪৫	১.১০	৭.৯০	০.১৭	২.৩৩	১.১৭	৮.২৯
	মিশ্রিত	০.১৬	২.৪৫	১.১০	৭.৯০	০.১৭	২.৩৩	১.১৭	৮.২৯

দ্রষ্টব্য :
ক) উপরোক্তটি এসইবিআই (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্ট) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট উপলব্ধ স্টক এক্সচেঞ্জ(গুলি) এবং তালিকাভুক্ত সংস্থার ওয়েবসাইট যথা http://www.umaexports.net/ -তে।
খ) উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা এবং সুপারিশ করা হয়েছিল এবং ৭ অগস্ট, ২০২৩ -এ অনুষ্ঠিত তাদের নিজ নিজ সভায় কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত এবং রেকর্ডে নেওয়া হয়েছে।
গ) সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড ওবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস)) রেগুলেশনস ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে প্রয়োজনীয় সীমিত পর্যালোচনা কোম্পানির অডিটরগণ সম্পন্ন করেছে।

ডিরেক্টরস বোর্ডের পক্ষে
স্বা/-
রাকেশ খেমকা
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN : 00335016
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৭ অগস্ট, ২০২৩

‘দেশের মাটিতে সমর্থকদের সামনে বিশ্বকাপ হাতে তুলতে চাই’, বলছেন ভারত অধিনায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশ্বকাপের সোনালি ট্রফি এর আগে এত সামনে থেকে কখনও দেখেননি তিনি। আর এ বার তিনিই চাইছেন, দেশের মাঠে সমর্থকদের সামনে সেই বিশ্বকাপের ট্রফি হাতে তুলে সোনালি মুহূর্ত তৈরি করতে। কথা হচ্ছে ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মাকে নিয়ে। তিনি আশাবাদী, দেশের মাটিতে এ বারের ওডিআই বিশ্বকাপ ট্রফিটা আসবে ভারতীয় শিবিরেই। এর আগে শেষ বার ভারত ওডিআই বিশ্বকাপ জিতেছিল ২০১১ সালে। মহেন্দ্র সিং ধোনির নেতৃত্বে দ্বিতীয় বার ভারতে এসেছিল বিশ্বকাপ ট্রফি। তারপর কেটে গিয়েছে দীর্ঘ ১২ বছর। আর বিশ্বকাপের সোনালি ট্রফি হাতে তোলার সৌভাগ্য হয়নি টিম ইন্ডিয়ার। এ বার দীর্ঘ ১২ বছরের বিশ্বকাপ জয়ের খরা কাটাতে মরিয়া রোহিতের ভারত।

বর্তমানে আমেরিকায় রয়েছেন রোহিত শর্মা। সম্প্রতি আইসিসিকে ভারত অধিনায়ক রোহিত বলেছেন, ‘আমি এত সামনে থেকে বিশ্বকাপ ট্রফি আগে কখনও দেখিনি। যখন ২০১১ সালে আমরা বিশ্বকাপ জিতেছিলাম, সেই সময় আমি ভারতীয় স্কোয়াডের সদস্য ছিলাম না। বিশ্বকাপের ট্রফিটা সত্যিই দারুণ সুন্দর। ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে, এই ট্রফির সঙ্গে প্রচুর স্মৃতিও জড়িয়ে রয়েছে। তাই আশা করছি এ বার এই সুন্দর বিশ্বকাপ ট্রফিটা তুলে আমরাও একটা দারুণ স্মৃতি তৈরি করতে পারব।’

এ বারের ওডিআই বিশ্বকাপ শুরু হবে ৫ অক্টোবর। ভারতের ১০টি ভেনুতে ১০টি দল আইসিসির এই মেগা ইভেন্টে খেলবে। রোহিত বলেন, ‘আমি জানি বিশ্বকাপের সময় যখন দেশের একটা ভেনু থেকে আর একটা ভেনুতে যাব, সব জায়গা থেকে আমরা প্রচুর সমর্থন পাব। ১২ বছর পর যদি বিশ্বকাপ দেশে ফেরাতে পারিখ সেই ভাবনাটাই এখন মাথায় ঘুরছে। দেশের সকলে ১২ বছরের পুরনো স্মৃতি আরও চাঙ্গা করে তুলতে চায়। সমর্থকদের সেই অনুভূতি বেশ টের পাচ্ছি।’

রোহিত তাঁর বিশ্বকাপ স্মৃতি সম্পর্কে বলেন, ‘২০০৩ সালে ভারত ফাইনাল অবধি দারুণ খেলেছিল। ব্যাট হাতে সচিন তেন্ডুলকর অসাধারণ ছিলেন। প্রচুর রানও করেছিলেন। এরপর ২০০৭ সালের বিশ্বকাপটা আমাদের খুব একটা ভালো কাটেনি। আমরা লিগ পর্ব থেকে এগোতে পারিনি। সেটা বেশ দুর্ভাগ্যজনক। এরপর ২০১১ সালের বিশ্বকাপটা দারুণ কেটেছিল। আমি বাড়ি থেকে প্রতিটা ম্যাচ দেখেছিলাম। যদিও আমি দলে না থাকায় বেশ হতাশ হয়েছিলাম। এক বার ভেবেছিলাম আমি বিশ্বকাপের ম্যাচ দেখব না। তারপর ভারতকে ভালো খেলতে দেখে আর ম্যাচ না দেখে থাকতে পারিনি।’ ২০১৫ ও ২০১৯ সালের বিশ্বকাপ স্কোয়াডে ছিলেন রোহিত শর্মা। ২০১৯ সালের বিশ্বকাপে তিনি ৫টি শতরানও করেছিলেন। সেই দুই সংস্করণের কথা উল্লেখ করে রোহিত জানান, একদিকে তিনি বিশ্বকাপে খেলতে পেরে খুশি হয়েছিলেন। তেমনই সেমিফাইনালে হেরে যাওয়ার যন্ত্রণাও আজও ভোলেননি।

আবার জয় বাগানের, ডুরান্ডে পঞ্জাব এফসি-কে হারাল সবুজ-মেরুন

নিজস্ব প্রতিনিধি: ডুরান্ড কাপের দ্বিতীয় ম্যাচেও জিতল মোহনবাগান। পঞ্জাব এফসি-কে তারা হারিয়ে দিল ২-০ গোলে। প্রথম গোলটি আত্মঘাতী। দ্বিতীয় গোলটি করেন হুগো বুমোস, যিনি এ দিনই মরসুমে প্রথম বার ক্লাবের হয়ে নামলেন। গ্রুপে শীর্ষে চলে গেল মোহনবাগান। ফলে আগামী শনিবার কলকাতা ডার্বির আগে অনেকটাই আত্মবিশ্বাসী হয়ে গেল তারা।

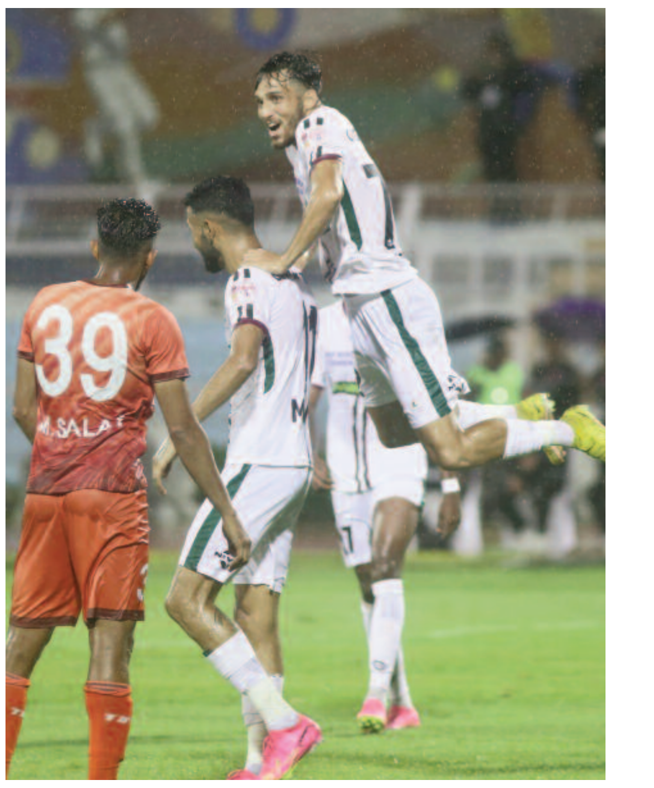

ডার্বির আগে টানা দু'টি জয় মোহনবাগানকে শান্তিতে রাখলেও, কিছুটা চিন্তা থেকেই যাচ্ছে সোমবারের পারফরম্যান্সের পর। মোহনবাগানের রক্ষণ শক্তিশালী থাকার কারণে পঞ্জাব গোল করতে পারেনি ঠিকই। কিন্তু একাধিক বার পঞ্জাব গোল করার জায়গায় চলে গিয়েছিল। পোস্ট এবং মোহন-গোলকিপারের দক্ষতায় গোল হজম করেনি তারা।

প্রথমার্ধে মনবীরের ক্রস থেকে আত্মঘাতী গোল করেন পঞ্জাবের মেলরয় আসিসি। ডান দিক থেকে ক্রস বক্সে ভাসিয়েছিলেন মনবীর। আসিসি ক্লিয়ার করতে গিয়ে পিছলে যান। বল তাঁর পায়ে লেগে গোলে ঢুকে যায়। দ্বিতীয়ার্ধের গোলটি করেন বুমোস। দিমিত্রি পেত্রাতোসের সঙ্গে পাস খেলে বাঁ দিক থেকে বক্সে ক্রস ভাসিয়েছিলেন লিস্টন কোলাসো। বুমোসের প্রথম প্রয়াস পঞ্জাবের এক ডিফেন্ডারের গায়ে লেগে প্রতিহত হয়। দ্বিতীয় প্রয়াসেই গোল করেন বুমোস।

প্রথমার্ধে প্রবল বৃষ্টির কারণে কিশোরভারতী স্টেডিয়ামের কিছু জায়গায় জল জমে যায়। ফলে মোহনবাগানের পাসিং ফুটবল খেলতে অসুবিধা হচ্ছিল। প্রথম একাদশে ব্রেন্ডন হ্যামি এবং বুমোস; এই দুই বিদেশিকে রেখেছিলেন জুয়ান ফেরান্দো। পাশাপাশি ক্লাবের হয়ে অভিষেক হয় আনোয়ার আলির।

গোল খাওয়ার পরেও পঞ্জাব ঘাবড়ে যায়নি। পরের বার আইএসএল খেলতে চলেছে তারা। জিতেছে আই লিগ। ফলে দলের ফুটবলারদের মধ্যে বোঝাপড়া চোখে পড়ছিল। সেই সুযোগ একাধিকবার মোহনবাগানের বক্সে আক্রমণ করে তারা। তবে মাঠের অবস্থা খারাপ থাকার কারণে গোল পায়নি।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই মোহনবাগান এগিয়ে যায়। কোলাসোর ক্রস থেকে গোল করেন বুমোস। দু'মিনিট পরেই গোল শোধ করার জায়গায় চলে গিয়েছিল পঞ্জাব। ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন খেলোয়াড় জুয়ান মেরার শট পোস্টে লাগে। ৫৬ মিনিটের মাথায় দারুণ সেভ করেন মোহনবাগানের গোলকিপার বিশাল কাইথ। সতীর্থের ক্রস বুক দিয়ে রিসিভ করেন লুকাস মাজসেন। চকিতে মোহনবাগানের গোল লক্ষ্য করে শট নেন। কিন্তু বিশালের হাতে আটকে যায় তাঁর প্রয়াস। বাকি সময়ে বেশ কিছু সুযোগ তৈরি করলেও কাজে লাগাতে পারেনি মোহনবাগান। তবে শনিবার ডার্বির আগে টানা দুই জয় আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছে ফেরান্দোর দলের।

জীবনের প্রথম আন্তর্জাতিক হাফসেঞ্চুরি রোহিতকন্যাকে উৎসর্গ তিলক বর্মার

নিজস্ব প্রতিনিধি: আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হওয়ার পর থেকেই বেশ ভাল ফর্মে রয়েছেন তিলক বর্মা। জীবনের দ্বিতীয় ম্যাচেই টি-টোয়েন্টিতে হাফসেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন। তবে সকলের নজর কেড়েছে অর্ধশতরান করে তিলকের সেলিব্রেশন। প্রসঙ্গত, ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ফের ব্যাটিং ব্যর্থতার শিকার টিম ইন্ডিয়া। টানা দুই ম্যাচে বিশ্রীভাবে হেরেছে হার্দিক পাণ্ডিয়ার নেতৃত্বাধীন ভারত।

চার নম্বরে ব্যাট করতে নেমে হাফসেঞ্চুরি করেন তিলক বর্মা। রবিবারের ম্যাচে মন্থর গতিতে শুরু করলেও পরের দিকে ঝোড়ো ব্যাটিং করেন তিনি। ওবেদ ম্যাকওয়েয়ের বলে সিঙ্গল নিয়ে জীবনের প্রথম টি-টোয়েন্টি হাফসেঞ্চুরি করেন। তারপরেই বিশেষ সেলিব্রশনের মেতে ওঠেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে খেলা এই তরুণ ব্যাটার। দুই হাতের বুড়ো আঙুল তুলে নাচাতে থাকেন তিনি। ভাইরাল হয়ে যায় তিলকের সেলিব্রেশনের ভিডিও। কেন এমন মিষ্টি সেলিব্রেশন? জবাবে তিলক জানান, তরোহিত ভাইয়ের মেয়ে সামাইরার জন্যই এই সেলিব্রেশন। ওর সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব। সামাইরাকে প্রমিস করেছি, যখনই আমি সেঞ্চুরি বা হাফসেঞ্চুরি হাঁকাব, তখনই ওর জন্য সেলিব্রেশন করব।দ তরুণ ব্যাটার আরও জানান, এই ইনিংস খেলে রোহিত শর্মার সঙ্গে ফোনে কথা বলবেন তিনি। মুম্বই ইন্ডিয়ানসের হয়ে খেলার কারণে ভারত অধিনায়ক রোহিতের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ তিলক। তাঁর বাড়িতেও গিয়েছেন সস্ত্রীক হিটম্যান। ম্যাচের শেষে তিলক বর্মা জানান, সুরেশ রায়না ও রোহিত শর্মার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে তাঁর। তবে খেলার মাঠে রোহিত শর্মাই তাঁর সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা। তাই জীবনের প্রথম আন্তর্জাতিক হাফসেঞ্চুরি হাঁকানোর পরে সেই রোহিতের সঙ্গেই কথা বলতে চান তিলক।

মেয়েদের বিশ্বকাপে দশজনের ইংল্যান্ড টাইব্রেকারে জিতে শেষ আটে

ইংল্যান্ড ০ (৪) ০ (২) নাইজেরিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি: র‍্যাঙ্কিং বলছিল, লড়াইটা ৪র্থ ও ৪০তম দলের। তবে ১২০ মিনিটের খেলায় র‍্যাঙ্কিংয়ের পার্থক্যটা বোঝা গেছে কমই। উল্টো ৪০তম নাইজেরিয়াই ক্ষণে ক্ষণে ৪ নম্বর দলের শক্তিতে আবির্ভূত হয়েছে। দুইবার গোলের প্রবল সম্ভাবনা তৈরি করে বল ক্রসবার থেকেও ফিরেছে। তবে টাইব্রেকারে গিয়ে আর আফ্রিকান মেয়েদের দলটি পারেনি।

গোলশূন্য দুই ঘণ্টার পর শুট আউটের খেলায় নাইজেরিয়াকে ৪-২ ব্যবধানে হারিয়ে ফিফা নারী বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে ইংল্যান্ড। এ নিয়ে টানা পঞ্চম আসরে শেষ আটে উঠল ইংলিশ মেয়েরা। যার মধ্যে শেষ দুইবার খেলেছে সেমিফাইনালেও।

এবারের নারী বিশ্বকাপ প্রথম দিকেই একাধিক ফেবারিটের পতন দেখে ফেলেছে। চারবারের চ্যাম্পিয়ন যুক্তরাষ্ট্র, দুইবারের চ্যাম্পিয়ন জার্মানি, সাবেক চ্যাম্পিয়ন নরওয়ে আর র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ দশে থাকা ব্রাজিল, কানাডা বাদ পড়ে গেছে আগেভাগেই। ফেবারিটদের মধ্যে টিকে আছে ইংল্যান্ড। গত বছর ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ জেতা দলটি নাইজেরিয়াকে টপকে সহজেই কোয়ার্টার ফাইনালে উঠবে বলে ধারণা ছিল অনেকের। তবে ব্রিসবেনের সানকর্প স্টেডিয়ামে নাইজেরিয়ানদের বিপক্ষে কমই ডানা মেলতে পেরেছেন ইংল্যান্ডের মেয়েরা। বরং ম্যাচের শুরু থেকে ইংল্যান্ডের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আক্রমণ চালিয়ে গেছে আফ্রিকান দলটি।

৯০ মিনিটের খেলায়ই নাইজেরিয়ার দুটি শট ক্রসবারে লেগে প্রতিহত হয়, একটি অ্যাশলি প্লাম্পটরের, আরেকটি উচেনা কানুর। এ সময় ইংল্যান্ডের তুলনায় শট বেশি নেয় নাইজেরিয়া (১২,এর বিপরীতে ২০)। ইংল্যান্ডের মেয়েদের অবশ্য শেষ দিকে রক্ষণেই বেশি মনোযোগ দিতে হয়েছে। ম্যাচের ৮৪ মিনিটে লরেন জেমস লাল কার্ড দেখলে ১০ জনের দলে পরিণত হয় ইংল্যান্ড। নাইজেরিয়ান ডিফেন্ডার মিশেল অ্যালোজিকে পায়ে পাড়া দেওয়ায় প্রথমে হলুদ কার্ড দেখানো হয় জেমসকে। পরে ভিএআর দেখে কার্ড পরিবর্তন করে মাঠ থেকে বের করে দেওয়া হয় তাঁকে। লরেন চেলসি ডিফেন্ডার রিস জেমসের বোন। গোলশূন্য ৯০ মিনিটের পর অতিরিক্ত আধা ঘণ্টার খেলায়ও কোনো দল গোল করতে পারেনি। এর পর ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। ২০১১ বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে ফ্রান্সের কাছে টাইব্রেকারে ৪-৩ হেরে বিদায় নিয়েছিল ইংল্যান্ড। এবারও শুরুটা হয় জর্জিয়া স্টানওয়ের মিস দিয়ে। তবে প্রথম শট মিসের কারণে পরের দিকে আর ভুগতে হয়নি। কারণ, নাইজেরিয়া তাদের প্রথম দুই শট করলেও ইংল্যান্ডের আর কেউ নিশানা হারাননি।

ব্রায়ান লারা অতীত! হায়দরাবাদের নতুন কোচ ড্যানিয়েল ভিত্তোরি

নিজস্ব প্রতিনিধি: দলের পারফরম্যান্স একেবারে তলানিতে। গত তিন আইপিএল-এ বাইশ গজের যুদ্ধে পারফর্ম করতে ব্যর্থ সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। এমন প্রেক্ষাপটে এবার ব্রায়ান লারার সঙ্গে চুক্তি ছিন্ন করল এই ফ্রাঞ্চাইজি। দলের নতুন কোচ হলেন ড্যানিয়েল ভিত্তোরি। ২০২৪ সালের আইপিএল-এ ‘অরেঞ্জ আর্মি’-র সঙ্গে নিউজিল্যান্ডের প্রবাদপ্রতিম বাঁহাতি স্পিনারকে দেখা যাবে। সোমবার অর্থাৎ ৭ আগস্ট সোশ্যাল মিডিয়াতে এই ঘোষণা করেছে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ম্যানেজমেন্ট। ২০২৩ সালের আইপিএল শুরু হওয়ার আগে অনেক ঘটা করে ‘ক্রিকেটের রাজপুত্র’-কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তবে হায়দরাবাদের পারফরম্যান্সে কোনও উন্নতি হয়নি। আর তাই এবার প্রাক্তন কিউয়ি অধিনায়কের উপর ভরসা রাখল হায়দরাবাদ ফ্রাঞ্চাইজি। সানরাইজার্স-এ যুক্ত হওয়ার আগে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর ও অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে কাজ করেছেন ভিত্তোরি।

মাত্র ১৮ বছর বয়সে নিউজিল্যান্ডের জার্সি গায়ে চাপিয়েছিলেন ভিত্তোরি। তিনিই হলেন কিউইদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ, যিনি দেশের হয়ে খেলতে নেমেছিলেন। আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভিত্তোরি হলেন অষ্টম অলরাউন্ডার যিনি টেস্টে ৩০০ উইকেট দখল করার সঙ্গে ৩০০০ রান করেছেন। ১১৩টি টেস্টে ৪৫৩১ রান করার সঙ্গে তাঁর ঝুলিতে রয়েছে ৩৬২টি উইকেট। করেছিলেন ৬টি শতরান। ২৩টি অর্ধ শতরান। অন্যদিকে ২৯৫টি ওডিআই-তে ২২৫৩ রান করার সঙ্গে ৩০৫টি উইকেট নিয়েছিলেন তিনি। সঙ্গে ছিল ৪টি অর্ধ শতরান। ২০১৫ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানানোর পরেই কোচিং কেরিয়ার শুরু করে দেন ভিত্তোরি। এবার তাঁকে হায়দরাবাদে দেখা যাবে। এর আগে হায়দরাবাদের কোচিং স্টাফ হিসেবে কাজ করেছিলেন টম মুডি ও লারা। কিন্তু দু'জনকেই ছেঁটে ফেলা হয়।

দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তনের পর টাইব্রেকারে জয় মেসির মায়ামির

নিজস্ব প্রতিনিধি: ম্যাচ শেষ হতে তখন ৩০ মিনিটও বাকি নেই, ইন্টার মায়ামি পিছিয়ে ৩-১ গোলে। এমন সময়ও একটি দল যার ভরসায় নির্ভার থাকতে পারে, মায়ামিতে সেই লিওনেল মেসি ছিলেন। দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তনের গল্প লিখে ডালাস এফসির বিপক্ষে ইন্টার মায়ামিকে উদ্ধার করলেন সেই মেসিই।

৬৫ মিনিটে মায়ামির বেঞ্জামিন ক্রিমাশ্চি ব্যবধান ৩-২ করেন। গোলটি হওয়ার পথে বেঞ্জামিনকে শেষ পাসটা দেন জর্দি আলবা। আর বক্সের বাইরে থেকে পড়ে যেতে যেতে আলবাকে ফাঁকায় বলটা বাড়িয়েছিলেন মেসিই।

এরপর আবার ডালাস এফসি ৪-২ গোলে এগিয়ে যায়। দলকে সমতায় ফেরাতে পরের দুটি গোলেও ‘অবদান’ রাখেন মেসি। ব্যবধান ৪-৩ করা গোলটির উৎস তাঁর ফ্রি-কিক। এরপর ৮৫ মিনিটে আরেকটি দুর্দান্ত ফ্রি-কিক বলে জালে জড়ান সরাসরিই।

মেসির জোড়া গোলের সুবাদে টাইব্রেকারে গড়ানো ম্যাচে আর হতাশ হতে হয়নি মায়ামিকে। ডালাসকে ৫-৩ গোলে হারিয়ে লিগস কাপের শেষ আটে উঠেছে ইন্টার মায়ামি।

ডালাসের টয়োটা স্টেডিয়ামে ম্যাচটি ছিল ইন্টার মায়ামির জার্সিতে মেসির প্রথম অ্যাওয়ে ম্যাচ। আগের ৩ ম্যাচে ৫ গোল করা আর্জেন্টাইন তারকা প্রতিপক্ষের মাঠে গোল পেয়েছেন শুরুতেই। ম্যাচের ৬ মিনিটেই বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া জোরালো শটে বল জালে জড়ান মেসি। মায়ামিতে এটিই তাঁর দ্রুততম গোল।

তবে শুরুর এই লিড ধরে রাখতে পারেনি মায়ামি। প্রথমার্ধের শেষ দিকে ৮ মিনিটের ব্যবধানে দুটি গোল দিয়ে ফেলে ডালাস। এর মধ্যে ৩৭ মিনিটে গোল করেন আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার ফাকুন্দো কুইগনোন, ৪৫তম মিনিটে তানজানিয়ার বার্নার্ড কামুনগো।

প্রথমার্ধের শেষের দিকের এই ছন্দ দ্বিতীয়ার্ধেও ধরে রাখে ডালাস এফসি। এ সময় মায়ামি রক্ষণে একের পর এক আক্রমণ চালিয়ে যায় দলটি। যে ধারায় ৬৩ মিনিটে ডালাস পেয়ে যায় তৃতীয় গোলও। ফ্রি-কিক থেকে আসা বলে পা ছুঁইয়ে বল জালে জড়ান ২১ বছর বয়সী আর্জেন্টাইন উইঙ্গার আলান ভালেসকো।

ম্যাচের ওই মুহূর্তের ডালাস যে গতিতে ছুটছিল, তাতে মায়ামির হারই ধরে নিয়েছিলেন অনেকে। তবে বদলি নামা বেঞ্জামিন ক্রিমাশ্চি দ্রুতই মায়ামিকে লড়াইয়ে ফেরান। মেসির বাড়ানো বল ধরে আলবা গোলমুখে দিলে কাছ থেকে নেওয়া শটে জালে জড়িয়ে দেন যুক্তরাষ্ট্রের ১৮ বছর বয়সী এই মিডফিল্ডার।

এর পাঁচ মিনিট পরই ম্যাচে আবার নাটকীয়তা। এবার নিজেদের জালে বল জড়িয়ে দেন মায়ামির মিডফিল্ডার রবার্ট টেলর। তবে আত্মঘাতী থেকে পাওয়া গোলের সুবিধাটা বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারেনি ডালাস। ৮০ মিনিটে মায়ামিকে আত্মঘাতী গোল ‘উপহার’ দেন ডালাসের মার্কো ফারফান। এই গোলে বলা যায় মেসিরই ‘অ্যাসিস্ট’ ছিল। তাঁর নেওয়া মাপা ফ্রি কিকেই হেডে বল জালে জড়ান ফারফান। ম্যাচের স্কোরলাইন তখন ৪-৩।

এরপরই মেসি-ম্যাজিক! সমতা আনতে বাকি যে গোলটি দরকার ছিল, ৮৫ মিনিটে সেটিই এনে দেন মেসি। বক্সের সামান্য বাইরে পাওয়া ফ্রি-কিক কাছের পোস্ট দিয়ে জালে জড়ান আর্জেন্টাইন তারকা। দেয়াল হয়ে দাঁড়ানো ডালাস খেলোয়াড়েরা লাফিয়ে উঠলেও নাগাল পাননি, বল যায় তাঁদের মাথার ওপর দিয়ে। আবার বল আসছে বুঝে সঠিক দিকে ঝাঁপিয়ে নাগাল পাননি দলটির গোলরক্ষকও। দারুণ ফ্রি-কিকে মায়ামিকে ৪-৪ সমতায় নিয়ে আসেন মেসি।

টাইব্রেকারে প্রথম শটটি নেন মেসি। অনায়াস এক শটে গোলকিপারকে ফাঁকি দিয়ে বল পাঠান জালে। মায়ামি গোল পায় পরের ৪ শটেও। ডালাস প্রথম ৪ শটের একটি থেকে গোল করতে না পারায় পঞ্চম শটের আর দরকার হয়নি।

শেষ আটে মেসিদের প্রতিপক্ষ হবে হিউস্টন ডিনামো,শার্লট এফসি ম্যাচের জয়ী দল। ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে ১১ আগস্ট।

এশিয়ান গেমসে জায়গা হল না দীপার, সরকারের কাছে নিয়ম শিথিলের আর্জি

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০১৬ সালের রিও অলিম্পিকের ভল্ট ফাইনালে চতুর্থ স্থান অর্জন করলেও বিশ্ব জিমন্যাস্টিক মহলে সারা ফেলে দেন তিনি। চতুর্থ স্থান পেলেও ভারতীয় প্রেক্ষাপটে এই খেলায় আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসেন। আগরতলার বাঙালি কন্যা দীপা কর্মকার। কিন্তু ২০১৯ সাল থেকে চোট এবং ডোপিং কাণ্ডে সাসপেন্ড হয়ে মাঠের বাইরে থাকতে হয়েছে তাঁকে। সদ্য সাসপেনশন উঠে যাওয়ার পর হ্যাংজুতে আসন্ন এশিয়ান গেমসে প্রতিযোগিতা করার জন্য ট্রায়ালে নামেন তিনি। তবে এই টুর্নামেন্ট থেকে তাঁকে বাদ দেওয়া হয়েছে। টাইমস অফ ইন্ডিয়ার সূত্র মারফত এমনটাই জানা গিয়েছে।

টাইমস অফ ইন্ডিয়ার সূত্র মারফত জানা গিয়েছে দীপার নাম মহিলাদের জিমন্যাস্টিকস দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এশিয়ান গেমসে জিমন্যাস্টিক মহিলা বিভাগের প্লেয়ারদের নাম চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য ক্রীড়া মন্ত্রকে পাঠানো হয়েছে। মঙ্গলবারের মধ্যে চূড়ান্ত তালিকা পাওয়া যাবে বলে জানা গিয়েছে।

দীপাকে বাদ দেওয়ার কারণ হিসেবে উঠে আসছে তিনি যোগ্যতার অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। বলা হয়েছে, ব্যক্তিগত ইভেন্টে সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়কে ১২ মাসের মধ্যে অষ্টম স্থান অর্জন করতে হবে। ১৫ জুলাই সময়সীমার মধ্যে এশিয়াড আয়োজকদের কাছে ক্রীড়াবিদদের পাঠানো তালিকায় দীপার নাম ছিল। তবে জানা গিয়েছে, মহিলাদের জিমন্যাস্টিক ইভেন্টের জন্য প্রণতি দাস এবং প্রণতি নায়কের নাম চূড়ান্ত করা হয়েছে। টাইমস অফ ইন্ডিয়ার সেই সূত্রটি জানিয়েছে, ‘চূড়ান্ত নির্বাচনের জন্য দীপার নাম বিবেচনা করা হয়নি। চোট এবং তার ডোপিং সাসপেনশনের কারণে তিনি ২০১৯ সাল থেকে জিমন্যাস্টিকস থেকে দূরে রয়েছেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে প্রতিযোগিতাও করেননি।’ ১১-১২ জুলাই ভুবনেশ্বরে অনুষ্ঠিত হওয়া ট্রায়ালে, দীপা মহিলাদের শৈল্পিক জিমন্যাস্টিক ইভেন্টে প্রথম স্থান অর্জন করেন। এশিয়াড আয়োজকদের পাঠানো তালিকায়, দীপার নাম ছয়টি ইভেন্টে স্থান পেয়েছে। সেগুলি হল অলরাউন্ড, ব্যালেন্স বিম, ফ্লোর এক্সারসাইজ, অসম বার, ভল্ট এবং দল।

দীপা কর্মকার স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়াকে যোগ্যতার মানদণ্ডের নিয়মকে কিছু শিথিল করার জন্য ইতিমধ্যেই আবেদন জানিয়েছেন। সেই চিঠিতে দীপা লিখেছেন, ‘আমি ২০১৭ এবং ১৯ সালে চোটের জন্য প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে পারেনি। এরপর করোনার মহামারীর কারণে প্রতিযোগিতার সুযোগ কম ছিল। ডোপিং লঙ্ঘনের কারণে ২১ মাসের স্থগিতাদেশ ছিল আমার উপর। যা চলতি বছর ২০২৩-এ শেষ হয়েছে। আমি আন্তরিকভাবে ক্রীড়া মন্ত্রককে আমার এই পরিস্থিতি বিবেচনা করার জন্য এবং যোগ্যতার পূরণের শিথিলতা আনতে অনুরোধ করছি।’

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**